মিডিয়া



[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত]



শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ

প্রণীত

নূতন সংস্করণ।

১৩১৯ সাল।

মূল্য ||• আনা মাত্র।

প্রকাশক
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মেট্‌কাফ্ প্রেস্
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী দ্বারা মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

আল্ মনস্থর	...	তুর্কীর স্থল্তান।
সম্সের	...	ঐ উজীর।
ফেরান	...	স্থল্তানের দেহরক্ষী।
বুলবন } মাবুব }	...	ঐ ওমরাও দ্বয়।
এলাহী	...	গ্রাম্য সর্দার।
জিবার	...	বিজ্ঞান-সাধক।

কৃষকগণ, ওমরাওগণ, চর।

স্ত্রী।

মিডিয়া	...	গ্রীক্-রাজকন্যা।
দোলত	...	এলাহীর স্ত্রী।
লুনা	...	ঐ পৌত্রী।

কৃষকরমণীগণ, শ্রীসঙ্গিনীগণ, বিজলীসঙ্গিনীগণ।

সন ১৩১৯ সাল, ২২শে আষাঢ় শনিবার,
মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয়।

সত্বাধিকারী	...	শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন পাঁড়ে।
অধ্যক্ষ	...	,, ,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। (দানিবাবু)।
শিক্ষক	...	,, ,, পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
সঙ্গীত-শিক্ষক	...	,, ,, দেবকণ্ঠ বাক্‌চি।
নৃত্য-শিক্ষক	...	,, ,, সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	...	,, ,, কালীচরণ দাস।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

আল্ মন্‌সুর	...	শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। (দানিবাবু
সম্‌সের	...	,, ,, ননীলাল দত্ত।
ফেরান	...	,, ,, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
জিবার	...	,, ,, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
এলাহী	...	,, ,, প্রিয়নাথ ঘোষ।
বুলবন্	...	,, ,, অহীন্দ্রনাথ দে।
মাবুব	...	,, ,, অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল।
ওমরাও	...	,, ,, উপেন্দ্রনাথ বসাক।
১ম কৃষক	...	,, ,, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য।

২য় কৃষক	...	শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ বসু।
৩য় কৃষক ও চর	...	,, ,, নির্ম্মলচন্দ্র গাঙ্গুলি।

মিডিয়া	...	...	শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী।
লুনা	...	...	,, নীরদাসুন্দরী দাসী।
দৌলতী	...	...	,, প্রকাশমণি দাসী।
১ম কৃষক-রমণী	...	...	,, শশিমুখী দাসী।
২য় কৃষক-রমণী	...	...	,, শরৎকুমারী দাসী।
১ম বালক	...	...	,, প্রফুল্লকুমারী দাসী।



মিডিয়া।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পল্লীগ্রামস্থ শস্যক্ষেত্র।

গ্রাম্য রমণীগণ।

গীত।

দিলচোরি ভই মেরি ননদিয়া।
আঁখমে বান জোড়ি, জান উখাড়ি, মুলুক হামারি ছোড়ি দিয়া
হাত জোড় করি, মিনতি করনু হাম,
শ্রবণহি পরশ না গেল;
যব দূর গেলা বঁধু, ময় সে কুলবধূ, পুনঃ তঁহি দরশ না ভেল।
তব তক্ থির নেহি হিয়া, ননদিয়া,
মেরি আঁখিয়া রোয়ে রোয়ে লালিয়া॥

(কৃষকের প্রবেশ) ।

১ম, কৃ। এই, আজ আর তোদের মাঠে কাজ ক'র্‌তে হবে না—ঘরে চলে আয়।

১ম, র। কেন ?

১ম, কৃ। কেন, যে যার ঘরে গিয়ে শুন্‌তে পাবি।

২য়, র। তুই কাকে বল্‌ছিস্ ?

১ম কৃ। সকলকেই ব'ল্‌ছি—একি আর বেছে গুছে ব'ল্‌ছি—সকলকে এক সাপটা ব'ল্‌ছি। কেউ আর আজকে মাঠে থাক্‌তে পাবিনি।

১ম, র। আবার তোরা কারও সঙ্গে লড়াই বাধালি নাকি ?

১ম, কৃ। ও বাধাবাধির খবর আমি রাখি না। মোড়ল তোদের ঘরে পাঠিয়ে দিতে আমাকে হুকুম ক'রেছে, তাই তোদের ব'ল্‌তে এসেছি—যা আর দেরি করিস্ নি, ঘরে যা। সেখানে যা জান্‌বার জান্‌তে পাবি।

১ম, র। মোড়ল যখন হুকুম করেছে, তখন কিছু না কিছু গণ্ডগোল বেধেছে। তবে চল্—মাঠের ফসল আজ মাঠেই প'ড়ে থাক্।

[রমণীগণের প্রস্থান।

(কৃষকগণের প্রবেশ।)

২য়, কৃ। কিরে সব জায়গায় খবর দিয়েছিস্ ?

১ম, কৃ। আর দু'টো একটা মাঠ বাকী আছে—

২য়, কৃ। যা,—জল্‌দি তাদের খবর দিয়ে আয়।

[১ম কৃষকের প্রস্থান।

৩য়, কৃ। রাজার ইয়াররা শীকার ক'র্‌তে আস্‌ছে ; এ খবর তুই কোথায় পেলি !

২য়, কৃ। গাঁয়ের পর গাঁ খবর চালাচালি হ'য়ে গেল। রাজার কতকগুলো

বাছা বাছা দানো মোসাহেব—গাঁয়ে গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে। গেরস্ত মেয়ে ছেলে সব ভিন্ন গাঁয়ে সরিয়ে দিয়েছে। দোকানী পসারী দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে পালিয়েছে।

৩য়, কৃ। তাহ'লে আমাদেরও মেয়েছেলেগুলোকে ত গাঁ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত!

২য় কৃ। উচিত কি—এখনি দে—ঘরে স্ত্রীলোকের নামের গন্ধ পর্য্যন্ত রাখিস্‌নি।

৩য় কৃ। তাহ'লে আমাদেরও যেতে হবে নাকি।

২য়, কৃ। থেকেই বা লাভ কি—রাজার সঙ্গে বিবাদ ত চ'ল্‌বে না—অথচ অন্যায় দেখ্‌লে চুপ করে থাকৃতেও ত পার্‌ব না!

৩য়, কৃ। তাহ'লে গাঁয়ে থাকৃবে কে?

(এলাহীর প্রবেশ।)

এলাহী। শুধু আমি থাকৃব। আর কারও থাকৃবার দরকার নেই।

৩য়, কৃ। বহুত আচ্ছা, তাহ'লে আর কারো থাক্‌বার দরকার নেই।

[তৃতীয় ও দ্বিতীয়ের প্রস্থান।

এলাহী। কোন কিছু গোল বাধুক আর নাই বাধুক, আগে থাক্‌তে সাবধান হওয়ায় দোষ নাই।

(লুনার প্রবেশ।)

লুনা। হাঁ দাদা, লড়াই বাধবে নাকি শুন্‌তে পাচ্ছি।

এলাহী। ঠিক লড়াই নয়, আর বাধলেই বা ক'র্‌বি কি? রাজার সঙ্গে ত আর লড়াই চ'ল্‌বে না। কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ক'রে কি জলে বাস চলে! যাক্, আর দেরী করিস্ নি, আমার এ ছাড়া দোস্‌রা কাজ আছে, এই বেলা সেরে ফেলি।

লুনা। হাঁ দাদা, সকলে চ'লে যাবে, আর তুই একা থাকৃবি!

এলাহী। আমি না থাকলে, গাঁ রক্ষা ক'রবে কে?

লুনা। জোয়ান জোয়ান মানুষ সব পালাচ্ছে, তুই কোন্ সাহসে থাক্‌বি!

এলাহী। এই কল্‌জের সাহস—এ বয়স পর্য্যন্ত জ্ঞানতঃ কখন অন্যায় করি নি। আর যদিই না জেনে খোদার কাছে অপরাধ ক'রে থাকি, খোদা শাস্তি দিতে হয়, দেবে। কোথায় পালিয়ে তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাক্‌ব, লুনা। এইটুকু জেনে এ বয়স পর্য্যন্ত বিপদ পিছনে রেখে পালাইনি। আজও পালাব না।

লুনা। আমি কি ক'র্‌ব?

এলাহী। তুই আর তোর দিদি ওদের সঙ্গে চলে যা। আজ রাত্তিরের মত ইলদিজে গিয়ে থাক্, এ দানোগুলো চ'লে গেলে কা'ল ফজেরে আবার আসিস্।

লুনা। আমি যদি থাকি?

এলাহী। থাক্‌বি?

লুনা। কেন, তুমি কি থাক্‌তে নিষেধ কর?

এলাহী। থাক্‌তেও বলি না, নিষেধও করি না,—কল্‌জের জোর থাকে, থাক্। তবে যদি থাক, আমাকে আশ্রয় ক'রে থেকোনা।

লুনা। তোমাকে আশ্রয় ক'রেই থাক্‌বো। তবে আমার জন্য তোমাকে বিপদে প'ড়্‌তে দেব না—এটা নিশ্চয় জেনো দাদা! আশ্রয়—তুমি আমার সহজ আশ্রয় নও। তুমি বেঁচে আছ মনে হ'লেই, আমি বাদসার সঙ্গীদের আমার কাছ থেকে দূর ক'রে দিতে পারি। কিন্তু যে তোমার আশ্রয়ে নেই, যে কারও আশ্রয়ে নেই, একা বনের ভিতরে পাহাড়ের ধারে আপনাকে আপনি নিয়ে বাস করে, সে যদি গাঁয়ে থাক্‌তে পারে, আমি থাক্‌তে পার্‌ব না কেন?

এলাহী। তাইত, তাইত লুনা, মিডিয়ার কথা যে ভুলে গিয়েছিলুম!

লুনা। তাই কি সে যেমন তেমন মিডিয়া—তার রূপের কি তুলনা আছে! তার রূপ দেখলে ইচ্ছা হয়, মিনি মাইনেয় তার ঘরে বাঁদী হয়ে থাকি।

এলাহী। মনে ছিল না—লুনা তোর যাওয়া হ'ল না। মিডিয়া ত গাঁ ছেড়ে কোথাও যাবে না। যা, এখনি যা'—আমার নাম ক'রে এখনি তাকে ধ'রে আমাদের ঘরে নিয়ে আয়, আমি আর সব মেয়েছেলে-গুলোকে ইলদিজে পাঠাবার যোগাড় ক'রে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

~~লুনা~~। মিডিয়া।

ওরা সব মনের আনন্দে গান গায়—হেথা সেথা ছুটে যায়—পাখীর মত নাচে। আমি দেখি আর মলিন মুখে ব'সে থাকি। ওরা আমায় ডাকে, কাছে পেলে আদর করে—ভালবাসার কত নিদর্শন সুমুখে ধরে, আমি কিন্তু তা গ্রহণ ক'র্‌তে পারিনা—মনের সঙ্গে মিশতে পারি না—ওদের মত গাইতে পারি না।

মিডিয়া। কি ভাই লুনা, এমন ক'রে ছুটে আসছিস্ কেন?

গীত।

কোন্ দেশে কোন্ সোণার বাগানে।
ফুটে ছিলি গোলাপ রাণী, ভেসে এলি বানে॥
ঘুমন্ত দরিয়া ভুলে,
ফেলে রেখে গেছে কুলে,
কুড়িয়ে পেয়েছি আমি এনেছি তুলে,
সুবাসে ধরেছে নেশা, পড়েছি টানে॥

লুনা। এখানে আর এক লহমাও থাকিস্‌নি, চ'লে আয়।

মিডিয়া। কেন?

লুনা। সে সব বলবার সময় নেই। শুন্‌তে হয়, পরে শুন্‌বি।

মিডিয়া। কোথায় যাব?

লুনা। আমাদের ঘরে। দাদা ব'লে দিলে,—"মিডিয়াকে যেখানে দেখ্‌তে পাবি, সেখান থেকেই ধ'রে নিয়ে আস্‌বি।"

মিডিয়া। আমি যাব না।

লুনা। না ব'ল্‌লে শুন্‌বো না, আজ আর কিছুতেই নিষেধ মান্‌বো না।

মিডিয়া। কারণ কি না জান্‌লে, কোনও উত্তর দিতে পা'র্‌ব না।

লুনা। দুষ্ট রাজার দুর্দান্ত ওমরাও গুলো বনে শীকার ক'র্‌তে এসেছে। অনেক দৈত্য-দানা। দাদা ক্ষেতে কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে দেখেছে। দেখেই সকলকে সাবধান ক'র্‌তে ছুটে এসেছে। তোর ঘরের দোর্ দিয়ে চ'লে গেছে। সেথা তোকে দেখ্‌তে পায়নি। সেই জন্য আমাকে পাঠিয়েছে।

মিডিয়া। তোমার দাদাকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'ল, তার স্নেহ প্রদর্শনে আমি ধন্য হলুম, কিন্তু আমি তার হুকুম রাখ্‌তে পার্‌লুম না।

লুনা। এ কথা শুনেও যাবি না!

মিডিয়া। না লুনা, যাব না।

লুনা। তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি!

মিডিয়া। পাগল হব কেন?

লুনা। দেখ্‌তে পাচ্ছি হ'য়েছিস্, আর কেন? নইলে দুর্দ্দান্ত বাদশা আস্‌ছে শুনে, এখনো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্!

মিডিয়া। তুইও ত দাঁড়িয়ে আছিস্!

লুনা। আমার পেছনে বল আছে। আমি আর তুই কি এক?

মিডিয়া। আমারও পিছনে বল আছে।

লুনা। কই, কে তোর্ বল! এক বাপ ছিল, তা' সেওত মরে গেছে। কই আর কাউকেওত দেখিনি।

মিডিয়া। আছে বই কি,—পিছনে বল না থাক্‌লে, কি সাহসে একা এই বনের ভিতরে, লোকালয় থেকে কতদূরে বাস করি। তবে সে বল চক্ষের বিশেষ জ্যোতি না থা'ক্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

লুনা। সে কি বল, বল্‌না শুনি।

মিডিয়া। হৃদয়-বল ব'লে একটা জিনিষ আছে শুনেছিস্?

লুনা। আচ্ছা সে চোখে সুর্‌মা দিয়ে দেখা যাবে।

আর শোনাশুনির দরকার কি?

(নেপথ্যে কোলাহল)

ওইরে, এই দিকেই আস্‌ছে—চ'লে আয়—চ'লে আয়।

মিডিয়া। তুই যা লুনা, ঘরে যা—

লুনা। কিছুতেই যাবিনি?

(এলাহীর প্রবেশ।)

এলাহী। কই লুনা! কোথায় তুই? আরে ম'ল, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্!

লুনা। তা কি ক'র্‌ব—এ ছুঁড়ি যে কিছুতেই যেতে চায় না।

এলাহী। আজ যাবনা ব'ল্‌লে চ'ল্‌বে না মিডিয়া, আজ আমি তোকে নিয়ে যাব।

মিডিয়া। আমি যে যেতে পার্‌ব না।

এলাহী। সে কথা আমি শুন্‌ব না।

মিডিয়া। আমার যাবার যো নেই।

এলাহী। কেন?

মিডিয়া। পিতার নিষেধ, মৃত্যুকালের প্রতিশ্রুতি—পা'র্‌ব না।

এলাহী। তোর বাপ পাগল ছিল!

মিডিয়া। না এলাহী, বাপ আমার জ্ঞানী ছিলেন।

এলাহী। (হাস্য) জ্ঞানী ছিল!

মিডিয়া। তুনিয়ায় এক ব্যক্তি ছাড়া, আর কেউ তাঁর তুল্যজ্ঞানী ছিল না।

এলাহী। সে ব্যক্তি বুঝি তুমি ?

মিডিয়া। না বৃদ্ধ, আমি নই। তিনি জগৎপ্রসিদ্ধ জিবার।

এলাহী। আরে আল্লা—সেটাত একটা বেহদ্দ পাগল ছিল। চির কালটা কেবল কিমিয়া কিমিয়া—সোনা সোনা—আর অমর হবার দাওয়াই খুঁজে মরেছে।

মিডিয়া। সেই পাগল ওস্তাদ, এই তুজনের অভাবে তুনিয়া এমন তুটি মাণিক হারিয়েছে, হাজার বছরের ভিতর সে মাণিক মেলে কিনা সন্দেহ।

এলাহী। পাগলের বেটী পাগলী—নে চ'লে আয়। রাজার দানো মোসাহেব গুলোর হাতে প'ড়ে কেন বেইজ্জত হবি—এই বেলা মানে মানে আমার কুঁড়েতে আড্ডা নে।

মিডিয়া। নিতে হয়, এর পরে না হয় নেওয়া যাবে।

এলাহী। তা হ'লে আজ আর নয় ?

মিডিয়া। আজ কিছুতেই নয়।

লুনা। আ মর্ মিছে কথা কাটাচ্ছিস্ কেন! নে আমার সঙ্গে আয়।

মিডিয়া। আজ কিছুতেই নয়—আজ পিতার জ্ঞানের পরীক্ষা—তুনিয়া একদিকে আর আমি একদিকে।

এলাহী। তা হ'লে মানে মানে যাবিনি ?

মিডিয়া। হুঁসিয়ার বৃদ্ধ, আমি গ্রীক-তুহিতা। যে গ্রীক, সে তুর্কীর্

সাহায্যে রক্ষা পেতে চায় না। এলাহী, আমার আত্মরক্ষার প্রয়োজন, আমি চ'ল্‌লুম। (নেপথ্যে কোলাহল)

এলাহী। নে লুনা চ'লে আয়। ও কস্বক্তির মতলব ভাল নয়।

[প্রস্থান

এলাহী। কি ক'রব লুনা ?

লুনা। কর্‌বার আর কি আছে দাদা—আমিত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

এলাহী। তবে যাক, দূর হ'ক। চ'লে আয়। ও কস্বক্তির মতলব ভাল নয়।

লুনা। তাই মনে হচ্চে। কস্বক্তি মনে ক'রেছে, বাদসাকে রূপে ভুলিয়ে বশ ক'রবে।

এলাহী। (হাস্য) ঠিক তাই লুনা, ঠিক তাই—নইলে আমি প্রাণের আবেগে তার ধর্ম্মরক্ষা ক'রতে এলুম—কস্বক্তি আমার সঙ্গে এলোনা। (হাস্য) রুমের বাদসা—তুনিয়ার মালিক—সে বনের জানোয়ারকে কি বেগম ক'রবে মনে ক'রেছ,—ভুলিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবে—ধর্ম্ম খাবে—তারপর কস্‌বী ক'রে রাস্তায় ছেড়ে দেবে। রাণী হবে ব'লে সারা তুনিয়ার সেরা সুন্দরী এসেছে—এসে ধর্ম্ম বেচে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘরে ফিরে গেছে। নে আয়—রূপ ! —তাদের তুলনায় তোর রূপ ! —যা, দূর হয়ে যা—যাবি—ধর্ম্ম হারাবি—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বনে আসবি। কিন্তু বেইমানী, তুমি যেই হও—তখন্‌ তোমাকে আমি এ অঞ্চলে আর আসতে দেবনা। ইমান্‌ হারিয়ে তুমি যে আমার গাঁয়ের হাওয়া খারাপ ক'রে দেবে, তা হবে না—তখন চুলের মুঠি ধ'রব—আর—

লুনা। উঃ—উঃ !—আমি—আমি।

এলাহী। তুই—লুনা তুই—মিডিয়া মনে ক'রে তোর চুল ধরেছি !

লুনা। চুলের মুঠি ধ'রে কি ক'রবে—মা'রবে? হাঁ দাদা—মিডিয়াকে কি মা'রবে?

এলাহী। এতই ভুল ক'রলুম যে, তোর চুলের মুঠি ধ'রলুম!—কি ব'ললে! লুনা! মিডিয়া কি ব'লে গেল! আমার বাপ জ্ঞানী—ঠিক ত লুনা, মিডিয়া ত ঠিক বলে গেল! তার বাপ যথার্থই দেখ্‌ছি জ্ঞানী। জ্ঞানীর মেয়ে জ্ঞানী—এই বনের রাণী। আমি চাষা—নিরেট মূর্খ—তাকে সাজা দেবার কথা মনে আনতে, তোকে সাজা দিয়ে ব'সলুম!

লুনা। পরের মেয়ে, তাকে সাজা দেবার দরকার কি দাদা!

এলাহী। পরের মেয়ে—ওকথা বলিস্ নি লুনা—মিডিয়া পরের মেয়ে নয়।

লুনা। তবে কার মেয়ে?

এলাহী। এখন আমার মেয়ে! শুন্‌লিনি তার বাপ জ্ঞানী। দুনিয়া থেকে তাড়া খেয়ে কোথা থেকে এখানে এসেছিল—এক বছর রইল, তারপর মেয়েকে একা রেখে—লুনা—লুনা—গাঁয়ের বাইরে বড় একটা পা দিইনি—দুনিয়ার সেরা রূপ কি তা জানি না—কিন্তু লুনা, মিডিয়াকে দেখে মনে হয়, এ রূপ বুঝি দুনিয়ায় নেই—বেহেস্তে নেই। সেই মেয়েকে একা রেখে, বৃদ্ধ বিদেশী দুনিয়া ছেড়ে চ'লে গেছে। জ্ঞানী—শুন্‌লিনি? ব'ল্‌লে জ্ঞানী—কেন সে বনে এল, কেন সে মেয়েকে এখানে রেখে চ'লে গেল। সে জানে যে, এখানে এলাহী আছে। রাজার আশ্রয়ে সে মেয়েকে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি—তাই এই চাষার কাছে রেখে গেছে। দুনিয়া ছাড়বার সময় নিশ্চয় মনে মনে বলে গেছে—"এলাহী! আমার মিডিয়াকে তোমার কাছে রেখে গেলুম।" নে, আয় দিদি ঘরে যাই—ঘরে বসি, বসে ভাবি—

মিডিয়া আমার ঘরে এলোনা—এত সাধ্‌লুম এলোনা। কেন এলোনা —কেন এলোনা—কেন এলোনা !—

লুনা। দাদা ! আমাকে আর একবার ছেড়ে দে।

এলাহী। না, এখন ছাড়ব না। (নেপথ্যে কোলাহল) ওই আসছে— অত্যাচারী রাজার অত্যাচারী ওমরাও—মিডিয়ার কুঁড়েঘর গাঁয়ে ঢুকতেই তাদের চক্ষে প'ড়বে। তারা সেই ঘরে ঢুকে দেখবে, গাঁ থেকে দূরে, জন প্রাণীর অগোচরে দুনিয়ার সেরা সুন্দরী। লুনা, জ্ঞানীর মেয়ে কেমন ক'রে ইজ্জত বজায় রাখে, আমি একবার দেখ্‌ব। তারপর তোকে ছাড়ব।—যা, এখন ঘরে যা, এই লাঙ্গল নিয়ে।— যা ঘরে গিয়ে তোর দিদিতে আর তোতে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে থাক্। যতক্ষণ না ফির্‌বো, ততক্ষণ দরজা খুলিস্ নি।

গীত।

সে যে বসে আছে কাছে আপনার।
ঘেরে আছে তারে, তারই মন ব্যথা, তাহারই কাহিনী সজনী তার॥
কোথা হ'তে এল কে জানে, ফুটেছিল কোন কাননে,
সারা বেলা থাকে বিজনে সে বসে, মুখ পানে চেয়ে কার,
সে বোঝে, সে জানে, সে কয়, সে শোনে, বাহিরে লুকিয়ে দুনিয়ার॥

তৃতীয় দৃশ্য।

শৈলতল।

মিডিয়া।

মিডিয়া। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচবৎসর অতীত হ'য়ে গেল। পাঁচবৎসর এই বনভূমে আমি একা। আমাকে সুখী ক'র্‌বার জন্য গ্রামের

আবালবৃদ্ধ বনিতা ছুটে আসে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গ গ্রহণ ক'রতে পারি না ব'লে, তারা এসে এসে ফিরে যায়—মলিন মুখে ফিরে যায়। হতাশ হ'য়ে তারা আমার কাছে আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। লুনা কেবল আমাকে ত্যাগ ক'র্‌তে পা'র্‌লে না। আর পা'র্‌লে না এলাহী। আজ আমার বিপদ বুঝে আবার আমার কাছে ছুটে এসেছে। আমি সাহায্য নিতে চাইনা ব'লে, বৃদ্ধ কৃষক মনোভঙ্গে ফিরে যায়—সময়ে সময়ে ক্রোধে তার মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আমি তা দেখি, কিন্তু দেখেও তার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না। পারি না—কেন? প্রচণ্ড দন্ত—রাজ্যেশ্বর পিতা আমাকে আশ্রয় দিতে পা'রলে না, ক্ষুদ্র কৃষক আমাকে আশ্রয় দেবে কি! পিতা—আমার জ্ঞানী পিতা—আজন্ম আমাকে একাকিনী থাক্‌তে শিক্ষা দিয়েছেন—রাজকন্যা প্রাসাদের মধ্যে বাস করেও আমি সঙ্গী পাইনি। সঙ্গীর মধ্যে ছিলেন একমাত্র পিতা—সেই পিতা আমাকে এই বনভূমে নিরাশ্রয় রেখে চ'লে গেছেন। ব'লে গেছেন, মিডিয়া আমার গুরু ছাড়া আর কারও আশ্রয় গ্রহণ ক'র না। কিন্তু কোথায় গুরু—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার তাঁকে দেখেছিলুম—আর তাঁকে আমি কেন, পিতা পর্য্যন্ত দেখেন নি। পিতা মৃত্যুকালে গুরুকে দেখ্‌বার জন্য বিস্ফারিত নেত্রে দেহত্যাগ ক'রেছেন। সে অতিবৃদ্ধ কি আজও বেঁচে আছে! যদি থাকে, আমি কেমন ক'রে তার আশ্রয় নেব। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা রাজ্যহারা, আমি পিতৃহারা—সে কেমন ক'রে আমাকে খুঁজে পাবে? আমি একান্ত সঙ্গিহীন—আকর্ষণ মন্ত্র জানি না ব'লে পশুপাখীও আমার কাছে আসে না। কেবল থেকে থেকে মনে হয়, আকাশভেদী ধূসর শৈল এই নিরাশ্রয়াকে বুক দিয়ে যেন আবৃত ক'রে রাখে—তারাদীপ্ত তরঙ্গ চক্ষে কৃষ্ণসাগর যেন আমার পানে প্রহরীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

আমি নিরাশ্রয়—কল্পব্যাপী কর্কশতার মধ্যে যদি এখনও পর্য্যন্ত তোমার হৃদয়ে কোমলতার একটিমাত্র বিন্দুও লুক্কায়িত থাকে, তা'হ'লে শুন গিরিরাজ, আমি নিরাশ্রয়। স্মরণাতীত কালের কোন করুণাময়ের আবদ্ধ অশ্রুজলে যদি তোমার লবণাম্বুদেহ সৃষ্ট হয়ে থাকে, তা'হ'লে শুন কৃষ্ণসাগর, আমি নিরাশ্রয়।

গীত।

আজি ভাসায়ে দিলাম অকূলে।
যেখানে যা ছিল আশা, ভালবাসা, মরম মূলে॥
হৃদয়ের তার ছিঁড়েছে আমার,
কেন আঁখি হ'ল ভার কি জলে,
মন না মানি, কেন কি জানি, কি মধুর বাণী, শ্রবণে তুলে॥

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। গা' গা'—আবার গা'—আবার গা'—শুনি।

মিডিয়া। কে তুমি ?

জিবার। আবার গা'—আবার গা'—দূরের ক্ষীণকণ্ঠ—শুনে পিপাসা মিটল না—আবার গা'—শুনি।

মিডিয়া। কে তুমি ?

জিবার। পাঁচ বৎসর মনুষ্যকণ্ঠ শুনিনি—জীবের স্বর পর্য্যন্ত কাণে প্রবেশ করেনি—নিজে কথা ক'য়ে নিজে শুনে মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছি—সেই আমি শ্রবণ ভিখারী—গা' গা'—আর একবার গা'—শুনি।

মিডিয়া। কেও—তুমি! গুরু!

জিবার। গুরু! কে তুই—কে তুই—আমার ইজিয়াস? প্রিয় শিষ্য—জ্ঞানীর শিরোমণি—ইজিয়াস।

মিডিয়া। ইজিয়াস নেই।

জিবার। নেই! ইজিয়াস নেই! গেছে—এরই মধ্যে চ'লে গেছে! আমার ফের্‌বার অপেক্ষা ক'র্‌লে না! আমি যাকে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দেব বলে—এই সুদীর্ঘ পাচ বৎসর—দুরন্ত অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এলুম—সে ইজিয়াস নেই! যাক্, তার রাজ্য?

মিডিয়া। নেই—প্রবলপ্রতাপ সম্রাট আল্ মনসুর তা অধিকার ক'রেছে।

জিবার। রাজ্য গেছে!—আচ্ছা যাক্। তার কন্যা?

মিডিয়া। আছে।

জিবার। কোথায় আছে?

মিডিয়া। এই আপনারই সম্মুখে—

জিবার। তুই!—তুই ইজিয়াস-কন্যা মিডিয়া! তুই আমাকে চিন্‌তে পেরেছিস্! একবার দেখা—তবু তুই আমাকে চিন্‌তে পেরেছিস্ মিডিয়া! বা মিডিয়া, ধন্য মিডিয়া—আছে, আমার ইজিয়াস বেঁচে আছে—মরেনি—পাঁচ বৎসর—একাকী দুনিয়ার অভ্যন্তরে—মানুষের স্মৃতির বাইরে—আগে পাছে অন্ধকার—আশে পাশে অন্ধকার—উপরে নীচে—উঃ! মিডিয়া, :কি অন্ধকার! অন্ধকার পান করেছি, অন্ধকার গায়ে মেখেছি—অন্ধকারের বিছানা ক'রে অন্ধকারের বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়েছি—এখনও প্রতি লোমকূপে রাশি রাশি অন্ধকার ঢুকে আছে—

মিডিয়া। তবু আপনি বেঁচে আছেন?

জিবার। মনে হচ্ছে আছি! অন্ধকার থেকে বেরিয়ে দেখি সুমুখে কৃষ্ণসাগর। মুখ দেখলুম্, নিজেকে চিন্‌তে পার্‌লুম না! সর্ব্বাঙ্গে হাত দিলুম—আছি কি না আছি বুঝতে পারলুম না। শেষে তোর গান আমার কাণে ঢুকলো, তখন মনে হ'ল আমি আছি। তুই আমাকে দে'খ্‌লি,

চিন্'লি—এখন মনে হচ্ছে আমি আছি। গা'—মিডিয়া, আবার গা'—আর একবার শুনি—শুনে, আমি আছি বুঝে নিশ্চিন্ত হই। তোর পিতার মমতায় পঞ্চবর্ষ আমি স্বরচিত অন্ধকারের—দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতরে—আলোক-লাঞ্ছিত দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান ক'রে বাস ক'রেছি। দুনিয়ার আমি, এই রাগে আমি আমাকে পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছি। তুই গুরু ব'লে না চিন্'লে আমাকে আমি ব'লে আমার বিশ্বাস হ'ত না। গা'—মিডিয়া – গা'—আর একবার গা'—এমন মধুর স্বর তোর কণ্ঠে লুকানো ছিল মিডিয়া !—গা'—আর একবার গা'।

মিডিয়া। আর গাইব না।

জিবার। আর গাইবিনি! আমাকে দেখে কি তোর উল্লাস নিবে গেল!

মিডিয়া। নিবে গেল! আবার কেন এলে গুরু! তোমার আশাপথ চেয়ে চেয়ে পিতা বিস্ফারিত নেত্রে দেহত্যাগ ক'রেছেন। তোমার পথ চেয়ে চেয়ে আজ সবে মাত্র আমি হতাশ হ'য়েছি। হতাশার পর মুহূর্ত্তে এক নূতন আনন্দ লাভ ক'রেছি। সে আনন্দে, জীবনে সর্ব্ব-প্রথম সঙ্গীত আমার কণ্ঠ থেকে স্ফুরিত হ'য়েছে। যে দণ্ডে জেনেছি জগতে আমার কেউ নেই, সেই দণ্ডেই সুর-লয়ে আশ্বাস বাণী আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আমাকে আশ্বস্ত ক'রেছে।

জিবার। ঠিক মিডিয়া—ঠিক?

মিডিয়া। এই বাণীই এখন থেকে আমার সহচরী। এই শৈলতল এখন থেকে তার লীলাস্থল।

জিবার। ঠিক মিডিয়া—ঠিক? (তীব্র দৃষ্টিতে মিডিয়ার পানে চাহিল)

মিডিয়া। কি দেখ'ছেন গুরু – আমি মিডিয়া কিনা তাই দেখ'ছেন?

জিবার। (হাস্য) সেই মিডিয়া।

মিডিয়া। না।

জিবার। সেই কমল-পলাশ তুল্য কোমল—সেই দূর-গগনের চির কম্পিত তারকাপ্রতিভার মত উজ্জ্বল—সেই মিডিয়া। আমি একবার তোর মুখ দেখেছি—আবার পাঁচবৎসর পরে আজ দেখ্‌লুম—তুই সেই মিডিয়া!

মিডিয়া। না গুরু! আর একবার দেখুন, ভাল ক'রে দেখুন—আজ আমি এই যুগান্তদর্শী শৈলের কাছে কঠোরতা, আর এই পদতলস্থ বন্ধুর অধিত্যকার কাছে সহিষ্ণুতা উপহার পেয়েছি।

জিবার। ঠিক পেয়েছ?

মিডিয়া। ঠিক পেয়েছি। আর আমার দুনিয়ায় কারও জন্য মমতা নাই।

জিবার। ঐশ্বর্য্যে?

মিডিয়া। সে মমতা ত পাঁচবৎসরের তীব্র দারিদ্র্যের পেষণে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

জিবার। জীবনে?

মিডিয়া। তা থাক্‌লে, সিংহ-নিষেবিত এই গভীর অরণ্যে এই শিলাতলে ব'সে গান গাইতে পা'র্‌তুম না।

জিবার। রূপে?

মিডিয়া। গুরু, পাঁচবৎসর আপনি অন্ধকারের পূজা ক'রেছেন; যদি এমন কোন অন্ধকার আপনার অধিকারে থাকে,যা গায়ে মাখ্‌লে, কৃষ্ণসাগরের সমস্ত জলেও তা ধৌত ক'র্‌তে না পারে, আমাকে দিন —এখনি দিন। আমি আপনার সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে, এ ছাই রূপকে দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দিই। যে চিরদুঃখী, তার আবার রূপ কেন?

জিবার। কি ব'ল্‌লি, রূপ কেন? আমার প্রাণের ইজিয়াস—তার কন্যার

রূপ থাক্‌বে না! খররদার, আর এমন কথা বলিস্‌ নি!—শুধু রূপ—চিরযৌবনার রূপ—মিডিয়া তোকে আমি যদি অনন্ত যৌবন, অটুট রূপ দিতে না পার্‌লুম, তবে ইজিয়াসের গুরু ব'লে আমার কিসের অহঙ্কার!

মিডিয়া। অনন্ত যৌবন, অটুটরূপ নিয়ে আমি কি ক'রব!

জিবার। নেচে গেয়ে আমাকে ভোলাবি—জগৎকে ভোলাবি।

মিডিয়া। তুমি ক'দিন থা'কৃবে গুরু!

জিবার। যতদিন তোর অভিরুচি, ততদিন থা'কৃব।

মিডিয়া। গুরু, আপনি যে অন্ধকার থেকে এসেছেন, সেই অন্ধকারে ফিরে যান।

জিবার। কেন মিডিয়া?

মিডিয়া। আপনাকে পাগল জ্ঞানে, আপনার প্রতি আমার অভক্তি আ'সছে। (নেপথ্যে—কোলাহল)

জিবার। কিসের কোলাহল মিডিয়া?

মিডিয়া। দুর্দ্দান্ত আল্‌মনসুর, তার দুর্ব্বৃত্ত সহচর সঙ্গে এই বনে মৃগয়া ক'র্‌তে এসেছে।

জিবার। আল্‌মনসুর! সেইত তোর পিতার রাজ্য গ্রাস ক'রেছে।

মিডিয়া। পিতার রাজ্য গ্রাস ক'রেছে—এখন আমাকে গ্রাস ক'র্‌তে আ'সছে।

জিবার। তুই আল্‌মনসুরকে দেখেছিস্‌?

মিডিয়া। না।

জিবার। দে'খ্‌বি?

মিডিয়া। যদি পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পা'র্‌তুম, তাহ'লে দে'খ্‌তুম।

জিবার। যদি নেবার ব্যবস্থা করি?

মিডিয়া। আপনি? বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের বিরুদ্ধে? কম্পিত-দেহ স্থবির!

অন্ধকারের পুনরাশ্রয় নিতে আপনি এই মুহূর্ত্তেই এই স্থান ত্যাগ করুন। পিতার আদেশে পাঁচ বৎসর আপনার প্রতীক্ষায় একাকিনী এই পার্ব্বত্য অরণ্যে বাস ক'র্‌ছিলুম। নিরাশ্রয় বালিকা বোধে এক করুণাময় কৃষক আশ্রয় দিতে এসেছিল। আমি তাকে অপমানিত ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি। কৃষ্ণসাগরে ঝাঁপ দিয়ে এখনি আমাকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হবে। আপনাকে দেখে আমি নিরাশ হ'য়েছি।

জিবার। যদি পারি ?

মিডিয়া। কেন আমাকে শুদ্ধ পাগল ক'র্‌বে! তুমি চ'লে যাও।

জিবার। বল্ মিডিয়া, আল্‌মন্‌সূরকে জাহান্নমে পাঠিয়ে, আমার প্রিয় শিষ্যের অকালমরণের প্রতিশোধ নি। ব'ল্‌লিনি, বিশ্বাস হ'লনা ? বেশ, আমার আশ্রয় নিতে যদি তোর লজ্জা হয়—আমাকে বাঁচা।

মিডিয়া।কেমন ক'রে বাঁচাব ?

জিবার। একটু জল দিয়ে।

মিডিয়া। তাই ত! ঘরেত এক ফোঁটাও জল নেই। জল আন্‌তে হ'লে আমাকে নিশ্চয়ই ওই দুর্ব্বৃত্তদিগের সম্মুখে প'ড়্‌তে হবে।

জিবার। দিতে পার্‌বি না ?

মিডিয়া। রসুন, একটু ভাবি।

জিবার। বেশ, তুই ভাব্। ততক্ষণ আমি শুই। যদি না উঠি, তাহ'লে আমাকে তোর পিতার কবর পার্শ্বে আশ্রয় দিস্।

মিডিয়া। (স্বগত) পিতৃগুরু—সম্মুখে তৃষ্ণায় পানীয়ের অভাবে ম'র্‌বে! না হজরত্, শয়ন কর্‌বেন না। কুটীরে জল নেই—ঝরণা থেকে আমি জল নিয়ে আসি।

[মিডিয়ার প্রস্থান।

জিবার। ইজিয়াস—ইজিয়াস—তোমার কন্যাকে পেয়ে, তোমার জন্য শোক ক'র্‌বার আমি অবসর পেলুম না। আল্ মন্‌সুর্ আর আমি—মিডিয়া, আমার প্রাণের প্রাণ ইজিয়াস-নন্দিনী মিডিয়া! তোকে একপাশে আর জগজ্জয়ী আল্ মনসুরকে একপাশে রেখে দুনিয়াকে দেখাব, বিজ্ঞানবলে আর পাশব বলে কত প্রভেদ! দেখাব—তোকে দিয়ে দেখাব—দুনিয়া দেখবে। দেখলে আমার বিজ্ঞান-শিক্ষা সার্থক হবে। (নেপথ্যে কোলাহল) তাই ত গোলমালটা এইদিকেই আস্‌ছে না! তবে কি সত্য সত্যই পাষণ্ড বাদসা মিডিয়াকে একাকিনী মনে ক'রে তার প্রতি অত্যাচার ক'র্‌তে আস্‌ছে নাকি!

(বুলবনের প্রবেশ।)

বুল। বস্; এতক্ষণ পরে খুঁজে বা'র্ ক'রেছি। বেশ, বিবিজান বেশ, এমন দেদো পাহাড়ের গর্ত্ত থেকে পাপিয়ার তান ধ'র্‌তে হয়! সমজদারে এ তান শুন্‌লে ব'সে আছাড় খায় যে বিবি! কি ক'রে যে তোমাকে খুঁজে বা'র্ ক'রেছি, তা' যদি তুমি শোন, তাহ'লে বুঝ্‌তে, প্রাণটা আমরা আগেই তোমার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছি। শেষে তোমার প্রেমের রশির সঙ্গে বেঁধে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে পাহাড়ে উঠেছি।

(মাবুবের প্রবেশ।)

মাবুব। বিবি কোথায় হে! এ যে বাবা!

বুল। আরে ম'ল! বাবা?

মাবুব। বাবা ব'লে বাবা, এ যে আদম্ বাবার চৌদ্দ পুরুষ। বয়সের গাছ পাথর্ নেই।

বুল। তাই ত ও বুড়ো ইয়ার, তুমি এইখানে লুকিয়ে লুকিয়ে পাপিয়া বিবির পিলু বারোঁয়ার জাবর কাট্‌ছ!

জিবার। তোমরা কে বাবা?

বুল। চোপ্—বাবা কিরে শালা—তোমার বাবা হ'তে হ'লে চা'র হাতে ডালে ঝুল্তে হয়।

মাবুব। তোমার আগে কি আর মানুষ আছে?

বুল। নে, বল্—এখানে যে গান গাচ্ছিল, সে কোথা গেল? হাঁ ক'রে মুখের দিকে চাচ্ছ কি—ব'লে ফেল মিয়াজান—

মাবুব। ভয় নেই—ব'লে ফেল মিয়াজান। আমরা শুধু আল্টপ্কায় দুটো গান চেকে নেব—

বুল। ভয় নেই, তোমার জাবরের বখরা নেব না।

জিবার।(স্বগত) দেখ্ছি এ দুর্ব্বৃত্তেরা মিডিয়ারই অনুসন্ধান ক'র্ছে। বালিকাকে দেখ্লে এরা তার ইজ্জত রাখ্বে না! শক্তি-ভাণ্ডার আবিষ্কার ক'রে দুটো দুর্ব্বৃত্ত পশুর হাতে আমার মিডিয়ার লাঞ্ছনা দে'খ্ব?

বুল। মনে ক'রেছ কি, ব'ল্বে না?

জিবার। যদি না বলি?

বুল। (জিবরের গলা ধরিয়া) না ব'ল্লে এই—

মাবুব। থাক্ থাক্—বুড়ো মানুষ—

জিবার। ছেড়ে দাও, বুঝেছি—ব'ল্ছি। (স্বগত) হতভাগারা কার গলা ধ'রেছে তাতো জানে না। এখনি যে দুটোকে তুচ্ছ কীটের মত অঙ্গুলির টীপে মেরে ফেল্তে পারি, তা বোঝ্বারও ত শক্তি এদের নেই। আমাকে দুর্ব্বল মনে ক'রে আক্রমণ ক'র্তে এসেছে,—আমার হাসি পাচ্ছে।

বুল। হাঁ বাবা, পথে এস।

জিবার। (স্বগত) আমার ওপর অত্যাচার ক'রে যেন বেঁচে গেল। কিন্তু মিডিয়ার গায়ে হাত ঠেকানটি পর্য্যন্ত যে সহ্য ক'র্তে পা'র্ব না!

মাবুব। কি বাবা, আবার বুঁজে গেলে যে!

জিবার। আর বলাবলি কি—কোথায় সে আছে, দেখিয়েই দিইগে চল।

বুল। চল।

মাবুব। এই ত ইয়ারের মতন কথা—দেখিয়ে দাও—তা'রপর বক্‌সিস্ নাও।

জিবার। বেশ, চল।

[সকলের প্রস্থান।

(কলসী মস্তকে মিডিয়ার প্রবেশ।)

মিডিয়া। নিত্য সহচর দুঃখ এখন আমার একমাত্র সুখের নিদান হ'য়েছে। এখন অন্য সঙ্গে আমার সুখ নাই। তাই লুনাকে সঙ্গে রাখি না, গ্রাম্য বালিকাদের কাছে আ'স্‌তে দিই না। এলাহীর অনুচর হ'বার কাতর আবেদন উপেক্ষা করি। হে স্থবির! তবে কিসের আশ্বাস দিতে পাঁচ বৎসর পরে কম্পিত-কলেবরে আমাকে দেখা দিতে এসেছ? পাগল না হ'লে আর কেহ এ আশ্বাসবাণী আমাকে শোনাতে সাহস ক'র্‌ত না! এত বড় উন্মত্ত তুমি, তুমি আমাকে দুর্দ্ধর্ষ আল্ মনসুরের প্রতিপক্ষ ক'র্‌তে চাও। নাও গুরু, জলপান কর। তাইত! কই গুরু—পিপাসার উন্মত্ততায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বৃদ্ধ কি কোন দিকে ছুটে গেল!—না না—ওকি! বৃদ্ধকে অপমানিত ক'র্‌তে ক'র্‌তে ও কারা যাচ্ছে। বুঝ্‌তে পেরেছি। ওরা সব পাপিষ্ঠ বাদশার সঙ্গী —আমারই অন্বেষণে এসেছে; আমারই জন্য ওরা বৃদ্ধকে লাঞ্ছনা দিচ্ছে। তাইত কি করি! পিতা যাঁর নামের উপর আমাকে সমর্পণ ক'রে, সুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রেছেন, সেই গুরুই আজ পাপিষ্ঠদের হাতে লাঞ্ছিত। জরাজীর্ণ স্থবির আপনাকেই রক্ষা ক'র্‌তে অশক্ত। আমাকে কেমন ক'রে রক্ষা ক'র্‌বেন! রক্ষা—আর রক্ষা—কোথা

রক্ষা—পিপাসার্ত্ত গুরু প্রহারে জর্জ্জরিত! তাইত বৃদ্ধকে আপাততঃ রক্ষা ক'র্‌তে হ'লে, আমি এখানে আছি, পাপিষ্ঠদের জানাতে হয়—তারপর? এখনিত আমার পিছনে ছুটবে!—কোথায় যাব! কার আশ্রয় নেব?—মেরে ফেল্‌লে—পিতার গুরুকে মেরে ফেল্‌লে! ওগো—ওগো! বৃদ্ধকে মেরোনা—আমি এখানে। (নেপথ্যে ওই—ওই—)।

[মিডিয়ার প্রস্থান।

(বুলবনের প্রবেশ)।

বুল্। পেয়েছি, পেয়েছি—তোমায় পেয়েছি—

(মনসুরের প্রবেশ)।

মন। ফিরে এস, ছোট্‌বার প্রয়োজন নেই।

বুল। জাঁহাপনা! এক অপূর্ব্ব সুন্দরী। হুকুম করুন, তাকে এনে আপনাকে উপহার দি।

মন। প্রয়োজন নেই।

বুল। আমাদের জ্ঞানে এরূপ সুন্দরী আর কখনও দেখি নি।

মন। তা' হ'ক, তবু প্রয়োজন নেই।

বুল। প্রয়োজন নেই?

মন। না। সুন্দরী এনে এনে আমি ক্লান্ত হ'য়েছি। যে উদ্দেশ্যে সমস্ত দুনিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী আমি রাজ-প্রাসাদে আনিয়েছিলুম, তা' সিদ্ধ হ'ল না। যা' চেয়ে ছিলুম, তা' পেলুম না। এখন বুঝেছি দম্ভের উপর আত্মনির্ভর ক'রে, আমার তাকে—কি ব'ল্‌বো—তাকে পাবার চেষ্টা করা বৃথা। অন্বেষণে হতাশ হ'য়ে, শীকারের ছল ক'রে, আমি আজ এখানে এসেছিলুম। ছদ্মবেশে দেখ্‌তে এসেছিলুম, আমার নাম প্রজার হৃদয়ে কি ছবি অঙ্কিত ক'রেছে। কি

ছবি অঙ্কিত ক'রেছে তা' তোমরাও দেখ্‌তে পাচ্ছো। তোমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে পূর্ব্বাহ্নেই গ্রামবাসী সব ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। সুতরাং মন থেকে সুন্দরী আনয়নের ইচ্ছা, একবারেই উন্মূলিত কর। হুঁসিয়ার—আর কোন রকমে যেন দরিদ্রের বিভীষিকার কারণ হ'য়ো না। সুন্দরীর অন্বেষণ রেখে নিকটে যদি কোথাও সুপেয় জল পাও, নিয়ে এস। এ জনশূন্য, জলশূন্য স্থানে, ঘুরে ঘুরে আমি তৃষ্ণার্ত্ত।

বুল। যো হুকুম জাঁহাপনা! আমরা জলের অন্বেষণে চল্লুম। (প্রস্থান)।

মন। মূর্খ! আমি যা'কে চাই, তা'কে তোরা এখানে কোথা পাবি? যার অন্বেষণে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটোছুটি ক'রেছি। যাকে লুকিয়ে রেখেছে মনে ক'রে, আমি এক এক ক'রে সহস্র রাজ্য পদানত ক'রেছি—যাকে দ্বিতীয় বার দেখ্‌বার আকাঙ্ক্ষা, আমাকে সিন্ধুনদের পশ্চিমোপকূল হ'তে ইস্পানের পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত উপঢৌকন দিয়েছে, তবু তাকে দেয় নি—সেকি এত নিকটে—আমার রাজধানীর ছায়ার ভিতরে অবস্থান করে? যাক্, রূপের পিপাসা মিটেছে। এখন জলের পিপাসা। জল—জল—কই জল? না—এতো জল নয়! এ যে, বালুকা-প্রান্তরে প্রতিফলিত বিশাল কৃষ্ণসাগরের যাতনাপূর্ণ লবণাম্বুরাশি! এতকাল সহচরদের কাছে রূপের পিপাসা গোপন ক'রে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম জলের পিপাসাও গোপন রাখ্‌ব—চুপি চুপি জলের সন্ধান ক'র্‌লুম—কোথাও পেলুম না। প্রিয়তমাকে খুঁজলুম, খোঁজা আমার বিফল হ'ল? জল খুঁজলুম—বিফল হ'ল। কোথাও আমার পিপাসা মেটবার জল নেই। চারি-দিকে জল, চারিদিকে কৃষ্ণসাগরের বিশাল লবণাম্বুরাশি—তথাপি আমার পিপাসা মেটবার জল নেই। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পর্ব্বত—সম্মুখে কৃষ্ণসাগর।

ফেরান।

ফেরান। তাইত, কোন স্থানেও ত জাঁহাপনাকে খুঁজে পাচ্ছি না। একি বিপদ! দুরাত্মা জেনে যাকে হত্যা ক'রতে এসেছিলুম, এখন তার প্রাণের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে প'ড়্লুম যে!—এইযে এইযে—কোথায় ছিলেন জাঁহাপনা?

মন। কেউ চিন্‌তে পারেনি, কেমন, না ফেরান?

ফেরান। আজ্ঞে না সম্রাট, চেনা ছেড়ে যে দেখেছে, সেই আপনাকে একটা বাজে ওমরাও মনে ক'রেছে।

মন। ব্যাপার বুঝ্‌লে কি?

ফেরান। সেত আপনিও বুঝেছেন সম্রাট। আমি আপনাকে কিছু ব্যাকুল দেখ্‌ছি।

মন। আমাদের আগমন-বার্ত্তা শুনে, আগে থাকৃতেই লোক-সকল গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। যে ক'টা গ্রামের মধ্য দিয়ে এলুম, সবগুলো জনশূন্য। যদি পিপাসায় মরি, তা'হলে এক ফোঁটা জল দেবার লোক নেই। সম্মুখে বিশাল কৃষ্ণসাগর লবণাক্তজলতরঙ্গে আমাকে আবাহন-রহস্য ক'র্‌ছে। ফেরান, দেখ্‌ছনা? যেন ব'লছে—"তৃষ্ণার্ত্ত সম্রাট! পিপাসা মেটাতে চাও, আমাতে ডুব দাও। আমার উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে তোমার রাজ্য—আমি তোমার রাজ্য-প্রাচীরে আবদ্ধ হয়ে তড়াগ মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছি। সাগর নাম এখন আমার অপমান—মনঃক্ষোভে আমি কৃষ্ণমূর্ত্তি। রাজা সাগরের গর্ব্ব হারালুম, কিন্তু তড়াগের গর্ব্বওত পেলুমনা। আমার লবণাম্বুরাশি নিত্য আমারই

হৃদয় ক্ষার ক'রছে। সম্রাট! তোমার আকাশস্পর্শী অহঙ্কার নিয়ে আমার জলটাকে সুপেয় করিতে পার? যদি পার, প্রথম তোমাকে আমি সেই জল উপঢৌকন দিই, তুমি আকণ্ঠ পান কর।

ফেরান। সহসা এরূপ ভাব মনে উঠ্‌ল কেন সম্রাট।

মন। বুঝ্‌তে পা'রছনা, আমি তৃষ্ণার্ত্ত। এমন নিষ্ফল যাত্রা আমার জীবনে আর কখন হয়নি। মৃগয়ায় একটা শশকও হত্যা ক'রতে পা'রলুম না। অথচ সারাদিনের বৃথা পর্য্যটনে তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রাম সব পরিত্যক্ত একবিন্দু জলদান করবারও লোক নেই। সাগরের তীর থেকে আরম্ভ ক'রে যতদূর দেখা যায়, ততদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতমালা। কোথায় যে তার করুণার ধারা লুকিয়ে রেখেছে, তা দেখ্‌তে পেলুম না।

ফেরান। সম্রাট গোলামকে একটা কথা ব'ল্‌তে হুকুম দিন।

মন। বল।

ফেরান। মানুষ যত বড় শক্তিমান হ'ক, তার শক্তির মূল্য নেই।

মন। আজ তা বুঝ্‌তে পেরেছি।

ফেরান। শুধু বোঝাই কি আপনার সার হবে?

মন। না,এবার থেকে ভাল হবার চেষ্টা ক'রব—চেষ্টা ক'রব কেন,—হব।

ফেরান। তা যদি হন সুলতান, তাহলে এখনও আপনার সাম্রাজ্যের মূর্ত্তি ফিরে যায়। কিন্তু হওয়া অসম্ভব।

মন। কেন?

ফেরান। আপনি ভাল হ'তে পারেন—পারেন কেন—যখনি আপনার ভাল হবার প্রবৃত্তি হ'য়েছে, তখনই বুঝেছি আপনি ভাল হয়েছেন। কিন্তু আপনার দুর্ব্বৃত্ত পারিষদ?

মন। তারা কি ভাল হবে না?

ফেরান। আপনার সাম্রাজ্যে কোটী কোটী প্রজা আছে, কিন্তু কালিফ আছেন কয় জন!

মন। আমি পূর্ব্বপ্রবৃত্তি ত্যাগ ক'রলে, তারা ত্যাগ কর'বে না?

ফেরান। তারা প্রবৃত্তি ত্যাগ ক'রবে! দুর্ব্বলতা-বালুকার উপর প্রাসাদ নির্ম্মাণ ক'রেছেন। সে আপনার ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এখন তার এক দিক মেরামত ক'রতে গেলে, সমস্ত ইমারত ভূমিসাৎ হবে। ত্যাগ ত তারা ক'রবেই না, লাভের মধ্যে তাদের ভাল ক'রতে গেলে, আপনার প্রাণ যাবে—রাজ্য যাবে।

মন। আমাকে ভাল হ'তে হ'লে যে তাদের দমন ক'রতেই হবে।

ফেরান। তাদের দমন না হ'লে আপনার ভাল হওয়া মিছে।

মন। ফেরান, উপায় স্থির কর।

ফেরান। পথে দাঁড়িয়ে এক কথায়ত উপায় স্থির হবে না। রাজধানীতে ফিরে চলুন।

মন।—প্রাণ যাবে? প্রাণত যায়—আর এক ঘণ্টার মধ্যে জল না পেলে আমি বাঁচ্‌বনা।

ফেরান। এত পিপাসা!

মন। এত পিপাসা! তবে এই পিপাসা আমার গুরু—আজ যদি বাঁচি, তা'হলে এই পিপাসাকে স্মরণ ক'রে, আমার দুর্ব্বৃত্ত ওমরাওদের শাসন ক'রব।

ফেরান। জাঁহাপনা, শুভ অভিলাষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি আপনার সহায়তা ক'রতে আস্‌ছে। এই দেখুন, আকাশে বিজলীভরা মেঘ। আপনার কথা শুন্‌তে পেয়ে, আপনাকে দেখ্‌তে লুকিয়ে লুকিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠেছে। আর এক ঘণ্টার দেরী সইবে না। এখনি মুসলধারে জল আসবে।

মন। দেখে পিপাসা বেড়ে গেল। ফেরান, ওই পর্ব্বতশিখরে উঠে মেঘের কাছ থেকে একটু জল নিয়ে এস। জল—জল।

(গাগরী হস্তে জনৈক ওমরাওয়ের প্রবেশ)

ওম। জল জল—জাঁহাপনা জল পেয়েছি।

মন। ভাই, আমার প্রাণ বাঁচাও।

ওম। এই নিন্, পান করুন জাঁহাপনা। তাজ্জব ব্যাপার, এ জল আপনার পায়ের কাছেই লুকুনো ছিল।

মন্। (স্বগত) পায়ের কাছে ছিল! তা হ'লে যে রূপতৃষ্ণায় আমি সারা দুনিয়ায় ছুটোছুটি ক'রেছি, সে রূপত আমার ঘরের কাছে থাক্‌তে পারে! মৃত্যুমুখে প'ড়তে প'ড়তে প্রাণ ফিরে এল! অন্ধকার মুখে প'ড়তে প'ড়তে কি আলোক ফিরে আ'সবে না!

ফেরান। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা! তাইত! তৃষ্ণায় সম্রাট জ্ঞানশূন্য হ'লেন নাকি!—জাঁহাপনা!

মন্। হুঁ—জল দাও—বড় পিপাসা ছাতি ফেটে যাচ্ছে—জল দাও।

ফেরান। এত তৃষ্ণায়, এতজল পান ক'রলে, প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। জাঁহাপনা! একটু অপেক্ষা করুন।

মন্। চোপরও উল্লুক—জল—জল।

ফেরান। এ রকম গাগরী ক'রে জল খাওয়া আপনার জীবনে কখন ঘটেনি। আপনি গাগরীর জল খেতে জানেন না। যদি দুর্ভাগ্য-বশে জল আপনার উদরস্থ না হয়, তাহ'লে হর্ষ বিষাদে এখনি আপনার প্রাণ যাবে।

মন্। এখানেত পাত্র নেই—কেমন ক'রে খাব!

ফেরান। আপনি অঞ্জলি পাতুন, আমি তাতে ধীরে ধীরে জল ঢেলে দিই।

মন্। অঞ্জলি? সে আবার কি?

ফেরান। ভুলে গেছি সম্রাট, অঞ্জলি ভিখারীর সম্পত্তি, সম্রাটের নয়। কি ক'রে অঞ্জলি পা'ত্‌তে হয়, আসুন আপনাকে দেখিয়ে দি। (মনসুরের তুই হস্ত একত্র করিয়া) নিন, আমীর সাহেব, ধীরে ধীরে অঞ্জলিতে জল দিন।

মন্। কি, হাত জোড় ক'রব, ভিক্ষা মাগ্‌ব! (স্বগত) আঃ! শালার বান্দা এত ফ্যাঁক্‌ড়াও তুল্‌তে পারে। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'তে যাচ্ছে, এ শালা বিদেশী, হ'তে দিলে না দেখছি।

ফেরান। তাহ'লে দোহাই জাঁহাপনা, একটু অপেক্ষা করুন, আমি গাছের পাতায় পাত্র প্রস্তুত করি। (ফেরানের প্রস্থান)

ওম। ভিক্ষে কিসে জাঁহাপনা! আপনার রাজ্য নদী, সাগর, পর্ব্বত—এখানে যা আছে, সব আপনার। এ গোলাম আপনার—ভিক্ষা কার কাছে সম্রাট!

মন্। না না। ফেরান! জলদি পাত্র প্রস্তুত কর। জীবনের জন্য আল্ মন্‌সূর তার নফরের কাছে হাতজোড় ক'র্‌বে? ফেরান—জল্‌দি—বড় পিপাসা।

(ফেরানের প্রবেশ)

ফেরান। গোলাম পাত্র প্রস্তুত ক'রে এনেছে জাঁহাপনা! এই বারে ব'সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে জলপান করুন।

মন্। তোমাদের কাছে কি ক'রে কৃতজ্ঞতা জানাব, বল্‌'তে পারছি না! দাও ভাই, এইবারে আমাকে জল দাও। তোমাদের সম্রাটের প্রাণরক্ষা কর। (ঠোঙ্গা হস্তে মন্‌সুর উপবেশন করিলেন), র'স—একটু বিলম্ব—একটা কথা। যে ব্যক্তি জল দিয়েছে, তাকে কি পুরস্কার দেবে ব'লেছ?

ওম। জাঁহাপনা, জল ত কেউ দেয়নি।

মন্। সে কি! তবে এ গাগরী কোথা পেলে?

ওম। পাহাড়ের তলায় এই জলপূর্ণ গাগরী পেয়েছি।

মন্। র'স—র'স—ক্ষণেক অপেক্ষা কর। কার গাগরী জান না?

ওম। আজ্ঞে না।

মন্। কেন রেখে গেছে জান না?

ওম। না জাঁহাপনা!

ফেরান। এর আবার জান্‌তে বাকী কি আছে জাঁহাপনা! আপনার ওমরাওদের এমনি সুনাম যে, সঙ্গীদের আগমন-বার্ত্তা শুনেই কোন কুলবালা গাগরী ফেলে পালিয়েছে। ওকি! উঠ্‌ছেন কেন সম্রাট?

মন্। যাও গোলাম, যেখান থেকে গাগরী এনেছ, এখনি সেই স্থানে গাগরী রক্ষা ক'রে এস। নির্ব্বোধ! অপহৃত বস্তু দিয়ে তোমার সম্রাটপ্রভুর প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে এসেছ!

ওম। জাঁহাপনা, বুঝ্‌তে পারিনি, চিন্তা ক'র্‌বার অবকাশ পাইনি। বুলবন ও মামুদ খাঁ আপনি তৃষ্ণার্ত্ত শুনে ঝরণার অনুসন্ধানে পর্ব্বতগাত্রে উঠেছিলেন।

ফেরান। তা হ'লেই ঠিক হ'য়েছে—পর্ব্বতগাত্রে আমি একটা কুটীর দেখেছি। দু'জন অপরিচিতকে পাহাড়ে উঠ্‌তে দেখে, কুটীরবাসী গাগরীর মমতা পরিত্যাগ ক'রে পালিয়েছে।

মন্। এই গাগরীর যে অধিকারী, সে যদি আমার মতন তৃষ্ণার্ত্ত হয়?—পিপাসা—এই পিপাসা? উঃ! উচ্চারণে মৃত্যুফল। যাও, গাগরী নিয়ে চ'লে যাও। হুঁসিয়ার:একবিন্দু জল যেন ভূমিতে না পড়ে, এক ফোঁটা জল বৃথা নষ্ট না হয়! এস ফেরান, জল—জল—ফেরান জল।

(দৌলতীর প্রবেশ)

দৌলতী। কেগা—কেগা তুমি জল জল ক'রে চেঁচাচ্ছ?

ফেরান। এস মা—এস মা—আমার এই বন্ধু পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ—একটু জল দিয়ে তার প্রাণরক্ষা কর।

দৌলতী। এস বাবা, কাছে এস—আমি একে বুড়ী তাতে ভয়ে গুঁড়ি-সুঁড়ি! আমার সোয়ামী আর নাতনী মাঠে গিয়েছে। আর বাদসার দানো গাঁয়ে ঢুকেছে। গাঁয়ের লোক গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে—আমার বুড়ো আর একমাত্র নাতনী প'ড়ে আছে। ওগো, বুড়োর জন্যে খানা পানি মাঠে নিয়ে গিয়েছিলুম গো! মাঠে গিয়ে দেখি কেউ নেই।

মন্। বেশ, মা জল দাও—আমি জলপান ক'রে তোমার স্বামী ও পৌত্রীকে খুঁজে এনে দিচ্ছি।

দৌলতী। দেবে বাবা, দেবে—বুড়ীর প্রতি দয়া ক'রবে? এই নাও বাবা, জল খাও—খেয়ে পাত্র এই খানেই ফেলে রাখ—আমি একবার দেখি। ও বাবা, তারা বাদ্‌সার দানা—তারা চোক থাক্‌তে কানা—গরীব দেখ্‌বে না, ব'ল্‌লে শুন্‌বে না—ওগো আমার কি হ'ল গো!

[ফেরানের হস্তে জল দিয়া প্রস্থান।

ফেরান। জাঁহাপনা!

মন্। দাও—দাও—আগে প্রাণ বাঁচাও।

(পাত্র মুখের কাছে তুলিলেন)

[ওমরাওয়ের প্রস্থান।

(ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি)

(দণ্ডহস্তে জিবারের প্রবেশ)

জিবার। এক ফোঁটা জলের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি। দে খোদা, আমার পিপাসা মিটিয়ে দে। পাঁচ বৎসরের অন্ধকার ভোগের পর আলো দেখ্‌লুম। এখন আলোয় এনে আমাকে অন্ধকার দেখাস্‌নি—আমার পাঁচ বৎসরের কঠোর সাধনা পণ্ড করিস্‌ নি। ঠিক হ'য়েছে—

মিডিয়া জল আন্‌তে গিয়ে ধরা প'ড়েছে।—দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে আমি এক ফোঁটা জলের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি।

ফেরান। জল হাতে ক'রে স্থির হ'লেন কেন?

মন্। বৃদ্ধ কি বলে শোন।

জিবার। মরি—এক ফোঁটা জলের জন্য মরি।

মন্। ফেরান—এই জল বৃদ্ধকে দাও—আমি এখনও এক ঘণ্টা বাঁচ্‌ব—কিন্তু দেখ্‌ছ না, বৃদ্ধ আর বাঁচে না! প্রাণ ওষ্ঠ ছেড়ে আকাশে ভেসেছে—বৃদ্ধ তাঁকে আঁকড়ে ধ'রেছে।

জিবার। জল—জল—এক ফোঁটা জল—দে আকাশ জল দে।

মন্। জলদি, জলদি ফেরান—বৃদ্ধ গেল।

ফেরান। য়্যা—একি! জগতের চক্ষে ঘৃণিত আল্ মন্‌সুর, একি!

মন্। জল—এক ফোঁটা জল। আকাশ! এক ফোঁটা জল দে। আমি আবার কার ভিক্ষাদত্ত জল খাব। চাতকের তৃষ্ণা। দারুণ পিপাসায় মলেও সে দুনিয়ার নদনদীর কাছে জল ভিক্ষা করে না—এক ফোঁটা মেঘের উপহারের জন্য আকাশ পানে চেয়ে থাকে। আয় মেঘ আয়, আমি দুনিয়ার মালিক—এই প্রাণ নিয়ে দুনিয়াকে পদানত ক'রেছি। তাহ'লে দে কাদম্বিনী—উল্লাসধ্বনি পূর্ণ অম্বর থেকে আমাকে তোর এক ফোঁটা আনন্দাশ্রু উপহার দে।

[প্রস্থান।

জিবার। আমি আজ এই প্রাণ নিয়ে বিব্রত হ'য়েছি, যদি বাঁচি, যেমন শক্তির উৎস আবিষ্কার ক'রেছি, তেমনি প্রাণের উৎস আবিষ্কার ক'রে দুনিয়াতে ঢেলে দেব। দুনিয়ার জীবকে অমর ক'রব।

ফেরান। বৃদ্ধ জল পান কর।

জিবার। জল—এনেছ—দাও। আগে প্রাণ বাঁচাও—তারপর কি নেবে নাও।

ফেরান। কিছু নেব না—তুমি প্রাণ বাঁচাও।

জিবার। আঃ প্রাণ বাঁচালে—বৃদ্ধ মনে ক'রে দয়া ক'রলে? বেশ, দুনিয়া যা' দেখেনি, আমি সেই জিনিষ তোমাকে উপহার দেব।

ফেরান। যাও বৃদ্ধ—অতি মূল্যবান্ জীবনের বিনিময়ে, এই ক্ষণস্থায়ী মূল্যহীন জীবন লাভ ক'রেছ। পুরস্কারে কাজ নেই, চ'লে যাও।

জিবার। নিলিনি—বেশ যদি কখন তোর পুরস্কার নেবার ইচ্ছা হয়—আসিস্। দেব—দেব—প্রাণ বাঁচিয়েছিস্,—দেব। বা, বা, আয় ধারা বর্ষণ আয়—আ—এলি—আয়। সঙ্গে সঙ্গে বিজলী আয়—গুরুর আজ্ঞা—আমার এই দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ কর্। আয়—আয়—দুনিয়ার গর্ভে আবদ্ধ শক্তি আকাশে উঠেছিস্—তাই কি তোর এত হাসি! আয়—আয়—অত রাগ করিস্নি—আয় আয়—ধীরে ধীরে আমার দণ্ডে আয়। ওই মিডিয়া পাষণ্ডদের হাতে প'ড়ে কাতর কণ্ঠে কাঁদছে—আয়—আয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য পথ।

মিডিয়া।

মিডিয়া। এমন ঝড় বৃষ্টি তুচ্ছ ক'রেও শয়তানেরা আমার দিকে ছুটে এসেছে। ঝড় থামল—বৃষ্টি গেল, তবু পাষণ্ডদের অনুসরণের বিরাম হ'লনা। এইবারে আমাকে ঘেরাও ক'রে ধ'রলে, আর পালাবার পথ নেই। তা'হলে আর ছুটব কেন, বসি। এই একমাত্র গুল্মাবরণ

অবলম্বন ক'রে এই খানে একটু বসি। যাদের কাছে আশ্রয় পাবার আশা ছিল, তারা আমাকে আশ্রয় দিতে পারেনি, লতা, লতা! তুই আমাকে আশ্রয় দিতে পার্‌বি?

(এলাহীর প্রবেশ)

এলাহী। আমি এখনও তোকে আশ্রয় দিতে পারি। বল্‌ মিডিয়া, বল্‌—আমি গরীব চাষা ব'লে আমাকে হীন মনে করিস্‌নি। বুড়ো ব'লে ঘৃণা করিসনি—বল্‌ মিডিয়া, বল্‌—একবার বল্‌—

মিডিয়া। তাইত, গ্রীককন্যা হ'য়ে হীন তুর্কীর কাছে ইজ্জত দেব? গুরু রক্ষা ক'রতে পা'রলে না, তবে কে রা'খ্‌বে? এই বৃদ্ধ দরিদ্র কৃষক এলাহী?

এলাহী। তুর্কী ব'লে আমাকে ঘৃণা করিস্‌নি। আমিই তুর্কী, আমার মমতা ত তুর্কী নয়। মা, বাঘে প্রাণিহত্যা করে, কিন্তু মা, তার বাচ্ছার প্রতি মমতা ত প্রাণিহত্যা করে না।

মিডিয়া। কি ব'লব?

এলাহী। বল্‌—"এলাহী আমাকে আশ্রয় দাও।"

মিডিয়া। বলা যে বৃথা হবে।

এলাহী। না মিডিয়া হবে না।

মিডিয়া। তুমি দুর্ব্বল অশক্ত কৃষক, আমি জেনে শুনে কেমন ক'রে তোমার আশ্রয় গ্রহণ ক'রব।

এলাহী। ব'লতে পারবি না?

মিডিয়া। না।

এলাহী। তা হ'লে মরাই সাব্যস্ত ক'রলি।

মিডিয়া। তাওত পারছিনা এলাহী, হাতে অস্ত্র নেই।

(নেপথ্যে কোলাহল)

এলাহী। অস্ত্র আছে, এই নে। নে কমবক্তি, যদি ইজ্জত রাখ্‌তে চাস্, তাহ'লে আত্মহত্যা কর্—নইলে শয়তানে ছোঁবার আগে আমিই তোকে মেরে ফেলব।

(অস্ত্র বাহির করিতে করিতে বুলবন্ ও সহচরগণের প্রবেশ ও এলাহীকে ধারণ)

বুল। নে শালার ভোজালি কেড়ে নে।—শালা চাষা, তুমিই আমাদের এতক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারছিলে? বা, বা! এতরূপ—এতরূপ!

মিডিয়া। কই এলাহী—শয়তানে স্পর্শ করে—আমাকে হত্যা কর।

এলাহী। না, অসময়ে ম'র্‌তে খোদা তোকে দুনিয়ায় পাঠায়নি। খোদা! মিডিয়ার ধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে গরীব চাষার অন্তর ব্যাকুল হ'য়েছিল—আমার বেয়াদবীর শাস্তি হয়েছে।

বুল। শাস্তি কোথায় হয়েছে উল্লুক।—শাস্তি হবে—বা-বা! কি অপূর্ব্ব রূপ পর্ব্বতগহ্বরে লুকিয়ে রেখেছিলে! সুন্দরী প্রথমে আমি নিজের জন্য তোমার অনুসরণ ক'রেছিলুম। তখন তোমার মুখ দেখিনি—এখন দেখে বুঝলুম, তুমি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাদসার শয্যাশায়িনী হবার উপযুক্ত। আমি তাঁর ভৃত্য—সুতরাং তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার অনুসরণ কর। যদি না কর, বাধ্য হ'য়ে বল প্রয়োগ ক'রব। শাস্তি হয়েছে কই উল্লুক! কাকে আজ অকারণ ঘুরিয়েছিস্ তা জানিস্! নে, উল্লুককে বেঁধে—হাত পা বেঁধে পাহাড় থেকে গড়াতে গড়াতে ফেলে দে।

এলাহী। খোদা, তুমি রক্ষা কর, মিডিয়ার ধর্ম্মরক্ষা কর।

মিডিয়া। দোহাই তোমাদের, নিরাশ্রয় জেনে দয়াপরবশ হ'য়ে বৃদ্ধ আমাকে রক্ষা ক'রতে এসেছিল। দোহাই—সদাশয় কৃষককে পরিত্যাগ কর—হত্যা ক'রনা।

বুল। বল, বিনা আপত্তিতে সঙ্গে যাবে?

মিডিয়া। না শয়তান, না।

বুল। তবে দে, কমবক্তকে এখনি ফেলে দে।

এলাহী। দে, আমায় ফেলেদে, তাতে দুঃখ নেই; কিন্তু—কিন্তু—না না, এরা শয়তান, শুন্‌বে না—খোদা তুমি শোন—

বুল। হাঁ-হাঁ—গড়াতে গড়াতে শোন—

সকলে। শোন, শোন।

মিডিয়া। হা ঈশ্বর! নিরাশ্রয়ের কি কেউ নেই?

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। আছে—গুরু-গুরু-গুরু আছে—ভয় কি, মা আমার, ভয় কি!

(বুলবন ও সহচরগণকে দণ্ড স্পর্শ করাইলে সহচরগণের কতক পড়িল—কতক পলায়ন করিল।)

মিডিয়া। তাইত—একি, গুরু, গুরু—তুমিই আমার রক্ষা কর্ত্তা!

জিবার। আবার কে? আবার কে? হা! হা! এ পাশবিক বল নয়—বিজ্ঞান বল— অস্ত্র এখানে ফুলদল, বাণ এখানে পুষ্পবর্ষণ। কেমন, অস্ত্র ধ'রবে? পশু, বৃদ্ধ দেখে, দুর্ব্বল দেখে গলায় হাত দিয়েছিলে। সে হাত অস্ত্র ধ'রে রা'খতে পা'রলে না! নাও, বালিকা দেখে নিঃসহায় মনে ক'রে, যেমন ছুটে ধ'রতে এসেছিলে, তেমনি এই তোমাদের দেহে চিরদিনের চিহ্ন বহন কর। চিরজীবনের জন্য অশক্ত হও। আজিকার কার্য্যের স্মৃতি চির দিনের জন্য তোমাদের মনে জাগরূক থাক্।—



দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

গুহা।

গীত।

শক্তি-সঙ্গিনীগণ।

অধরে অধরে রেখেছি ধরে, আশার কোমল বাণী।
ফিরোনাকো পাছে, ধীরে এস কাছে, তোমারে শুনাব রাণী॥
নিরাশ প্রাণের অমিয় বিন্দু, যা কিছু ধরেছ চক্ষে,
বসিয়া সকলে, নয়নের তলে, আমরা ধ'রেছি বক্ষে।
ফুল কিসলয়ে ঢেকেছি তখনই শত নৃপতির মণি।
যতনে এনেছি তোমারই ঘরে, তোমারে সাজাতে রাণী॥

জিবারের প্রবেশ।

জিবার। মিডিয়া! তুনিয়ার মালিক এক দিকে, আর তুই একদিকে। রমণী! জগজ্জননীর অংশরূপা—যেখানে তোর অপমান, সেখানে

জগজ্জননীর অপমান—এ অপমানের শোধ মানুষকে নিতে হয় না—মা নিজে নেন। পাপিষ্ঠ আল মন্‌সুর! না, থাক্—আমি তাকে দেখিনি, আমি তার চরিত্র জানিনা—তবে থাক্। জানে মা, জান্‌বে মিডিয়া—মায়ের বাঁদী, এই শক্তি-ভাণ্ডারের মালিক্‌নী! পাঁচ বৎসর অন্ধকার ভেদ ক'রে এই ভাণ্ডার আবিষ্কার ক'রেছি। মানুষ যে দুনিয়ার পৃষ্ঠ নিয়ে দম্ভে উন্মত্ত হ'চ্ছে, আমি সেই দুনিয়ার কেন্দ্র অধিকার ক'রেছি। লোকে দুনিয়ার পিঠে চ'ড়ে মারামারি কাটাকাটি ক'র্‌ছে, আর আমি কেন্দ্রে ব'সে হাস্‌ছি। যাক্, হাসি কান্নাও আজ থেকে আমার শেষ হ'ল। নে মিডিয়া নে। এ দুর্ভর শক্তিভার আর আমি বহন ক'র্‌তে পার্‌ছিনা। এ ভার তোর পিতাকে দেব ব'লে সঙ্কল্প ক'রে ধরণীগর্ভ থেকে বেরিয়েছিলুম। তোর পিতাও এ ভার সহ্য ক'র্‌তে পা'র্‌ত না ব'লে, আগে থাকতে আমাকে লুকিয়ে দুনিয়া থেকে স'রে গিয়েছে। উঃ! স'রে গিয়েছে! না, মৃত্যু চুরি ক'রেছে। থাক্‌লে, মৃত্যু, আজ আমি একবার দুনিয়াকে দেখিয়ে তোর সঙ্গে যুদ্ধ দিতুম—ইজিয়াসকে তোর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতুম। তুই আমার প্রিয় শিষ্যকে চুরি ক'রেছিস্। তুই চোর—মৃত্যু, তুই চোর—আমার ফিরে আসার অপেক্ষা ক'র্‌তে পারিস্‌নি। যাক্—নে মিডিয়া, তুই নে—কামিনীকাঞ্চন-সেবী এ শক্তির ভার সহ্য ক'র্‌তে পা'র্‌ত না—তুই পার্‌'বি। নে মিডিয়া নে। চেয়ে দেখ, কবি এইখান থেকে সুর নিয়ে গান গায়, সমর-বিজয়ী এইখান থেকে শক্তি নিয়ে যুদ্ধ জয় করে। শিল্পীর ছবির ছাঁচ এই ভাণ্ডারে রক্ষিত আছে। মন্ত্রীর মন্ত্রণা-বুদ্ধি এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে রয়েছে। নে মিডিয়া নে—আমার জীবন-ব্যাপী সাধনার ফল তোর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

(মিডিয়ার ও এলাহীর প্রবেশ)

এলাহী। বাপ্ ! কি অন্ধকার ! আর পার্‌লুমনা !

[প্রস্থান।

মিডিয়া। উঃ ! কি অন্ধকার ! গুরু-গুরু—কই তুমি।

জিবার। আয়—আয়, ভয়কি !—এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি ! আমি পাঁচ বৎসর ধ'রে এই অন্ধকার ভোগ ক'রেছি, বেটী, তুমি এক লহমা তা ভোগ ক'র্‌তে পার্‌বে না !—তুমিই এখানে আসবার যোগ্য। অযোগ্য এ অন্ধকার ভেদ ক'র্‌তে পারে না ! এস এস—দেখ্‌ছ,—দেখ্‌তে পাচ্ছ,—অন্ধকারের পর আবার আলোক—স্নিগ্ধ আদিত্য—জ্যোতিঃ-পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাস ক'র্‌ছে—দেখ্‌তে পাচ্ছ ?

মিডিয়া। হজরত ! আমি কথা কইতে ভয় পাচ্ছি। তুমি আমাকে সাহস দিয়েছিলে, আমি তাই এখানে আস্‌তে পেরেছি। রাশ্ রাশ্ অন্ধকার আমার ঘাড়ে প'ড়েছে—নাকে মুখে চোখে অন্ধকার ঢুকেছে —হজরত ! জ্ঞানহীনা নারী—আমি কি দেখ্‌ব ?

জিবার। ভয় নেই, জ্ঞানী ইজিয়াসের আদেশে যখন তুমি পাঁচ বৎসর একাকিনী অবস্থান ক'রেছ, তখন একমাত্র তুমিই এইখানে আস্‌বার উপযুক্ত। আর ভয় নেই—অন্ধকারের পরে আলো পেয়েছ—এ স্নিগ্ধ জ্যোতি নয়ন থেকে আর কখন অপসৃত হবে না। মিডিয়া—মিডিয়া, এইবারে এই দ্বারপথ অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হও।

মিডিয়া। প্রতিশ্রুত হও, যদি ভয় পেয়ে পথ থেকে ফিরে আসি, তাহ'লে এ বাঁদীকে ত্যাগ ক'র্‌বে না।

জিবার। আ ! রাক্ষসী ! শক্তিতে অবিশ্বাস ক'র্‌লি, এত অন্ধকার ভেদ ক'রে কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখ্‌লি !

মিডিয়া। বল, আর আমাকে ত্যাগ ক'র্‌বে না।

জিবার। ফির্‌বি কেন?

মিডিয়া। যদি ফিরি?—যদি অপারগ হই? গুরু, অসম-সাহসে অন্ধকার ভেদ-ক'রছি—এলাহী কেঁপেছে—ভয়ে ফিরে গেছে। আমি কিন্তু তোমার এই হিমশৈলের মত অটল। কিন্তু এখানে প্রবেশ ক'রে আমার গা কাঁপ্‌ছে—মনে হচ্ছে আর দুনিয়াতে বুঝি ফির্‌তে পার্‌ব না। বল—বল গুরু—আমাকে আর ত্যাগ ক'র্‌বে না!

জিবার। শোন্‌ রাক্ষসী, শোন্‌—তোকে ত্যাগ ক'র্‌বার আমার আর যো নেই। কিন্তু দোহাই মিডিয়া, আমার এ অধিকারের উপর তুমি অত্যাচার ক'র না। দ্বারপথে চরণ দেবার পূর্ব্বে একবার প্রতিজ্ঞা কর। বল যত দিন জীবন থাক্‌বে, ততদিন পর্য্যন্ত শেষ দেখার সঙ্কল্প ত্যাগ ক'র্‌ব না।

মিডিয়া। প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লুম, শক্তি থাক্‌তে শেষ না দেখে ফির্‌ব না।

জিবার। তবে যাও, এগিয়ে যাও।

মিডিয়া। বা! বা!

জিবার। কি দেখ্‌ছ?

মিডিয়া। অগাধ রজত কাঞ্চন!

জিবার। এগিয়ে যাও—

মিডিয়া। শৈলপ্রমাণ মণি-মাণিক্য।

জিবার। এগিয়ে যাও।

মিডিয়া। একি গুরু—আর যে আমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না! বুঝ্‌তে পেরেছি, কি এক অপূর্ব্ব রত্ন এই গুপ্তভাণ্ডারে নিহিত রয়েছে। তার জীবিতবৎ কিরণমালা চারিদিকে প্রসৃত হ'য়ে সমস্ত স্থানকে সুবর্ণ-স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

জিবার। সে গুপ্তরত্নের নাম পরশমণি—দুনিয়ার প্রভাহীন প্রস্তর রাশি

যার অঙ্গস্পর্শের অপেক্ষায় অনন্তকাল ধ'রে পৃথিবী পৃষ্ঠে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এগিয়ে যাও।

মিডিয়া। আর দেখবার কিছু নেই।

জিবার। অনুভবের ?

মিডিয়া। সমস্ত—মানবের চির-আকাঙ্ক্ষিত সম্পত্তি—অগাধ অনন্ত! বক্তার ভাষা, বিজয়ীর বল, রাজনৈতিকের কৌশল—মানবের যা নিয়ে গর্ব্ব অহঙ্কার,—সে সমস্তের মূল অনন্ত অনুভবে এখানে স্তূপীকৃত হ'য়ে রয়েছে।

জিবার। তার পর ?

মিডিয়া। মধুরতাপূর্ণ বসুন্ধরে! এত মধু হৃদয়-ভাণ্ডারে পূরে, অতৃপ্ত বাসনা-লতার অতি তুচ্ছ ফলরাশি মানবকে উপঢৌকন দিয়ে তোর অঙ্কবিহারী সন্তানগুলাকে কেন মা এত কাল ধ'রে প্রতারিত ক'রে রেখেছিস্ ?

জিবার। দেখেছ ?

মিডিয়া। দেখেছি—জগতের সমস্ত বিভিন্ন শক্তি-বিকাশের মূলে, এক অপূর্ব্ব অপরিচ্ছিন্ন শক্তিপ্রবাহ—অক্ষয়, অব্যয়, অনন্ত—চিরোজ্জ্বল, প্রাণপূর্ণ মধুর—কবি এই স্থান থেকে গান গায়, শিল্পী এই স্থান থেকে কল্পনার তুলি হাতে ক'রে জগতে অনন্ত সৌন্দর্য্যের রাশি বিলিয়ে দেয়।

জিবার। তার পর ?

মিডিয়া। আর এগুতে পার্ব না—গা কাঁপছে।

জিবার। চ'লে এস।

মিডিয়া। তার পর কি আছে গুরু? দূর থেকে এক বিচিত্র ছবির আভাস দেখে, সর্ব্বশরীর আমার থর থর ক'রে কেঁপে উঠেছে।

জিবার। তার পর আর কি আছে আমি জানি না। এর পর কি আছে, জান্‌তে তোমার আমার সমান অধিকার। মানুষকে অমর ক'র্‌বার জন্য সোমরসের অন্বেষণে আমি এই গুহামধ্যে প্রবেশ ক'রেছিলুম। ওই পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরেছি। তোমাকে এই গুহার ভার দিয়ে আমি আবার তার অন্বেষণে ছুটবো। যতদিন না পাই মিডিয়া, ততদিন আমার বিশ্রাম নাই।

মিডিয়া। যদি পাও—আমায় দেবে?

জিবার। সে কথা এখন ব'ল্‌তে পার্‌ব না। যার মর্ম্ম জানি না, যা দেয় কি অদেয় বুঝি না—তা তোমাকে কেমন ক'রে দিতে প্রতিশ্রুত হব!

মিডিয়া। করুণাময় গুরু, আশীর্ব্বাদ কর, যা দিয়েছ, আমি যেন তার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি।

জিবার। আশীর্ব্বাদ এই বিজলী দণ্ড—নাও—হাতে নাও। নিয়ে পাপিষ্ঠ আল্ মন্‌সুর্‌কে সমরে আহ্বান কর। রণক্ষেত্রে বিজয়মূর্ত্তি ধারণ ক'রে সমস্ত দুনিয়ার নরনারীকে অভয় দাও। স্বজাতির মর্য্যাদা রক্ষা কর।

মিডিয়া। এই বিজলীদণ্ডের কি গুণ—আমাকে ব'লে দিন।

জিবার। যার প্রতি রুষ্ট হবে, তাকে এই দণ্ড স্পর্শ করালে সে তোমার ইচ্ছামত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যার প্রতি তুষ্ট হবে সে তোমার ইচ্ছামত লাভবান্ হবে। শত্রুনিক্ষিপ্ত বাণ তোমার অঙ্গে পতিত হ'তে এসে এই দণ্ডে আকৃষ্ট হ'য়ে, আবার শত্রুর কাছে ফিরে যাবে। রোগী রোগমুক্ত হবে, বিয়োগী শান্তি পাবে। মানব জীবনের সুখ দুঃখ এখন একমাত্র তোমার ইচ্ছার উপর স্থাপিত হ'ল!—কিন্তু—

মিডিয়া। কিন্তু কি?

জিবার। কিন্তু!

মিডিয়া। কিন্তু কি হজরত?

জিবার। মিডিয়া, আমার কাছে কোন কথা গোপন ক'র না!

মিডিয়া। আর মিথ্যা ব'ল্‌বার আমার ক্ষমতা নাই।

জিবার। আর একবার বল—আল্ মনস্থর্‌কে দেখেছ?

মিডিয়া। দেখিনি।

জিবার। তার সম্বন্ধে কিছু শুনেছ?

মিডিয়া। সে পাপিষ্ঠ।

জিবার। তার উপর ক্রোধ?

মিডিয়া। দুর্জ্জয়।

জিবার। তার উপর প্রতিশোধ নিতে কুণ্ঠিত হবে না?

মিডিয়া। যদি না নিতে পারি, তাহ'লে বুঝ্‌বেন, এত শক্তি আপনি অতি অযোগ্য পাত্রীকে দান ক'রেছেন।

জিবার। কখনও কোন পুরুষের রূপে আকৃষ্ট হ'য়েছ?

মিডিয়া। কই, স্মৃতিতে ত আন্‌তে পার্‌ছি না! না—না—

জিবার। না কি?

মিডিয়া। একজন।

জিবার। একজনের রূপে আকৃষ্ট হয়েছ?

মিডিয়া। আকৃষ্ট—আকৃষ্ট!—আমি দেখেছি।

জিবার। তার পর?

মিডিয়া। আর দেখিনি।

জিবার। কোথায়?

মিডিয়া। গিরিবামের প্রাসাদ-শিখরে বিচরণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে দেখেছিলুম।

জিবার। কে সে জান?

মিডিয়া। না।

জিবার। তাহ'লে দণ্ড গ্রহণের পূর্ব্বে আমার শেষ কথা শ্রবণ কর। যতদিন পর্য্যন্ত তুমি অন্তরে বাহিরে কৌমার্য্য রাখ্‌তে সক্ষম হবে, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি অজেয়। কিন্তু মিডিয়া, যে দণ্ডে তুমি চিত্তের বিচলন অনুভব ক'র্‌বে, সেই দণ্ডেই দণ্ড পরিত্যাগ ক'র। প্রেমাস্পদের দেহস্পর্শমাত্র দণ্ডে আর শক্তির কণাপর্য্যন্ত অবস্থান ক'র্‌বে না। নির্ম্মোক-ত্যাগিনী ফণিনীর ন্যায় তখন তুমি ক্ষুদ্র বালকেরও বধ্য। নাও, বুঝে এই অপূর্ব্ব দণ্ড গ্রহণ কর। চির জীবনের সাধনায় এই দণ্ড মধ্যে বিজলী বেঁধেছি--বিশ্বনাশী শক্তিকে বন্দিনী ক'রেছি। নাও, আকাশবাসিনী চপলাকে ধরণীতে বিচরণ ক'র্‌তে দেখে মানব মানবী ধন্য হ'ক।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুটীর-সম্মুখ।

এলাহী।

এলাহী। বাপ্! একি! একি অন্ধকার! অন্ধকার জান্‌তুম চিরকাল চোকই চাপে। ও বাবা, এ যে নাকে ঢোকে, পেটে ফাঁপে, কানে ফর্ ফর্ করে, গায়ে জড়ায়।—আরে ম'ল, এ যে দেখ্‌ছি মাকড়সার জালের মত ছেড়েও ছাড়ে না। (অন্ধকার গাত্র হইতে দূর করিবার অভিনয়)।

(লুনার প্রবেশ।)

লুনা। এই যে, এই যে—দাদা! তুমি এখানে।—তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান্ হয়েছি। এ বিষম ঝড়ে যে যার ঘরে মাথা গুঁজে প্রাণরক্ষার জন্য খোদার নাম নিচ্ছে, আর তুমি সমস্ত ঝড় বৃষ্টি মাথায় ক'রে, মিডিয়ার কুঁড়ের দোরে দাঁড়িয়ে আছ!

এলাহী। কেও—লুনা? এলাহীকে খুঁজ্‌তে এসেছিস্, তোর দাদা ম'রেছে কি বেঁচে আছে দেখ্‌তে এসেছিস্!

লুনা। তাই ত, বেইমানী! যে তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে, আমাকে পর্য্যন্ত ভুলে পাগলের মতন ছুটে এল, শয়তানদের হাতে প'ড়ে আমার কি হবে একবার ভাবলে না, তুমি আমার সেই দাদাকে এই ঝড়-বৃষ্টিতে বাইরে দাঁড় ক'রিয়ে নিজে মজা ক'রে ঘরের ভেতর ঢুকে আছ! মিডিয়া বেইমানী, দোর্ খোল্।

এলাহী। চুপ কর্—গোল করিস্‌নি লুনা—গোল করিস্‌নি।

লুনা। আর ভয় কি—দানারা ঝড়ের তাড়ায় পালিয়েছে।

এলাহী। পালিয়েছে—বস্—আমিও পালিয়েছি—

লুনা। পালিয়েছ কি?

এলাহী। খুব পালিয়েছি—শালার অন্ধকার যে তাড়া দিয়েছিল—চেপে মার্‌বার যোগাড়ে ছিল—লুনা, বড় কড়া জান, তাই বেঁচে আছি।

লুনা। অন্ধকার তাড়া দিয়েছিল কি? তুমি এ পাগলের মতন কি ব'ল্‌ছ!

এলাহী। চুপ—গোল করিস্ নি। সাড়া পেলে আবার তেড়ে আস্‌বে। আমার কড়া জান, তাই আমাকে গিল্‌তে পারে নি—তোর কচি প্রাণ—একবার গালে পূর্‌লে আর বেরিয়ে আস্‌তে পার্‌বিনি। নে লুনা, কানে গোটা দুই ফুঁ দে—এক শালা বাচ্ছা আঁধার কানের

ভেতর ঢুকে আছে—আরে শালা চোক ছাড়ে ত কান ছাড়ে না। দে—দে—দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

লুনা। মিডিয়া—বেইমানী মিডিয়া—দাদাকে আমার কুঁড়ের দোরে ঝড় বৃষ্টিতে দাঁড় করিয়ে পাগল ক'রে দিলি! এই কি তোদের জাতির আচরণ—মিডিয়া—মিডিয়া—একি দাদা, এই যে :দোর খোলা—ঘর খালি—অন্ধকার—

এলাহী। এই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে, অন্ধকার? যা বেঁচেও বাঁচা হ'ল না!

লুনা। মিডিয়া কোথায় ?

এলাহী। আর কোথায় লুনা, অন্ধকারে তাকে খেয়ে ফেলেছে। পালা পালা লুনা, ওই অন্ধকার আবার আসছে। জটার মতন গেঁটে ও গরিলার মতন বেঁটে, ওই ঘুট্‌ঘুটে চিট্‌চিটে অন্ধকার। এখনি তোকে ধ'র্‌বে, গালে ফেল্‌বে, ঢোঁক গিলবে, আর ফিরে আস্‌তে পার্‌বিনি।

লুনা। মিডিয়া মিডিয়া, কোথায় গেলি! আয় ভাই আয়—দাদা তোর শোকে পাগল হ'ল—আয় ভাই আয়। হাঁ দাদা, শয়তানে কি মিডিয়াকে ধ'রে নিয়ে গেছে ?

এলাহী। শয়তান পালিয়েছে—এ'অন্ধকার। দানো গুলো ত ভাল ছিল, শুধু ঘাড় ধ'রে ছিল। এ শালার অন্ধকার ঘাড়, পিঠ, নাক, কান, মাস, হাড় কিছু ছাড়েনি। সে অন্ধকার মিয়ার একটি ছোট ছড়ি যেমন ছুঁলে, আর বাপ্—ব'লে—পড়ি কি মরি. ক'রে—দানা মিয়ারা ছুট দিলে—এক দানা অন্ধকার মিয়াকে তরোয়াল দিয়ে কাটতে গেল; তাতে লাভ হ'ল, দানা মিয়া খাড়া ছিল খোঁড়া হ'ল। অন্ধকার মিয়াকে ছুঁলেই যখন এই, তখন আমিত অন্ধকারে ঝাঁপাই ঝুড়িছি। মিয়ার অন্ধকার খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে। লুনা, তোর দিদিকে গিয়ে বল্, সে যদি

আলোর পাচন তইরি ক'রে আমাকে খাওয়াতে পারে, তা'হলে আমি ঘরে যাই, নইলে এইখান থেকে আমি তোদের কাছে বিদায় নি।

লুনা। কোথায় যাবে ?

এলাহী। যাবার কি আর আমার যো আছে ? ছুনিয়া অন্ধকার—এখানে একটু আধটু যা আলো ছিল, তাও নেই। লুনা, লুনা মিডিয়া দীপ নিবে গেছে, আঁধারে তাকে গ্রাস ক'রেছে। এই আমি এই কুঁড়ের দোরে মাথা দিয়ে শোব, যতদিন পর্য্যন্ত না মরণের অন্ধকারে চোক বুঁজে যায়, ততদিন পর্য্যন্ত মিডিয়া মিডিয়া ব'লে কাঁদব।

লুনা। মিডিয়া, মিডিয়া কোথা ছিলি, কেন এসেছিলি, কেন দেখা দিলি ? শেষে আমাদের কাঁদবার জন্য রেখে চ'লে গেলি ? মিডিয়া, মিডিয়া !

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। এই যে, এই যে সই !

লুনা। এসেছিস্ মিডিয়া, এসেছিস্ ! দাদা তোর শোকে পাগল হ'য়েছে।

মিডিয়া। এলাহী।

এলাহী। চোপ্, আগে গা টিপে দেখ্, ওটা অন্ধকারের ডেলা—

মিডিয়া। না এলাহী, না ধর্ম্মবীর, আমি সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে, তোমার নিঃস্বার্থ সেবার পুরস্কার স্বরূপ তোমার নন্দিনীরূপে আবার তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি। এলাহী, আমার সেলাম নাও। তোমার লুনাতে আর আমাতে ভেদজ্ঞান ক'র না। এখনও বিশ্বাস হচ্ছেনা !

এলাহী। না মিডিয়া, না। অন্ধকারেও কথা কয়। কখন মিডিয়ার মতন কয়, কখন আমার মতন কয়, কখন আবার সেই অন্ধকার মিয়ার গলার স্বরে, না মিডিয়া, না।

মিডিয়া। আবার অন্ধকার—অন্ধকার জয় ক'রেছি। এখন থেকে আলোকময়ী প্রকৃতি ক্ষুদ্র হরিণ-শিশুর মত নিত্য কোমল কটাক্ষে আমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে ইঙ্গিতমাত্রে আমার সম্মুখে নৃত্য ক'র্‌বে। এলাহী নির্ভয় হও, এখন থেকে তুমি আমাকে লুনার পার্শ্বে স্থান দাও। আলোক পেয়েছি; কিন্তু স্নেহের তরঙ্গ বহুকাল অনুভব করিনি! পিতৃ-মাতৃ-হীনা বালিকা ধরণীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য পেয়েও স্নেহের অভাব ভুল্‌তে পা'র্‌ছে না। তোমাকে তুর্কী ব'লে অবজ্ঞা ক'রেছি। এখন বুঝেছি, যে মানুষ, সে তুর্কীও নয়, গ্রীকও নয়; মানবত্বই তার ধর্ম্ম, মনুষ্যত্বই তার জাতীয়ত্ব।

এলাহী। এতক্ষণে অন্ধকার ছা'ড়্‌ল! গরীব চাষা, বুঝ্‌তে পারে নি, সে তোকে অসহায় মনে ক'রে রক্ষা ক'র্‌তে গিয়েছিল। অন্ধকারে ডুবিয়ে হজরত আমাকে জ্ঞান দিয়েছে। জ্ঞান দিয়েছে, যে সহায়হীন খোদা তার সহায়। চল্ মিডিয়া, পাঁচ বৎসর তোকে আমাদের ঘরে নিয়ে যেতে পারি নি। আজ একবার আমার ঘর আলো ক'র্‌বি চল্।

মিডিয়া। তবে চল্ সই!

লুনা। ও কথা বলিস্‌নি মিডিয়া, আমি তোর বাঁদী।

মিডিয়া। শতবার ব'ল্‌ব, সহস্রবার ব'ল্‌ব তুই বাঁদী তুই! চির স্বাধীনা অমর-বাঞ্ছিতা করুণা। তোর স্নেহেই এই পাঁচ বৎসর আমি পিতৃশোকের প্রবল পীড়নেও প্রাণধারণ ক'রেছিলুম। নে সই, আলিঙ্গন দে।

লুনা। তুই যে কি হ'য়েছিস ব'ল্‌লি।

মিডিয়া। আমি অনন্ত-ঐশ্বর্য্যের রাণী হ'য়েছি।

লুনা। তোকে জড়াতে যে আমার সরম হচ্ছে!

মিডিয়া। কিন্তু তোমার মতন রত্ন না পেলে সে মণিভাণ্ডার আমার অসম্পূর্ণ। (লুনাকে আলিঙ্গন করিল)

এলাহী। যাক্, অন্ধকারের ভুঁড়ি এইবারে ফেঁসে গেল।

লুনা। আর তবে দেরী কেন ভাই, চল আমরা ঘরে যাই।

গীত। (লুনা)।

কোন দেশে কোন সোনার বাগানে।
ফুটে ছিলি গোলাপ রাণী, ভেসে এলি বানে॥
ঘুমন্ত দরিয়া ভুলে, ফেলে রেখে গেছে কূলে,
কুড়িয়ে পেয়েছি আমি এনেছি তুলে
সুবাসে ধরেছে নেশা, পড়েছি টানে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

ফেরান্ ও মনসুর।

ফেরান্। সমস্ত ঝড় বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেল। উন্মুক্ত আকাশ তলে দাঁড়িয়ে আপনি ক্রুদ্ধা প্রকৃতির সমস্ত প্রকোপ সহ্য ক'রলেন। ধন্য আপনার সহিষ্ণুতা—ধন্য আপনার সাহস!

মন। না ফেরান্, ধন্যবাদ সমস্ত তোমার প্রাপ্য। তুমি নীরবে আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে এই বিষম ঝড়ের আক্রমণ সহ্য ক'রেছ। অন্ধকার তোমার মুখের প্রসন্নতা আমার কাছে গোপন ক'র্‌তে পারে নি। বেশ ফেরান্, বেশ।

ফেরান্। না জাঁহাপনা, এ অসমসাহসিকতায় গোলামের গর্ব্ব ক'র্‌বার কিছু নেই। আমি পর্ব্বতের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলুম। একাকী

থাকলে, এতক্ষণ আমাকে যে কোন লোকের ঘরে আশ্রয় নিয়ে থাক্‌তে হ'ত! সত্য কথা জাঁহাপনা, এরূপ সাহস আমি জীবনে এক মহাপুরুষ ছাড়া, অন্য কোন ব্যক্তির দেখিনি।

মন্। কে তিনি ফেরান?

ফেরান। তিনি কে, তিনি কে! না জাঁহাপনা, এখন ব'লতে পা'র্‌ব না। তবে সম্রাট্ যখন জান্‌তে চেয়েছেন, তখন উপযুক্ত অবসরে একদিন ব'ল্‌ব। এখন আর এখানে দাঁড়াবেন না। সর্ব্বাঙ্গ আপনার জলে সিক্ত। সম্রাটট্! যে দণ্ডে আপনি ভাল হ্‌বার সঙ্কল্প ক'রেছেন, সেই দণ্ডেই প্রকৃতি অঞ্জলি পূরে আপনাকে জীবনপূর্ণ জল উপহার দিয়েছে।

মন্। অত্যাচারী আল্-মন্‌সুরকে হত্যা ক'র্‌বার জন্য আকাশ বিদ্রোহী হ'য়েছিল।

ফেরান। কিন্তু হত্যা ক'র্‌তে এসে, তার নূতন মূর্ত্তি দেখে, প্রভঞ্জন মস্তক অবনত ক'রে উপঢৌকন দিয়ে চ'লে গেছে। এখন প্রকৃতি শান্ত। এখন আপনি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ক'র্‌লে, আপনার গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হবে না।

মন্। বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হ'য়েছে।

ফেরান। ওই সম্মুখে একটি আলো জ্ব'ল্‌ছে। আসুন ওই আলোক লক্ষ্যে চ'লে যাই।

মন্। কিন্তু যেতে প্রবৃত্তি হ'চ্ছে না।

ফেরান। কেন জাঁহাপনা?

মন্। এই রাত্রিতে—এই অবস্থায়—কোন্ দরিদ্রের গৃহের শান্তি ভঙ্গ ক'র্‌ব!

ফেরান। এই প্রচণ্ড ঝড় মাথায় ক'রে তার জন্য ভাগ্য বহন করে এনেছে!!

ফেরান। যথার্থই যদি প্রকৃতি মানুষের প্রতি করুণা ক'রে তাদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেন, তাহ'লে দুনিয়ার অনেক ভার লাঘব হয়।

মন্। তাহ'লে আমাকেও ত প্রকৃতির দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না ক'রে তৃষ্ণার্ত্ত আমাকে জল দিয়ে প্রাণ রক্ষা ক'রেছ। এত বজ্র ধরণী পৃষ্ঠে পতিত হ'ল, কই একটাও ত আমাকে সামান্যমাত্র ও বিভীষিকা দেখালেনা!

ফেরান। আপনি যদি ঝড়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ভাল হবার সঙ্কল্প না ক'র্‌তেন, তাহ'লে আজ আপনার ভাগ্যে কি হ'ত ব'ল্‌তে পারি না। আপনি অনেক সাধু গৃহস্থের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন।

মন্। একজনেরও না। রাজা, রাজ্যশাসন ক'রেছি। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ক'রেছি।

ফেরান। অনেক সতীর সতীত্ব নাশ ক'রেছেন।

মন্। একজনেরও না।

ফেরান। কি ব'ল্‌ছেন সম্রাট্! জগতের সীমান্ত পর্য্যন্ত আপনার দুর্নাম প্রসৃত হ'য়েছে।

মন্। তা হ'ক আমি একজনেরও সতীত্ব নাশ করিনি। আমি আমার প্রাসাদে রমণী আনিয়েছি, দেখেছি, শেষে অর্থ দিয়ে বিদায় দিয়েছি। এ হস্ত আজও পর্য্যন্ত যুবতীর অঙ্গ স্পর্শ করেনি। সেইজন্য এই বাহু বিশ্ব-বিজয়ী। এই বাহুধৃত অস্ত্র-ভয়েই প্রকৃতি আজ তৃষ্ণার্ত্তের কাছে জল উপঢৌকন নিয়ে এসেছে, বজ্র আঘাত ক'র্‌তে এসে পালিয়েছে। অত্যাচার করিনি, কিন্তু ফেরান অনেক অত্যাচারের কারণ হ'য়েছি। মৎকর্তৃক আনীত অনেক রমণী আমার সহচরগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়েছে।

ফেরান। এ বিচিত্র আমোদ অনুভব কেন ক'রেছেন সম্রাট্?

মন্। কেন ক'রেছি? কেন ক'রেছি? ফেরান্! হৃদয়ের উত্তাপে,—দেহের উষ্ণতায় এই দেখ আমার সিক্ত বস্ত্র শুষ্ক হ'য়ে গেল!

ফেরান। একি বিচিত্র! বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্! এত জ্বালা আপনি হৃদয়ে পূরে রেখেছেন!

মন্। এত জ্বালা হৃদয়ে পূরে রেখেছি! এইজন্য দুর্দ্দান্ত সহচর গুলোকে দমন করি না। তারা মানুষকে কত জ্বালা দিতে পারে। এইজন্য লোক-নিন্দাকে গ্রাহ্য করিনি, সে আমাকে কত জ্বালা দিতে পারে!

ফেরান। গোলাম কি একটু ইতিহাস শুন্‌তে পায় না?

মন্। বেশ, শোনাব। তুমিও যখন সেই অসমসাহসিক মহাপুরুষের কথা ব'ল্‌বে, তখন শোনাব। এই মর্ম্ম-জ্বালা স'য়ে যদি আর কেহ জীবন ধারণ ক'রে থা'ক্‌তে পারে, তাকেই আমি বীর বলি,—তার কাছেই কেবল আমি মস্তক অবনত করি।

ফেরান। কৌতূহল-বশে সহস্র ক্রোশ দূর হ'তে দুর্ব্বৃত্ত সম্রাট্ আল্-মনসুরকে দেখ্‌তে এসেছিলুম——

মন্। দেখ্‌তে এসেছিলে, না হত্যা ক'র্‌তে এসেছিলে?

ফেরান। যদি না বলি?

মন্। তাহ'লে বুঝ্‌ব, প্রাণ ভয়ে তুমি আমার কাছে সত্য গোপন ক'র্‌ছ।

ফেরান। বেশ, তা যদি বলি, বলুন আপনি আমাকে শাস্তি দেবেন!

মন্। শাস্তি দেবার হ'লে প্রথম দিনেই দিতুম।

ফেরান। প্রথম দিনেই দিতেন! প্রথম দিনে আমাকে দেখে হত্যাকারী ব'লে কি আপনার সন্দেহ হ'য়েছিল?

মন্। ফেরান! আমার রোজ-নামচা আছে—রাজধানীতে ফিরে গিয়ে তোমাকে দেখাব।

ফেরান। কি লেখা আছে বলুন।

মন্। ব্যাকুল কেন যুবক। রাজধানীতে ফিরে নিজের চক্ষে দেখো।

ফেরান। জাঁহাপনা চির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গোলামের কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

মন্। তবে দেখ। (ফেরানের খাতা দর্শন ও কম্পন) এমন কাঁপ্‌ছ কেন ফেরান?

ফেরান। জিঘাংসু জেনেও আপনি আমাকে শরীররক্ষী নিযুক্ত ক'রেছেন, গোলামকে এত ভাল বাসা দিয়েছেন!

মন্। ভালবাসা দিইনি, দিতে পা'র্‌বও না। ভালবাসা একজনকে দিয়েছি—ভাণ্ডার শূন্য ক'রে দিয়েছি। নিজেকে পর্য্যন্ত দিই, এমন এক বিন্দুও অবশিষ্ট রাখিনি।

ফেরান। ও কথা ব'ল্‌বেন না, দোহাই হজরত ও কথা ব'ল্‌বেন না। ভালবাসার নিরুদ্ধ উৎস বুঝি কার ভাগ্যে একদিনের জন্য উন্মুক্ত হ'য়েছিল। দুনিয়ার দুর্ভাগ্যে তা আবার অবরুদ্ধ হ'য়েছে। কিন্তু অনন্ত—অনন্ত অন্তঃসলিল প্রস্রবণ! একদিন খুল্‌বে শুনুন সম্রাট্! একদিন এ ভালবাসা অনন্ত স্রোতে দুনিয়া ভাসিয়ে ছুটে যাবে।

মন্। স্বপ্ন দেখোনা ফেরান্।

ফেরান। এই আমি, যথার্থই জাঁহাপনা, হত্যা ক'র্‌তে এসেছিলুম, দুনিয়াকে নিষ্কণ্টক ক'র্‌বার জন্য পাপিষ্ঠ আল্-মনসুরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে এসেছিলুম, প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, সেই আমিই দুনিয়ার চক্ষে এই নিবদ্ধ স্রোত উন্মুক্ত ক'রে দেব।

মন্। থাক্, কে একজন আলো নিয়ে এই বনে প্রবেশ ক'র্‌ছে।

(আলোক হস্তে লুনার প্রবেশ)

লুনা। যদি কেউ এই বনের ভিতরে পথ হারিয়ে থাক, তাহ'লে উত্তর দাও।

ফেরান। এইদিকে।

মন্। চুপ, রমণী দেখ্‌ছ না!

ফেরান। জাঁহাপনা! আশ্রয় দিতে এসেছে।

মন্। আরে মূর্খ, রমণীর আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌ব কি! এই বুদ্ধিতে তুমি আমার প্রেমের উৎস উন্মুক্ত ক'র্‌বে! হুঁসিয়ার, আল্-মনসুরের সহচর হবার যদি অভিমান রাখ, তাহ'লে আর কখনও এ নীচ অভিলাষ মনে স্থান দিয়োনা।

ফেরান। বেশ, দেব না।

লুনা। যদি কেউ পথ হারিয়ে থাক, উত্তর দাও। এই যে—এই যে! তোমরা এমন পাগল! এত ডাকছি তবু চুপ ক'রে, দাঁড়িয়ে আছ!

ফেরান। তুমি কাদের অনুসন্ধান ক'র্‌ছ?

লুনা। যে কেউ অন্ধকারে নিরাশ্রয়, তাকে খুঁজ্‌ছি। চ'লে এস, জল্‌দি চ'লে এস। দূরে সিংহের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। এখনি লোকালয়ে আস্‌বে। আর দেরী ক'রনা চ'লে এস।

মন্। তুমি যাও।

লুনা। আমার সঙ্গে যাবে না!

মন্। এ গাঁয়ে কি পুরুষ নেই।

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। পুরুষ থাক্‌বে না কেন? তবে রমণী রাজার কতকগুলো রমণী সঙ্গী গাঁয়ে এসেছে। পাছে পুরুষ দেখ্‌লে ভয় পায়, তাই আমরা রমণী তাদের আশ্রয় দিতে এসেছি। না, না—তুমি! তুমি! তুমি!

মন্। খোদা বাক্য দাও।

মিডিয়া। (দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া পলায়ন)।

মন্। (কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া)।

ফেরান। রমণী রমণী—হুঁসিয়ার প্রতিজ্ঞাকারী বীর—হুঁসিয়ার! চকিতা, সন্ত্রস্তা, পলায়নপরা বালিকার পশ্চাতে ছুট্‌বেন না, ছুট্‌বেন না।

মন্। না, এই ছোটার অবসান ক'র্‌ছি।

ফেরান। ওকি ওকি!

মন্। (স্বীয়পদে অস্ত্রাঘাত করিয়া ভূপতিত) ফেরান, আমাকে ধর।

ফেরান। (ছুটিয়া মন্‌সূরকে ধরিলেন) একি ক'র্‌লেন প্রভু!

মন্। পাষণ্ড,—অসংযত,—সঙ্কল্পরক্ষায় অপারগ,—কাপুরুষ মন্‌সূরকে শাস্তি দিলুম। নইলে দুনিয়ার কোনও শক্তি ওই বালিকার অনুসরণে তাকে বিরত ক'র্‌তে পা'র্‌ত না।

ফেরান। কি ক'র্‌লেন বাতুল সম্রাট্? পদখানা দেহ থেকে আর একটু হ'লে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেত।

মন্। বিচ্ছিন্ন হয়নি! ফেরান এ হাতে আর শাসন-দণ্ড ধরা কর্ত্তব্য নয়, হাত আমার দুর্ব্বল হয়েছে।

ফেরান। কিছু হয়নি, আপনি গোলামের কাঁধে ভর দিন। সুন্দরি!

লুনা। (মন্‌সূর সম্মুখে নতজানু) রাজা! আমাদের ঘরে যাবে?

মন্। এ অবস্থায় কেমন ক'রে যাব?

লুনা। এ আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সারিয়ে দেব।

ফেরান। বল কি!

লুনা। আমার কাছে এমন দাওয়াই আছে, সে দাওয়াই দিলে হাড় পর্য্যন্ত জুড়ে যাবে—ঘায়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাক্‌বে না।

মন্। এমন দাওয়াই আছে?

লুনা। আছে। না যদি দিতে পারি, ওই তরোয়ার আমার গলায় মেরো।

ফেরান। সম্রাট্! অনুমতি করুন।

মন্। আমি রাজার পরিচয় নিয়ে কেমন ক'রে যাব?

লুনা। আমি ব'লব না। আমাকে খোদা জানিয়েছেন। খোদা আর কাউকে জানায়, সে জানবে; আমি বল্‌ব না। অন্ধকারে সিংহ আস্‌বে রাজা।

মন্। চল মা! আমি জননীর আশ্রয় গ্রহণ করি।

ফেরান। দাম্ভিক সম্রাট্! জননীর আশ্রয় জন্মের সঙ্গে গ্রহণ ক'রেছেন, একবার বলুন রমণীর আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লুম।

চতুর্থ দৃশ্য।

জিবার।

জিবার। সন্দেহ—মস্তিস্কভেদী সন্দেহ! আমার এত যত্ন, এত চেষ্টা, সব কি বৃথা হবে? মিডিয়া কি পা'র্‌বে না! সারা দুনিয়াকে করতলগত ক'রে আমার বিজ্ঞানের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে পা'র্‌বে না! খুব পা'র্‌বে। আমি তার মুখ, চোক, চিবুক, হাসি সব দেখেছি। হতাশার পর মুহূর্ত্তে যে উল্লাসময় সঙ্গীতে সে কৃষ্ণসাগরের তরঙ্গমালা চুম্বিত ক'রেছিল, তা শুনেছি। তার নীরব আবেদন,—ঝঙ্কার-ভরা ইঙ্গিতের সঙ্কোচ-প্রসার—পূর্ণাভিমানে কোমল-হৃদয়-গত দুঃখের আবেগে ওষ্ঠাধরের তীব্র কম্পন—সব প্রত্যক্ষ ক'রেছি। কথা অক্ষরে অক্ষরে—ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে—নানা অর্থ বহন ক'রে,আমার পিপাসু শ্রবণ চরিতার্থ ক'রেছে। আমি তাই শুনে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মায়া-বিমুগ্ধ হ'য়েছিলুম। পা'র্‌বে—মিডিয়া ঠিক পা'র্‌বে। দুর্ব্বৃত্ত আল্-মনসূরকে স্বগণে

নিহত ক'রে, দুনিয়ার গৃহবাসীকে শাস্তি দিতে, নিশ্চয় মিডিয়া সক্ষম হবে। তথাপি সন্দেহ, বিষম সন্দেহ। চিন্তার কম্পনের ফাঁকে ফাঁকে,—আশার পুষ্পোদ্গমের মুখে মুখে—এক দুরন্ত সন্দেহ উঁকি মা'র্ছে। ব'ল্লে—দেখেছি। একবার—আর নয়। পিতার প্রাসাদের ছাদে বিচরণ ক'র্তে ক'র্তে একবার একজনকে দেখেছি। একবার দেখেছে। কে সে, কোথা সে, জানে না। তবে ভয় কি? ঠিক পা'র্বে, মিডিয়া ঠিক পা'র্বে। দুর্ ছাই, তবু এ পাপিষ্ঠ সন্দেহ আমার মস্তিষ্কের বিন্দুগুলোকে নিয়ে এত কোলাহল ক'র্ছে কেন? দেখেছে! পুরুষের মুখ দেখা থেকে বঞ্চিত ক'র্বার জন্য, তাকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখ্তে তার পিতার ওপর আদেশ দিয়েছিলুম। তবু দেখেছে।

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। ঠিক পা'র্বে, মিডিয়া ঠিক পা'র্বে।

জিবার। য়্যাঁ-য়্যাঁ—কি ব'ল্লি মিডিয়া, পা'র্বি? দে, আশ্বাসবাণী দে।

মিডিয়া। কেন পা'র্ব না?

জিবার। দুর্ ছাই, তবু এ পাপিষ্ঠ সন্দেহ আমার মস্তিষ্কের বিন্দুগুলোকে নিয়ে এত কোলাহল ক'র্ছে কেন?

মিডিয়া। এ সন্দেহের কারণ কি গুরু?

জিবার। পুরুষের মুখ দেখা থেকে বঞ্চিত ক'র্বার জন্য, তোকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখ্তে তোর পিতার ওপর আদেশ ক'রেছিলুম।

মিডিয়া। সে আপনি?

জিবার। আমি। তবু ত তোকে পুরুষদর্শন থেকে বঞ্চিত ক'র্তে পারি নি! তবু তুই দেখেছিস্।

মিডিয়া। তবু আমি দেখেছি। কৈশোর-যৌবন-মিলন মুখে, মিরিবামের প্রাসাদ-শিখর থেকে, প্রকৃতির কি জানি কি মোহ প্রসারিণী অবস্থায়,

আকাশের কি কুহক-বিস্তারী বর্ণসম্ভারে, নগর প্রান্তস্থ শস্য শ্যামল প্রান্তরে—দেখেছি।

জিবার। সে বড় সুন্দর?

মিডিয়া। সুন্দর! সেকি সুন্দর! গুরু আপনার কিমিয়া শাস্ত্রে রসায়ন সংযোগে কল্পনাতেও যদি কখন কোন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রে থাকেন, তা হ'লে তা স্মরণ করুন।

জিবার। তবে?

মিডিয়া। তবু নির্ভয়—আমি পা'র্‌ব। যদি দ্বিতীয়বার তাকে না দেখ্‌তুম, তাহ'লে বোধ হয় আপনাকে এ সাহস দিতে পার্‌তুম না।

জিবার। দ্বিতীয়বার দেখেছিস্!

মিডিয়া। আজ, এই মাত্র। দেখে আমি চ'লে আস্‌ছি।

জিবার। চ'লে এলি!

মিডিয়া। তবে আর কি ক'র্‌ব?

জিবার। কে সে?

মিডিয়া। দুর্ব্বৃত্ত আল্-মন্‌সুরের অন্যতম সহচর। যে দণ্ডে তা' বুঝ্‌তে পেরেছি, সেইদণ্ডেই আমার চিত্ত থেকে তার মাধুর্য্য অপসৃত হ'য়ে গেছে।

জিবার। তাকে হত্যা ক'র্‌লিনি!

মিডিয়া। হত্যা! সেকি! কি অপরাধে?

জিবার। হত্যা—আলবৎ—বিষম অপরাধে। তুই তাকে দেখেছিস্।

মিডিয়া। আমি দেখেছি, তাতে তার অপরাধ!

জিবার। নিশ্চয়। যে প্রাসাদ-শিরে মিডিয়া বিচরণ করে, কেন সে তার নিকটের শষ্প-শ্যামল প্রান্তরে দাঁড়িয়েছিল!—যা, এখনি ফিরে যা—এই বিজলীদণ্ড স্পর্শে তাকে হত্যা ক'রে এখনি আমাকে সে সুসংবাদ এনে দে।

মিডিয়া। তা পা'র্‌ব না!

জিবার। (মাথা নাড়িয়া) সন্দেহ—সন্দেহ—

মিডিয়া। কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

জিবার। (মাথা নাড়িয়া) মিডিয়া, এত অন্ধকার ভোগ বৃথা হ'ল!

মিডিয়া। সন্দেহ ক'র্‌ছেন কেন?

জিবার। (মাথা নাড়িয়া) হা ঈশ্বর, আমার বিদ্যার মর্য্যাদাটা দুনিয়া আর দেখ্‌তে পেলেনা। পাশবিক বলই দেখ্‌ছি প্রবল হ'ল।

মিডিয়া। একজন নিরপরাধকে হত্যা ক'র্‌লে যদি আপনার বিদ্যার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ'লে সে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই।

জিবার। তবু তাকে হত্যা কর্‌।

মিডিয়া। নিরপরাধকে হত্যা, এ কোন্ ধর্ম্মে শিক্ষা দিয়েছে গুরু?

জিবার। ধর্ম্মের তুই কি জানিস? একদেশে একজন নিরপরাধের পঞ্জরের অস্থিতে আকাশের ভীমনাদী বজ্র রচিত হ'য়েছিল।

মিডিয়া। সে পঞ্জরের অস্থি কে নিলে?

জিবার। স্বর্গের দেবতা নিলে, তাইতে দুনিয়া থেকে দানবের শাসন চ'লে গিয়েছিল।

মিডিয়া। যে দেশে এই রকম নির্দ্দোষের নাশে ধর্ম্মের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, অষ্টবজ্রে তার অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করুক।—আমি এরকম ক'রে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা চা'ইনা।

জিবার। পার্‌বিনি?

মিডিয়া। দোহাই গুরু, আমাকে অন্যায় আদেশ ক'র্‌বেন না।

জিবার। তবে দে, আমার বিজলীদণ্ড ফিরিয়ে দে।

মিডিয়া। এখন দেবনা। আগে সে ব্যক্তি গ্রামছেড়ে চ'লে যাক্‌, তখন চাইবেন, দেব।

জিবার। মিডিয়া! আর গোপন ক'রিস্‌নি, তুই তাকে ভালবাসিস্।

মিডিয়া। কই?—না।

জিবার। ঠিক ব'ল্‌ছিস?

মিডিয়া। ঠিক—হাঁ—না।

জিবার। যদি সে তোকে ভালবাসা জানিয়ে বিবাহ ক'র্‌তে চায়?

মিডিয়া। হাঁকিয়ে দেব।

জিবার। যদি না পারিস্?

মিডিয়া। তখন স্বহস্তে আমাকে বধ ক'র্‌বেন।

জিবার। পার্‌লে, এখনি ক'র্‌তুম। তা'হলে যা বলি তা শোন্—যদি কখন তোর মনে বিবাহের পাপ অভিরুচি জাগে, প্রতিজ্ঞা কর্, বিবাহের যৌতুকস্বরূপ তার কাছ থেকে আল্-মনস্থরের মাথাটা উপহার গ্রহণ ক'র্‌বি?

মিডিয়া। ব'ল্‌লে সন্তুষ্ট হন?

জিবার। আপাততঃ।

মিডিয়া। বেশ, প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লুম!

জিবার। ভাল, আপাততঃ চ'ল্‌লুম। কিন্তু শুনে রাখ,—আমাকে কোনও কিছু গোপন করা তোমার সাধ্যাতীত—আমি সত্বরেই ফিরে আস্‌ছি।

মিডিয়া। যথা আজ্ঞা। (জিবারের প্রস্থান) নিরপরাধকে হত্যা ক'রে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে হবে!

(লুনার প্রবেশ)

লুনা। রাণী—রাণী!—

মিডিয়া। রাণী কে?

লুনা। কেন তুই—সেই যে তুই ব'ল্‌লি, আমি রাণী হ'য়েছি।

মিডিয়া। আমি ঐশ্বর্য্যের রাণী হ'য়েছি ব'লে কি তোরও রাণী হ'য়েছি!

লুনা। হাঁ, হাঁ—তুই হ'য়েছিস্।

মিডিয়া। আচ্ছা বেশ, হ'য়েছি—তোরও রাণী হ'য়েছি—তুই কৃষক এলাহীর ঘরে রাজার লোভনীয় ঐশ্বর্য্য। এখন কি ক'র্‌তে এসেছিস্ বল্।

লুনা। জল্‌দি আমাকে দাওয়াই দে—

মিডিয়া। দাওয়াই দে কি!

লুনা। যে দাওয়াইয়ে কাটাহাড় জোড়া লাগে। জলদি দে, দেরি করিস্‌নি—নইলে আমার মর্য্যাদা থাক্‌বে না—আমার না থাক্‌লে, তোরও মর্য্যাদা থাক্‌বে না। কেন না, তোর জোরেই আমার জোর।

মিডিয়া। এরই মধ্যে হাড় ভেঙ্গে গেল কার?

লুনা। কার কি! নিজে খুন ক'রে এলি, জানিস্ না!

মিডিয়া। আমি খুন ক'রে এলুম!

লুনা। দেখা দিয়ে মজিয়ে এলি, তারপর আলো নিবিয়ে ছুট্‌লি। সে গরীবের কি অবস্থা হ'ল, তার কি কিছু খোঁজ রাখ্‌লি?

মিডিয়া। কি হ'য়েছে বুঝিয়ে বল্।

লুনা। তুইও ছুটলি, সেও তোর পিছন পিছন ছুটল।

মিডিয়া। তারপর অন্ধকারে পড়ে পা ভাঙ্‌লো। এইত? সেই নরাধমের জন্য তুই ওষুধ নিতে এসেছিস্!

লুনা। কথা শেষ ক'র্‌তে দে। তাকে ছুট্‌তে দেখে, তার সঙ্গী ব'ল্‌লে পালিয়ে যাচ্ছে যে রমণী, তার পশ্চাতে ছোটা বীর ধর্ম্ম নয়—

মিডিয়া। তাতেও দুরাত্মা নিবৃত্ত হ'লনা ব'লে, বন্ধু বুঝি তার পায়ে তরোয়ারের চোট মেরেছে! লুনা, সে পাপিষ্ঠের ঠিক শাস্তি হ'য়েছে,

তাকে ঔষধ দেবনা। তুই সেই বন্ধুটিকে ডেকে আন। বুঝ্তে পার্ছি, পাপ সঙ্গে এখনও তার মনুষ্যত্ব লোপ পায়নি। তুই তাকে সঙ্গে নিয়ে আয়, আমি তাকে পুরস্কার দেব।

লুনা। তবে তুই যা খুসী বল্, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি—আর লোকটা এর মধ্যে ম'রে যাক্।

মিডিয়া। বুঝেছি, পাষণ্ড বাধা পেয়ে তার বন্ধুর গায়ে অস্ত্রাঘাত ক'রেছে।

লুনা। তোর মাথা ক'রেছে। কথা শেষ ক'র্তে দিবিনি,—তাহ'লে কি ব'ল্‌ব বল্।

মিডিয়া। ও! তাহ'লে বুঝেছি।

লুনা। ছাই বুঝেছিস্।

মিডিয়া। এলাহী তাকে মেরেছে।

লুনা। না।

মিডিয়া। এলাহীও নয়, তবে কে? কোন্ সাধু আমাকে নিরাশ্রয় জেনে রক্ষা ক'র্তে এসেছিল?

লুনা। সে নিজে।

মিডিয়া। নিজে!

লুনা। যখন দেখ্‌লে মন তার কিছুতেই বশে আসেনা—কিছুতেই সে ছোটা থেকে ক্ষান্ত হ'তে পারে না, তখন সে নিজের পায়ে তরোয়ালের চোট মেরে অচল হ'য়ে প'ড়ল।

মিডিয়া। লুনা—লুনা!

লুনা। আমরা তাই দেখে অবাক্। বন্ধু ব'ল্‌লে, ক'র্‌লে কি! সে ব'ল্‌লে, বালিকার অনুসরণে কোন মতেই ক্ষান্ত হয় না দেখে, দুরাত্মাকে শাস্তি দিয়েছি; তার চল্‌বার দফা জন্মের মতন রফা ক'রেছি।

মিডিয়া। লুনা—লুনা—

লুনা। লুনা লুনা ক'র্‌ছিস্‌ কেন, ওষুধ দেনা।

মিডিয়া। দিচ্ছি নিয়ে যা—আর সঙ্গে সঙ্গে—আমি যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হ'য়েছি—সব নিয়ে যা। তুই রাণী হবার যোগ্য—আমি গুরু-রচিত কুসুম-কানন মধ্যে সুপেয় জলাশয় তীরে বাস ক'রে গোপনে মরীচিকা কিনে এনেছি। যা হ'তে আমার সাধ্য নাই, তাই হ'তে গিয়েছি। যা পেতে আমার অধিকার নাই, সেই চিরকুমারীর একায়ত্ত জগতের কল্যাণ বিধায়িনী শক্তির লোভে গুরুকে মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত ক'রেছি—নে লুনা, শীঘ্র নে।

লুনা। আচ্ছা সে পরে, এখন সে গরীব মরে—দাওয়াই দে।

(ফেরানের প্রবেশ)

ফেরান। লুনা!

লুনা। দে, মিডিয়া—শীঘ্র দে—দেরী দেখে তার সঙ্গী ব্যাকুল হ'য়ে আমাকে খুঁজ্‌তে এসেছে।

ফেরান। একি ক'র্‌ছ লুনা, করুণার আশ্বাসবাণী কি শেষে পাগলের প্রলাপ-কথায় পরিণত হ'ল!

মিডিয়া। কেন হবে! মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের প্রাণ আমার অধিকারে, আমার সহচরী যার জীবন রক্ষার আশ্বাস দিয়েছে—শুনে রাখ ধীমান্‌, সে বেঁচেছে।

ফেরান। তাইত, তখনত আমি দেখিনি—না দেখে আমি অনুসরণকারী হতভাগ্য বন্ধুকে তিরস্কার ক'রেছিলুম! ভূ-বিচারিণী শশিকলা! অন্তরেপাবক বেঁধে আর ক্ষণজীবী পতঙ্গগুলোকে দগ্ধ ক'রনা। মা! নিরপরাধের প্রাণ বাঁচাও। তারপর সরম বসনে রূপ গোপন কর।

মিডিয়া। মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর, ওষধির আবাহন করি।

গীত।

মধুময় বহ রে সমীর।
ঋতু হও মধুময়, মধুময়ী প্রকৃতির ॥
ধূলা হও মধুময়, মধুময় জলাশয়
মধুর নিলয় হও, নিশির শিশির ॥
জাগো মধু শৈলে, জাগো মধু ফুল দলে,
জাগো মধু লতিকা মূলে ;—
মধু জাগো রসে রসে, যারে ব্যাধি দূর দেশে,
মুক্ত হও, সুস্থ হও ব্যাধিত শরীর ॥

পঞ্চম দৃশ্য।

ফেরান ও মনসুর।

ফেরান। আরোগ্য লাভ ক'রেছেন, জাঁহাপনা ?

মন্। সম্পূর্ণ—আঘাতের চিহ্ন মাত্রও নেই।

ফেরান। বড়ইত আশ্চর্য্য !

মন্। শুধু তাই নয়। ঔষধ দেহমধ্যে প্রবেশ ক'রে, দেহে নব জীবনশক্তির সঞ্চার ক'রেছে। দেহের সমস্ত ক্লান্তি দূর হ'য়েছে। এখন আমি পূর্ব্বের চেয়ে বলিষ্ঠ, যবিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ।

ফেরান। বালিকা, তা হ'লেত দেখছি, আপনাকে বড় ঋণী ক'র্‌লে!

মন্। ঋণী ক'র্‌লে কি ফেরান, বালিকার এ ঋণ শোধ হয় না।

ফেরান। তাইত দেখ্‌ছি—রাজধানীতে ফির্‌লে এ আঘাত নিয়ে আপনাকে বড়ই কষ্ট পেতে হ'ত।

মন্। কষ্টপেয়েও যদি আমার অঙ্গহানি না হ'ত, তাহ'লেও আক্ষেপ থাক্‌ত না। রাজধানীতে ফির্‌লে আমাকে এ পায়ের মায়া ত্যাগ ক'র্‌তে হ'ত। ফেরান, আমার প্রাসাদের সমস্ত চিকিৎসক মিলেও এ ছিন্নাংশ দেহে সংলগ্ন রাখ্‌তে পা'র্‌তনা।

ফেরান। তবে বালিকাও ভাগ্যবতী—সে আজ আপনাকে ঋণী ক'রেছে।

মন্। বালিকা সম্বন্ধে কি ক'র্‌ব ফেরান?

ফেরান। বিয়ে ক'রে ফেলুন।

মন্। মূর্খ অপ্রেমিক, বার বার ঐ কথা! একবার আমার কথা শুনেও তোমার জ্ঞান হ'ল না! নিজেকে দিয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে সুখী হব, সে ভালবাসাও আমাতে অবশিষ্ট নেই।

ফেরান। তবে সে অজ্ঞাত কুলশীলার পিছনে ছুটেছিলেন কেন? এত আকর্ষণ যে, পায়ে আঘাত ক'রে তবে আপনাকে আকর্ষণের বেগ রোধ ক'র্‌তে হ'য়েছে।

মন্। তুমি তাকে দেখেছ?

ফেরান। আমি তখন লুনাকে দেখ্‌ছিলুম।

মন্। ঠিক!

ফেরান। বালিকাতে একটা অনন্যসাধারণ মাধুর্য্য আছে—কথায় অনেকটা মাদকতা আছে।

মন্। যাক্, শুনে একটু সন্তুষ্ট হলুম। হৃদয়ের অনেকটা ভার লাঘব হ'ল।

ফেরান। বাহিরে একটা গরিমা আছে, অন্তরে একটা মহিমা আছে। প্রথম দেখে তাকে আমি কৃষক-কন্যা মনে করিনি।

মন্। ফেরান, তুমি বালিকাকে বিবাহ কর।

ফেরান। আমি বিবাহ ক'র্‌ব?

মন্। নিশ্চয়! আমার আদেশ।

ফেরান। আমি বিবাহ ক'র্‌তে চাইলে, সে বালিকা বিবাহ ক'র্‌বে কেন?

মন্। রাজ্য যৌতুক দেব। তাতেও না সম্মত হয়, আমার সাম্রাজ্য।

ফেরান। তাতেও যদি না হয়?

মন্। তা'হলে দরবেশ সেজে মাথা মুড়িয়ে দুনিয়া পরিভ্রমণ কর। মূর্খ নীরস ইস্পানী! রমণী-হৃদয় অধিকারে এতটুকু পর্য্যন্ত সাহস নাই!

ফেরান। আর আপনি?

মন্। আমি সেই রমণীর অনুসরণ ক'র্‌ব।

ফেরান। সমস্ত ভালবাসা যাকে ঢেলে নিশ্চিন্ত হ'য়েছেন, একি সেই?

মন্। মনে হচ্ছে সেই। কিন্তু সে এখানে কেমন ক'রে আ'স্‌বে? ফেরান, যার অন্বেষণে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পরিভ্রমণ ক'রেছি—রাজ্যের কোন নিভৃত স্থানে লুকিয়ে রেখেছে মনে ক'রে, একটি একটি ক'রে শত রাজ্য জয় ক'রেছি, সহস্র সহস্র নগর, লক্ষ লক্ষ গ্রাম ভগ্ন, দগ্ধ, বিধ্বস্ত ক'রে প্রকৃতির চক্ষে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছি, সেই—সেই—আল্-মন্সুরের শুভ্র যশের সচল সমাধি রাজধানীর এত নিকটে?

ফেরান। সে যদি না হয়?

মন্। তাহ'লে তাকেও এক রাজ্য দেব। তার প্রিয়ের সঙ্গে সে সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করুক। তার আকর্ষণেরও ত মূল্য আছে?

ফেরান। যদি হয়?

মন্। ফেরান। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমি বুঝ্‌তে পারিনি মনে ক'র না।

ফেরান। আপনি বিশ্বজয়ী সম্রাট্, আপনি তুচ্ছ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পা'র্‌বেন না?

মন্। এ বিষয়ে আমি অনেক দিন চিন্তা ক'রেছিলুম। প্রথমে মনে ক'রেছিলুম, সে যদি আমার না হয়, তাকে হত্যা ক'র্‌ব। আমার বাঞ্ছিতা আবার অন্য কার ভোগ্যা হবে! তার পর ভেবেছিলুম আত্ম-হত্যা ক'র্‌ব। একটা তুচ্ছ রমণীর হৃদয়াকর্ষণ ক'র্‌তে যদি একান্তই অপারগ হই, তাহ'লে সমস্ত দুনিয়ার মালিক হ'য়েও আমার জীবনের কোনও মূল্য নেই। সর্ব্বশেষে স্থির ক'রেছি, যে ভাগ্যবান্ তার হৃদয়াকর্ষণ ক'রেছে, আমার বিশ্ব তার পাদমূলে অঞ্জলি প্রদান ক'রে, কোন চিরতুষার-সেবিত শৈলশিখরে, প্রকৃতির নির্ম্মম কঠোরতায় আত্মসমর্পণ ক'রে দুনিয়াবাসীর দৃষ্টির অন্তরালে শেষ জীবন যাপন ক'র্‌ব। আমি উপার্জ্জক—সে ভোগাধিকারী।

ফেরান। না সম্রাট্, আপনাকে তা ক'র্‌তে হবে না। বিশ্বজয়ী বীর! আত্মমর্য্যাদায় হতাশ হবেন না। যদি মানবত্বে আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তা'হলে আমার স্থির ধারণা সে কোহিনুর আপনারই জন্য ধরণীতে প্রেরিত হ'য়েছে। অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আকাশে বিদ্যমান থাক্‌তেও কমলিনী এক সূর্য্য ভিন্ন আর কারও কাছে হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত করে না। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।

মন্। নিশ্চিত হ'ব! নিশ্চিন্ত নহি কি ফেরান! গুপ্তঘাতক-কুলের বস্ত্রাভ্যন্তর-নিহিত অস্ত্রারণ্য মাঝে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিচরণ করি। জগদ্ব্যাপী অপযশের তীব্র কোলাহলে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যাই। নরকের ভীমাগ্নি কল্পনার বিভীষিকায় সহস্র লোল রসনায় আমার এই দেহ স্পর্শ ক'রেও আমার নিশ্চিন্ততাকে উত্ত্যক্ত ক'র্‌তে পারেনি। যার জন্য আমার এই নিশ্চিন্ততা, আমার সেই প্রিয়তমা মিরিবামের গ্রীকরাজ-দুহিতা মিডিয়া, একবার মাত্র আমার দৃষ্টিপথে প'ড়ে আজও পর্য্যন্ত অজ্ঞাত পরিচয়ে দুনিয়ার

কোন্ সীমান্তে অবস্থান ক'র্‌ছে। একবার চিন্তা—উঃ! কি বিষমচিন্তা!—সহস্র ঝটিকার প্রহারে হৃদয়টাকে আলোড়িত ক'রেছিল—তারপর—স্থির। শান্ত প্রকৃতির পুনরাবর্ত্তনে নিশ্চল সমীর-সেবী কৌমুদী-বিলাসী প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় অতি স্থির জীবন নিয়ে নিরাশার নিশ্চিন্ততায় দরিদ্র আল্-মন্‌সুর ধরণীতে বিচরণ ক'র্‌ছে। স্বপ্ন-সলিলোত্থিত বিম্বের মত প্রিয়তমার ছায়ামূর্ত্তি গত রজনীতে আর একবার আমাকে ব্যাকুল ক'রেছিল; কিন্তু ফেরান আমি ত তার শাস্তি দিয়েছি!

ফেরান। সম্রাট্! আমি অজ্ঞ অন্ধ। আমি আপনাকে দেখেও দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তবে এক অনুরোধ—আপনি সে সুন্দরীর আশা পরিত্যাগ করুন।

মন্। পরিত্যাগ ত ক'রেছি।

ফেরান। তার দেখার আশা পরিত্যাগ ক'রেছেন, তার আশা ত্যাগ করেন নি। দেখ্‌তে পেলে, তদ্দণ্ডেই তাকে পাবার লোভ বেড়ে উঠবে।

মন। সম্ভব

ফেরান। কিন্তু তাকে পাবেন না। পেতে গেলে অপদস্থ হবেন।

মন্। অপদস্থ হব!

ফেরান। দোহাই রাজা, তার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হ'ন।

মন্। (ক্রোধভরে) কেন?

ফেরান। আমি এক মহাপুরুষের কথা আপনাকে ব'ল্‌ব ব'লেছিলুম!

মন্। ব'লেছিলে।

ফেরান! তিনিই মিডিয়ার পিতা ইজিয়াস। তিনি আপনা হ'তে অধিক-তর শক্তিমান্।

মন্‌। চুপরও মূর্খ, আমি তার রাজ্য কেড়ে নিয়েছি।

ফেরান। তিনি দয়া ক'রে আপনাকে রাজ্য ভিক্ষা দিয়ে গেছেন।

মন্‌। তৃতীয়বার একথা ব'ল্‌লে, তোমার শিরশ্ছেদ ক'র্‌ব।

ফেরান। আমি দেখেছি।

মন্‌। কি দেখেছ?

ফেরান। তার শক্তি—যে দিন আপনার রণতরী মিরিবামের বন্দরে উপস্থিত হয়, সেদিন আমি তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলুম। আপনার নৌ-বহর দেখে, তিনি একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে, আমাকে ব'লে-ছিলেন—"ফেরান! আমি বৈরাগ্য গ্রহণ ক'র্‌ব।" আমি শুনে বিস্মিত হ'য়ে ব'ল্‌লুম—"সেকি! শত্রুকে বাধা দেবেন না?" তিনি ব'ল্‌লেন—"মৃত্তিকা-লোভী বালকের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, আমি আমার বিদ্যার অমর্য্যাদা ক'র্‌ব না।" এই ব'লে তিনি আমাকে কতকগুলো আয়না দেখালেন। দেখিয়ে ব'ল্‌লেন—এই আয়না গুলো সাজিয়ে তাতে সূর্য্যকিরণ ঘনীভূত ক'রে এখনি অতিদূর থেকে আল্‌-মন্‌-সুরের সমস্ত জাহাজ ভস্মীভূত ক'রে ফেল্‌তে পারি।" কিন্তু ক'র্‌ব না—আমার দিজ্ঞানালোচনার সুযোগে ওমরাও বিদ্রোহী হ'য়েছে, প্রজা পাপী হ'য়েছে। আমি বৈরাগ্য গ্রহণ ক'র্‌ব।

মন্‌। প্রলাপী! আমার সুমুখ থেকে চ'লে যাও।

ফেরান। আমিও তার কথা প্রলাপ ব'লে বোধ ক'রেছিলুম! কিন্তু জাঁহাপনা আপনার কি স্মরণ নাই যে, আপনার বহরের একটি ক্ষুদ্র লোকশূন্য তরী বিনা অগ্নি-সংযোগে সহসা প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠেছিল?

মন্‌। মনে প'ড়েছে,—আমরা কেউ তার কারণ নির্ণয় ক'র্‌তে পারিনি।

ফেরান। মহাত্মা ইজিয়াস সূর্য্যের কিরণে তা দগ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন।

দগ্ধ ক'র্তে ক'র্তে ব'লেছিলেন, "গ্রীক জ্ঞানী আর্কিমিডিস্ এক দিন এই যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুর রণতরী দগ্ধ ক'রেছিলেন।"

মন্। তিনি আমার রণতরী দগ্ধ ক'র্লেন না কেন?

ফেরান। কারণ ত ব'ল্লুম—অন্য কারণ আমি জানি না। আমার মনে হয় দয়া—করুণার আধার বৃথা প্রাণি-হত্যা ক'র্তে অশক্ত হ'য়ে, বিনা যুদ্ধে আপনাকে মিরিবাম দিয়ে চ'লে গেছেন।

মন্। তা হ'তে পারে। তথাপি সে কাপুরুষ। আমি যদি তার সহরের আবালবৃদ্ধ বনিতাকে ছোরার মুখে তুলে দিতুম?

ফেরান। কই আপনি ত দেন নি? আপনি দুনিয়ার অনেক সহর ধ্বংস ক'রেছেন; কিন্তু মিরিবামের একটি প্রাণীর কেশাগ্রও স্পর্শ করেন নি।

মন্। ফেরান, ভাই—সে যে মিডিয়ার সহর—আমার পুণ্য তীর্থ।

ফেরান। তাহ'লে সে শক্তিমান্‌কে এইখান থেকে সেলাম ক'রে, তার কন্যা প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করুন।

মন্। তুমি মিডিয়াকে দেখনি?

ফেরান। আমি কেন, আপনি ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ তাকে দেখেনি। বালিকা আজন্ম অন্তঃপুরে পালিত হয়েছে।

মন্। তথাপি তার আশা আমি পরিত্যাগ ক'র্ব না।

ফেরান। তার ওপর আজ আবার আর এক বিচিত্র ব্যাপার দেখেছি।

মন্। আবার কি?

ফেরান। এক বিচিত্র পুরুষ—

মন্। সে বুঝি ইজিয়াসের চেয়েও শক্তিমান্?

ফেরান। দোহাই প্রভু অবিশ্বাস ক'র্বেননা। সে আকাশ থেকে বিজলী টেনে দণ্ডের ভিতর পূরে রাখে। সে মিডিয়ার রক্ষক।

মন্। মিডিয়ার সৃষ্টিকর্ত্তা যদি তার রক্ষাকল্পে প্রহরীর কার্য্য করে, তথাপি তার আশা পরিত্যাগ ক'র্‌ব না।

ফেরান। আমার বক্তব্য আমি ব'ল্‌লুম, আপনার কর্ত্তব্য আপনি করুন।

মন্। ভালবাসুক আর না বাসুক, তুমি সেই কৃষক-কন্যাকে বিবাহ ক'র্‌বার জন্য প্রস্তুত থাক। (লুনার প্রবেশ।) লুনা! দেখ মা, তোমাকে আমি কিছু উপহার দেব, নেবে?

ফেরান। না লুনা, নিয়োনা। অতি অকিঞ্চিৎকর দান—অতি তুচ্ছ—মূল্যহীন—তুমি যা রাজাকে দিয়েছ, রাজা নিজে ব'লেছেন তার বিনিময়ের বস্তু নেই।

লুনা। আমি কি দিয়েছি, আমিত কিছু দিই নি! সত্যি সত্যি আমিত কিছু দিই নি রাজা! ওষুধ দিয়েছে ওই ছুঁড়ী, আহার দিয়েছে ওই ছুঁড়ী, ঘরটি কেবল দাদার—আমরা অতি গরীব—ওরূপ আহার কখন চক্ষে দেখিনি।

মন্। তা হ'ক, তুমি উপহার গ্রহণ কর। বল, যা দেব—বিনা বিচারে গ্রহণ ক'র্‌বে?

ফেরান। তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ—আমি জানি লুনা, মূল্যহীন।

লুনা। তোমরা দেবে, দয়া ক'রে দেবে—গরীব লুনার কাছে তা তুচ্ছ হবে কেন! তবে আমি নিতে পা'র্‌ব না।

মন্। না লুনা, দয়া ক'রে দিচ্ছিনা, তুচ্ছ ব'লে দিচ্ছিনা। তোমার প্রাপ্য—আমার ঋণ—আমার ভাণ্ডারে যা শ্রেষ্ঠ ব'লে বোধ ক'র্‌ছি, তাই দিচ্ছি।

লুনা। আমি নিতে পা'র্‌ব না। রাজা! আমার পিতামহ আছে।

মন্। কোথায় তোমার পিতামহ?

লুনা। তোমার দলবল গাঁয়ে আস্‌ছে শুনে, মেয়ে ছেলে সব ভিন গাঁয়ে পালিয়েছিল, দাদা তাদের আন্‌তে গেছে।

মন্। আমার দলবল ত গাঁ ছেড়ে যায়নি, তাহ'লে কি সাহসে তোমার দাদা তাদের ফিরিয়ে আনছে!

(নেপথ্যে কোলাহল)

লুনা। ঐ বুঝি দাদা আসছে—দাদা বক্‌সিস্ নিতে বলে, আহ্লাদের সঙ্গে নেব। যদি নিতে মানা করে, তা হ'লে নিতে পা'র্‌ব না। অপরাধ নিয়ো না রাজা!

মন্। শুনে সন্তুষ্ট হলুম লুনা। চল মা, তোমার পিতামহকে দেখে ধন্য হই। অপরাধ নেবার কোন কাজ করনি। বরং তোমাদের গ্রামে এসে অশান্তির কারণ হয়েছি ব'লে আমরাই তোমাদের কাছে অপরাধী।

(দৌলতীর প্রবেশ)

দৌলতী। ও লুনা—পালা। দানারা এক যোগে আমার ঘর চড়াও হ'য়েছে—আমাকে খুন ক'র্‌বে, তোকে লুটে নেবে—পালা।

লুনা। কি হবে মিয়া!

মন্। ভয় নেই বৃদ্ধা, কেউ তোমাদের কোন অনিষ্ট ক'র্‌বে না

দৌলতী। ঠিক?

মন্। নিশ্চয়—তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

দৌলতী। তা হ'লে কাঠ চেলাই?

ফেরান। নিশ্চিন্ত হয়ে—কাঠ চেলাও, গম ভাঙ্গ—ছোলা খাও।

দৌলতী। ওঃ! তোমরা বুঝি বড় দানা?

ফেরান। দানাকি,—ইনি বেদানা—আর আমি আখ্‌রোট।

দৌলতী। আখ্‌রোট বেদানা—ও লুনা—তা হ'লে তুই হবি কি!

লুনা। আমি তোর মতন পিণ্ডি খেজুর হব। যা, চলে যা।

দৌলতী। পিণ্ডি হবি কেন—দেদো গাছে ঝুল্‌বি, কলসীতে ফুল্‌বি? তাইত বলি, মিন্‌সেও স'রেছে, ঝড়ও উঠেছে—ফাঁক পেয়ে বেদানা আখ্‌রোট আমার ঘরে উড়ে প'ড়েছে—কিন্তু খায়কে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

এলাহী।

এলাহী। কেন এলোনা, কেন এলোনা—সারাদিন ভেবেছিলুম। কেন সে আ'স্‌বে, লুনা! তুনিয়ার মালিক তার কাছে আস্‌বে, হাঁটু গাড়্‌বে, হাত জোড় ক'র্‌বে, ভিক্ষা নেবে—সে গরীব চাষার আশ্রয় নিয়ে মান খোয়াবে কেন! এখন সে আশ্রয় নেবার ছল ক'রে আশ্রয় দিতে এসেছে। ওমরাওদের সঙ্গে লড়াই, তাতে আমাকে জয় দিয়ে চাষার প্রতিপত্তি বাড়িয়েছে। মিডিয়া, মিডিয়া, মা! এত ভালবাসা আমার জন্য প্রাণে রেখে পাঁচবৎসর বিদেশীর মত দূরে দূরে স'রে ছিলি!

(দৌলতীর প্রবেশ)

দৌলতী। তাইত গাঁয়ে ত লোক নেই, ঝড়ে ত গাছ নেই, চালেত খড় নেই—বুড়ো মড়ল সেই যে কাল বাড়ী ছেড়েছে, আজও পর্য্যন্ত দেখা নেই। বাড়ীতে তু'তুটো অতিথ, এদের দেখে কে!—এক লুনা কি তাদের যত্ন ক'র্‌তে পারে! গরীব চাষার ঘরে কখন অতিথ আস্‌েনি। যদিই এলো, যদিই বেরালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়্‌লো—তা ছাই তার সেবা হ'ল না! কোথায় গেল, এরকম ক'রে বাড়ী ছেড়ে ত সে থাকে না!

এলাহী। বস্, ভেবে দেখ্‌লুম—এখন থেকে ঘাড়ে বিষম ভার পড়েছে।

মিডিয়া আমার জানের সঙ্গে গেঁথে গেছে। নিজেকে বাঁচতে হ'লে মিডিয়ার জান দেখ্‌তে হবে। তার বাপ নেই, মা নেই, দুনিয়ায় কেউ নেই। দুনিয়ার রাণী হ'য়েও আমার কাছে মমতা ভিক্ষা ক'র্‌তে অঞ্জলি পেতেছে। আমি সে অঞ্জলি পূরেই মমতা দেব। মিডিয়াকে পেয়ে আজ আমি চাষা হ'য়েও রাজা।

দৌলতী। এই যে মোড়ল—মনে ক'র্‌তে ক'র্‌তেই এসেছে।

এলাহী। কি খবর?

দৌলতী। ঘরে দুই অতিথ এসেছে তাদের তত্ত্ব নে।

এলাহী। অতিথ!

দৌলতী। এক নয়, দুই! কা'ল রাত্তিরে—ঘুট্‌ঘুটে আঁধারে। লুনা তাদের কোথা থেকে কি এনে পরিচর্য্যা ক'রেছে। আমাকে যেতে নিষেধ ক'রেছে, আমি যাইনি। তুই যা, খবর নে—তীর বল্লম নিয়ে এক বার বনে যা—কিছু শীকার আন, পরিচর্য্যা কর্—

এলাহী। তা হ'লে তুই এক কাজ কর্—মিডিয়াকে আমার ঘরে নিয়ে আয়।

দৌলতী। মিডিয়া! সে কি আ'স্‌বে! এত কাল আসেনি—আজ আমি আ'ন্‌তে গেলে আ'স্‌বে!

এলাহী। আ'স্‌বে।

দৌলতী। সত্যি সত্যি সে আ'স্‌বে!

এলাহী। আলবৎ আ'স্‌বে—তুই আন্‌গে যা—আ'স্‌বে, তোর ঘর আলো ক'র্‌বে—আন্‌গে যা।

দৌলতী। যদি না আসে?

এলাহী। আ'স্‌বে—আ'স্‌বে—আ'স্‌বে।

দৌলতী। তুই জানিস্—আর মিডিয়া জানে। আ! আল্লা, নিজের

মেয়েছেলে হারিয়ে, পরের মেয়েতে টান! মিডিয়া আ'স্‌বে! মা নেই, বাপ নেই, বনে বনে ঘোরে, বনেই দিন কাটায়—বুনোমেয়ে ডা'ক্‌লে আসে না। আমরা বুড়োবুড়ী আড়াল থেকে আ'গ্‌লে আছি—সেই মিডিয়া আ'স্‌বে!

(বালিকাগণের প্রবেশ)

১ম বালিকা। মোড়ল আমরা এসেছি।

এলাহী। বেশ ক'রেছিস্—ঠিক সময়ে এসেছিস ভাই। যা তোরা এই বুড়ীর সঙ্গে গিয়ে মিডিয়াকে নিয়ে আয়।

সকলে। চল্ বুড়ী, জল্‌দি চল্।

গীত।

চাচী ছিল হেঁসেলে গালে পুরে পান।
চাচা ছিল গোয়ালে ঠোঁটে ভরা গান॥
শিকেয় ছিল ডিমের হাঁড়ি,
তলায় ছিল ভাতের কাঁড়ি,
আড়ায় বসে মেনি রাণী মিটির মিটির চান॥
ঝুপ্ করে এক শব্দ হ'ল,
ঐ গেল ঐ গেল গো ঐ গেল ঐ গেল—
ক'ত্তে তাড়া উঠলো ঝড়, হেঁসেল করে মড় মড়,
চাচীর কল্‌জে ধড় ফড়, নদীই এল বান॥
আঁধার এল ঘুট্ ঘুট্, চাচা দিলে ছুট্
ডিম পড়ে সব গড়িয়ে গেল, যেন মাণিক পীরের লুট
মনের দুঃখে তখন চাচী, বলে বাঁচি আর না বাঁচি
গণ্ডা গণ্ডা আণ্ডা খাব যায় যাবে মোর প্রাণ॥
ফিরে গেলেন ঝড়ের গোঁ (ভোজন দেখে)
ঘরে এলেন চাচার পো,
মলে গেল চাচা চাচী ফুরিয়ে গেল গান॥

এলাহী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

এলাহী। তাইত অতিথ এল—এও আমার ভাগ্যে হ’ল! এরা সেই দানাদের সঙ্গী নয়ত—খেয়েদেয়ে লুনাকে লুটে নিয়ে যাবে নাত! দুর্‌ছাই—কু ভাবি কেন? অতিথ—অতিথ। আমি, গৃহস্থ—অতিথ সেবা আমার ধর্ম্ম—সে চোর হ’ক, ডাকাত হ’ক, দানা হ’ক যতক্ষণ ঘরে আছে, ততক্ষণ অতিথ—ততক্ষণ সেবা। লুনা!

(লুনা, মন্‌সুর ও ফেরানের প্রবেশ)।

লুনা। এই আমার দাদা।

মন্। মিয়া সাহেব, কা’ল জল ঝড়ে বিপন্ন হ’য়ে তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলুম। তোমার পৌত্রী আমাদের যথেষ্ট সমাদর ক’রেছে। আমরা ধন্য হ’য়েছি।

এলাহী। এস মিয়া এস—যদি মেহেরবাণী ক’রে এসেছ, তা হ’লে দুদিন অপেক্ষা কর। লুনা শিগ্‌গির আমার বল্লমটা দে। একটা শীকার ক’রে নিয়ে আসি।

মন্। আজ আর নয় বৃদ্ধ। যদি বাঁচি, তাহ’লে আর এক দিন। আজ আমরা বিদায় গ্রহণ ক’র্‌ব।

এলাহী। সেকি—বিনা সেবায় চ’লে যাবে!

মন্। সেবা! যা পেয়েছি তা জীবনে ভুল্‌ব না। যদি তোমার এই পৌত্রীর সেবা না পেতুম, তা হ’লে কা’ল আমাদের জীবন থাকৃত না।

এলাহী। তাইত এটা কি রকম হ’ল!

মন্। কিছু চিন্তা ক’রনা বৃদ্ধ, আমরা প্রতিশ্রুত হ’চ্ছি—এক দিন সুস্থচিত্তে তোমার কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ ক’র্‌ব। হাঁ—লুনা, সে কথাটা তোমার দাদাকে বল!

লুনা। দাদা, এরা যাবার সময় আমাদের কিছু বক্‌সিস্ দিতে চাচ্ছে।

এলাহী। বক্‌সিস্—কি ক'রেছিস্ তা বক্‌সিস্ ?

মন্। যা ক'রেছে, তার তুলনা নাই।

এলাহী। তা হ'ক—বক্‌সিস্ কি !

মন্। পুরস্কার নয়—উপহার।

এলাহী। ও একই কথা—না !

মন্। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন।

এলাহী। না। বক্‌সিস্! তুমি কি চাষা মনে ক'রে আমাকে এত হীন ঠাওরেছ ?

মন্। না বৃদ্ধ, তা ঠাওরাইনি।

এলাহী। বক্‌সিস্! বক্‌সিস্ তুমি চাও, দিতে পারি।

মন্। বেশ, আমি চাইলে দিতে পার ?

এলাহী। বেয়াদব ওমরাও, গরীব মনে ক'রে তুমি আমাকে অপমান ক'র্‌তে এসেছ ? বক্‌সিস্ তোকে কি—আমি তোদের রাজাকে বক্‌সিস্ দিতে পারি।

মন্। রাজার সুমুখে এ কথা ব'ল্‌তে পার কৃষক ?

লুনা। হাঁ—হাঁ—দাদা—দাদা !—

মন্। জল্‌দি বল, রাজার সুমুখে একথা ব'ল্‌তে পার !

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। বল পারি।

ফেরান। (স্বগতঃ) ইয়া আল্লা ! একি ! এই মিডিয়া ! এই মিডিয়া—বা—বা ! ভুবনেশ্বরীর রূপ মোহ—আর ভুবনেশ্বরের দম্ভ—পরস্পরে যদ্ধার্থে সম্মুখীন হ'য়েছে। এ কি দৃশ্য ! ধন্য আমি, এ দৃশ্য দেখ্‌তে আমি দাঁড়িয়ে আছি—বেঁচে আছি, জ্ঞানে আছি !

মন্। (স্বগতঃ) হৃদয়ের উত্তাপ—আর মর্য্যাদার অভিশাপ—প্রাধান্য—

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। যাও হৃদয়! কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রিত হও! জাগো দম্ভ! জাগো তেজ! বিশ্ববিজয়ীর অন্তরে স্থান পেয়ে নিভে যেয়োনা। (প্রকাশ্যে) বিশ্বাস ক'র্‌ব কেমন ক'রে সুন্দরি! তুমি যদি আমার অনুপস্থিতির অবকাশে পালিয়ে যাও।

মিডিয়া। বিশ্ববিজয়ী আল্-মন্‌সুরের ক্ষুদ্র সহচরগণেরও এক একজন দিগ্‌বিজয়ী বীর। আমি তাই মনে করি,—আপনি কি তাদের ক্ষুদ্র মনে করেন?

মন্। না।

মিডিয়া। তাহলে বীর, সর্ব্বাগ্রে আপনার যোগ্য পুরস্কার নিন্। তাহ'লেই আপনার বিশ্বাস হবে।

মন্। বেশ দাও।

(মিডিয়ার ইঙ্গিতধ্বনি। গ্রাম্য বালিকাগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বুলবন্, মাবুব ও অন্যান্য ওমরাওগণ প্রবেশ করিল।)

মন্। একি!

মাবুব। জাঁ—জাঁ—

মন্। চোপ্‌রও উল্লুক।

ফেরান। চোপরও বন্ধু—ওদের উল্লুক ব'ল্‌তে একমাত্র আমার অধিকার। কেননা আমিই জাঁহাপনার প্রধান সঙ্গী। তুমি আমার তাঁবে। (মাবুবের প্রতি) জাঁ—জাঁ—জাঁ—জান দিলেনা কেন। জাঁহাপনা যদি শোনেন, তাহ'লে তোমাদের সঙ্গে আমাদের দুজনেরও যে গর্দ্দান যাবে।

মিডিয়া। বীরবর। এঁরাই সম্রাট্ আল্-মন্‌সুরের রাজ্যের স্তম্ভ। আমাকে অবলা মনে ক'রে, ফাঁকি দিয়ে লুটে নিতে এসেছিলেন। যিনি দম্ভে লাফিয়েছিলেন, তিনি আজ খঞ্জ! যিনি আমার কেশাকর্ষণে হাত

বাড়িয়েছিলেন, তিনি এই স্তম্ভিত-বাহু। যিনি জিহ্বা বাহির ক'রেছেন, তাঁর রসনা আর মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করেনি। যিনি মুখভঙ্গী ক'রেছেন, তাঁর মুখ আর ভঙ্গী ছাড়েনি—এইরূপ অপরাধের তারতম্যে সকলেরই অল্প বিস্তর অঙ্গহানি হ'য়েছে।

মন্। যথেষ্ট পুরস্কার—এ পুরস্কার, সুন্দরি, আমি বহুমানে গ্রহণ ক'র্লুম।

মিডিয়া। সন্তুষ্ট হলুম—তবে এ হতভাগ্যদের এই প্রথম অপরাধ। আর এই দুর্ভর পুরস্কার বহন ক'রে নিয়ে যেতে অক্ষত শরীরে সবে মাত্র দুই জন। সুতরাং এবারে এদের ক্ষমা ক'র্লুম। কাপুরুষ! হও তোমরা মুক্ত হও। কিন্তু মুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখ, যেখানে পর-পীড়িত দুর্ব্বল, তারই পশ্চাতে বিশ্বেশ্বরের দানবধ্বংসী শূল অবস্থান করে। যাও মুক্ত হও। কিন্তু নির্ব্বোধসকল শোন। যতদিন পর্য্যন্ত তোমরা চরিত্র ও চিত্ত সংশোধন ক'র্তে না পা'র্বে, ততদিন পর্যান্ত তোমাদের জড়ত্ব সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে না।

মন্। বৃথা মুক্তি দিলে সুন্দরি! সম্রাটের কাছে হতভাগ্যদের পরাজয় আমাকে জ্ঞাপন ক'র্তেই হবে। ওরা ত প্রাণে বাঁ'চ্বেনা।

মিডিয়া। বেশ; সেই সঙ্গে এই কথাও তাকে জ্ঞাপন ক'র্বেন। আগে সম্রাট্ আমার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে যেন এ পাপিষ্ঠদের শাস্তি দেন—নইলে তাঁর গৌরবের প্রতিষ্ঠা হবে না। আর দুর্ব্বৃত্তের অধিপতি জীবিত থাক্‌তে তার পার্ষদের বিনাশে জগতের কিছুমাত্র ভার লাঘব হবে না।

মন্। বেশ, একথাও তাঁকে ব'ল্‌ব।

মিডিয়া। যাও, এলাহী, এদের গ্রামের বাইরে পথ দেখিয়ে দাও।

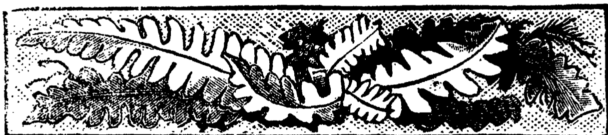
(মনস্থরের প্রস্থান)

গীত।

বালিকাগণের—

বনে কেন লুকিয়ে ছিলি ভুল ক'রে কি সাধ ক'রে।
এখন কেন ঘরে এলি সাধ ক'রে কি ভুল ক'রে॥
এ চোক দিয়ে দেখবো কি তোর চন্দ্র বদন খানি।
এ হাত দিয়ে ফুলের অঙ্গ ছোঁব কি ছোঁব কি রাণী।
বলে'দে ব'লেদে বল্ গো।
কেন ক'রেছিলি ছল্ গো
যদি এলি ঘরে চল্ গো বুকে বেঁধে রেখে দেখি তোরে।
বুক ভ'রে কি চোখ ভ'রে।





তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

উজীর।

উজীর। কিছুতেই মনের সন্দেহ যাচ্চে না। কিছুতেই মনকে বোঝাতে পার্‌ছি না যে, সম্রাট্ প্রাণে বেঁচে আছেন। অনুসন্ধানে সকল দিকেই চর পাঠালুম্। সকলেই প্রায় ফিরে এল! একজনও সম্রাটের সংবাদ আন্‌তে পার্‌লে না! বাকী আছে একজন, সে ফিরে এলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। যথেচ্ছাচারিতায় সম্রাট ছুনিয়াকে শত্রু ক'রেছেন। কোথায় কোন গুপ্ত ঘাতক পথের পার্শ্বে লুকিয়েছিল, তার ঠিক কি! যে সমস্ত দুর্ব্বৃত্ত সহচরের বন্ধুত্বে বিশ্বাস ক'রে, জাঁহাপনা নিশ্চিন্ত ছিলেন, হয়ত তাদেরই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাঁর প্রাণ সংহার ক'রেছে। কিন্তু অতগুলো ওমরাও সঙ্গে গেল, তাদেরই বা কি হ'ল—তাদের মধ্যে একজনও ত ফিরে আস্‌তে পা'র্‌ত! বিষম সমস্যা—বিষম চিন্তা! সম্রাট্ নেই মনে ক'রে যে, রাজ্য সম্বন্ধে

একটা ব্যবস্থা ক'র্‌ব, তারও উপায় নেই। অথচ রাজা নেই, প্রজা ঘুণাক্ষরে যদি একথা জান্‌তে পারে, তাহ'লে এক মুহূর্ত্তে দেশমধ্যে যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হবে, রক্তের সাগর ঢা'ল্‌লেও তা নির্ব্বাপিত হয় কিনা সন্দেহ।

(মন্‌সুরের প্রবেশ।)

মন্‌। উজীর সাহেব!

উজীর। এই যে—ব্যাপার কি জাঁহাপনা?

মন্‌। আর আমি জাঁহাপনা নই—বিশ্ব-বিজয়ীর দম্ভ আমি আজ কৃষ্ণ-সাগর তীরের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে সমাধিস্থ ক'রে এসেছি।

উজীর। বলেন কি?

মন্‌। ওইত তার সাক্ষী দেখ্‌লেন! আমার পক্ষাঘাতগ্রস্ত সহচরেরা ত আপনার কাছে আমার পরাজয়-বার্ত্তা ঘোষণা ক'রে গেল!

উজীর। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত এরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিনি। কিন্তু প্রভু, ভৃত্যকে ক্ষমা করুন, তা'তে আমার দুঃখ না হ'য়ে উল্লাস হ'চ্ছে। যদিই এই সকল আবর্জ্জনাময় পরিচ্ছদ সম্রাট আল্‌মন্‌সুরের অঙ্গ থেকে অপসৃত হয়, তাহ'লে মেঘমুক্ত প্রভাকরকে দেখে দুনিয়াবাসী আবার সুখী হবে। প্রারম্ভে আপনি প্রজার চক্ষে যে অপূর্ব্ব মনোহর মূর্ত্তি ধ'রেছিলেন, সম্রাট্ আল্‌মন্‌সুর, প্রজা আজও তা বিস্মৃত হয় নি। সেই সকল হতভাগ্যদের মধ্যে এ গোলামও একজন। সেইরূপ আবার দে'খ্‌বার প্রত্যাশায়, শত অপমান স'য়েও এ বৃদ্ধ সম্রাটের গোলামী ক'র্‌চে। মিরিবামের ক্ষুদ্র গ্রীক্‌রাজ্য ধ্বংসের পর আপনার এই দশা। এক আল্‌-মন্‌সুর গেলেন, আর এক আল্‌-মন্‌সুর ফিরে এলেন।

মন্‌। আর আমি আল্‌-মন্‌সুর নই।

উজীর। সে কথা জীবন থা'কৃতে ব'ল্‌তে পা'র্‌ব না।

মন্‌। তাহ'লে আমারই সঙ্গে জীবন বিসর্জ্জন দিন। আমি আমার ভৃত্যসকলের সহচর হ'য়ে বেঁচে এসেছি। আল্‌মন্‌সুর এ পরিচয় দিলে আমি প্রাণ নিয়ে ফিরে আ'স্‌তে পা'র্‌তুম না।

উজীর। এ আপনি কি ব'ল্‌ছেন!

মন্‌। আমি কিছু অতিরিক্ত ব'লিনি। এখন আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব! বিষম সমস্যায় বিজ্ঞ উজীরের পরামর্শ।

উজীর। আমার?

মন্‌। আপনার। এতকাল নিইনি ব'লে আপনার মনঃক্ষোভ হ'তে পারে। আল্‌মন্‌সুরের দম্ভ—যতকাল সে প্রয়োজন বোধ না করে, ততকাল সে কারও কাছে কোন পরামর্শ গ্রহণ করে নি। কিন্তু আল্‌মন্‌সুরের বুদ্ধি—সে আপনাকে পরিত্যাগ করেনি—আপনার অমর্য্যাদা করেনি।

উজীর। সেই জন্যই গোলাম শত চেষ্টাতেও আপনার সঙ্গ ছা'ড়্‌তে পারেনি।

মন্‌। সম্রাট্ জা'ন্‌তো একদিন না একদিন আপনার পরামর্শের প্রয়োজন হবে। আর যখন প্রয়োজন হবে, তখন এই বৃদ্ধ উজীর ভিন্ন আর কেউ সে পরামর্শ দিতে পা'র্‌বে না।

উজীর। বৃদ্ধের অযথা সুখ্যাতি ক'র্‌বেন না প্রভু! পরামর্শ নিতে চাইতেন না ব'লে মনে এতদিন অভিমান ছিল, আজ ভয় হ'চ্ছে। মনে হ'চ্ছে আপনাকে বুদ্ধি দেয়, এমন বুদ্ধিমান্ দুনিয়ায় নেই।

মন্‌। আছেন, আমার উজীর। আমি চাটুকার নই।

উজীর। কি হ'য়েছে গোলামকে বলুন।

মন্‌। মিরিবাম জয়ের অভিলাষে নগরের আভ্যন্তরিক অবস্থা জা'ন্‌বার

জন্য একদিন আমি তার প্রাসাদ-সন্নিহিত-প্রান্তরে ছদ্মবেশে বিচরণ ক'র্‌ছিলুম। সেই সময় প্রাসাদের শিরে এক সুন্দরী আমার নয়ন পথে পতিত হয়। তাকে সেই একবার মাত্র দেখেছিলুম,—

উজীর। প্রভু! ওরূপ ভাবে ব'ল্‌লে, সম্বৎসরেও আপনার বলা শেষ হবে না। আমি ব'ল্‌ছি শুনুন—

মন্‌। আমার মনের কথা আপনি কি ক'রে ব'ল্‌বেঁন?

উজীর। আমার যতটুকু বুদ্ধি, তাই অবলম্বন ক'রে অনুমানে ব'ল্‌ব, যেখানে ভুল হবে আপনি সংশোধন ক'রে দেবেন।

মন্‌। বলুন।

উজীর। মিরিবামের প্রাসাদের শিরে আপনি একটি রমণী দেখেছিলেন। দেখেছেন একবার—দেখেই মুগ্ধ হ'য়েছেন—পাবার জন্য রাজ্য আক্রমণ ক'রেছেন—রাজ্য পেয়েছেন, কিন্তু তাকে পান্‌নি।

মন্‌। না। প্রাসাদ অধিকার ক'রে দেখি প্রাসাদ জনশূন্য।

উজীর। শেষে তার অন্বেষণে দুনিয়া পরিভ্রমণ করেছেন। দুনিয়া পেরেছেন, তবু তাকে পান্‌নি। অনেক দেশ থেকে অনেক সুন্দরী আপনার প্রাসাদে আনিয়েছেন, যদি তার ভিতরে আপনার আকাঙ্ক্ষিতের মুখ দেখ্‌তে পান। একটিকে দেখ্‌বার জন্য অনেক দেখেছেন—দুনিয়াবাসীর বিরাগ-ভাজন হ'য়েছেন—তারা জেনেছে যে আপনার মত চরিত্রহীন সম্রাট আর নেই—এ দুর্নাম একের লোভে আপনি সহ্য ক'রেছেন।

মন্‌। উজীর সাহেব!

উজীর। সম্রাট! আপনার উজীর পর্য্যন্ত প্রতারিত হ'য়েছে। আপনি তাকে পর্য্যন্ত আপনার অবস্থা বুঝ্‌তে দেননি। যার জন্য এত ক'রেছেন, এতকাল পরে তাকে পেয়েছেন।

মন্। পেয়েছি?

উজীর। পেয়ে উল্লাসে আত্মহারা হ'য়ে বালকের ন্যায় আপনি আমার কাছে সেই আনন্দ সংবাদ শোনাতে এসেছেন।

মন্। একি উজীর, আপনি আমাকে রহস্য ক'র্‌ছেন?

উজীর। প্রভুর সঙ্গে গোলাম রহস্য ক'র্‌বে!

মন্। তবে পেয়েছি ব'ল্‌ছেন কেন? বরং পাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। পেতে গিয়ে আমার সমস্ত সহচর জীবনের মত অকর্ম্মণ্য হ'য়ে এসেছে।

উজীর। কই, আপনি ত হন্‌নি। আপনি ত বেশ অক্ষত-শরীরে ফিরে এসেছেন।

মন্। আমিও তাকে ধ'র্‌তে গেলে ওই অবস্থাপন্ন হতুম। সে বাঘিনী আল্-মনস্থরের রক্ত-পিপাসিনী—পাবার নয়।

উজীর। আপনি কি সহচরদের দুর্দ্দশা দেখে ভয়ে তাকে ধ'র্‌তে ক্ষান্ত হ'য়েছেন।

মন্। তা হইনি—তবে তাকে ধ'র্‌বার অবকাশ পাইনি। কেমন ক'রে তাকে ধ'র্‌ব, সেই পরামর্শ জান্‌তেই আপনার কাছে এসেছি।

উজীর। 'তাকে আপনি দেখেছেন!

মন্। দেখেছি। শুধু দেখেছি কেন—কথা কয়েছি। বাঘিনী সদন্তে অল্‌মনস্থরকে সমরে আহ্বান ক'রেছে।

উজীর। আল্-ন্স্থরকে ক'রেছে, কিন্তু তার সহচর আপনাকেত করেনি।

মন্। সমরের অযোগ্য—তুচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে করেনি।

উজীর। প্রেমাস্পদ ব'লে করেনি।

মন্। (হাস্য) আপনি ক্ষিপ্ত হ'য়েছেন।

উজীর। তা হ'লে আমাকে পদচ্যুত করুন।

মন্। প্রেমাস্পদ! আমি!

উজীর। আপনি—দ্বিতীয় ব্যক্তি নয়।

মন্। (স্বগতঃ) তাইত উজীর বলে কি?

উজীর। ভাবছেন কি—আপনি তাকে দেখেছেন, আর সেকি আপনাকে দেখেনি!

মন্। (স্বগতঃ) তাইত! তাই কি প্রথম দর্শনে আমাকে দেখে সে দীপ নির্ব্বাপিত ক'রে পালিয়েছিল!

উজীর। এখনও কি আমাকে ক্ষিপ্ত ব'লে বোধ হ'চ্ছে!

মন্। উজীর, কেমন ক'রে তাকে পাব?

উজীর। তার বল কি?

মন্। কি জানি কি বল—ফেরান বলে বিজ্ঞান বল। অবলা একটি ক্ষুদ্র দণ্ডের সাহায্যে এই সমস্ত বীর গুলোকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বালকের মত শক্তিহীন ক'রে ফে'ল্‌লে। প্রথমে তাদের যা দুর্দ্দশা ক'রেছিল, তা আপনি দেখেননি। কি জানি সহসা তার কেন দয়া হ'ল, তার দণ্ডস্পর্শে আবার তারা পূর্ব্বাবস্থা কতক ফিরে পেয়েছে।

উজীর। দয়া নয় জাঁহাপনা—প্রেম। আপনিও যেমন তাকে দেখে পুনর্দ্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছেন। সেও সেইরূপ আপনাকে দেখেছে—দেখে পুনর্দ্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছে।

মন্। তাকে কেমন ক'রে পাব উজীর! যদিও সে আমাকে দেখে থাকে, কিন্তু সে আমাকে জানে না। আমাকে ভাল বাস্‌লে আল্‌-মন্‌স্থরের তাতে লাভ কি! সে আল্‌মন্‌স্থরের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তাকে যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ক'রেছে।

উজীর। আপনি আল্‌মনস্থরের যোগ্য সহচর—আপনি যুদ্ধ দিন—স্থন্দরীকে জয় ক'রে সম্রাট্‌কে উপহার প্রদান করুন।

মন্‌। তাহ'লে সৈন্য সামন্ত নিয়ে স্থন্দরীকে বন্দিনী ক'র্‌তে যাবনা?

উজীর। স্বপ্নেও ওকথা মনে আন্‌বেন না। লোক নেবেন না, অস্ত্র হাতে ক'র্‌বেন না। সম্রাট্‌! অস্ত্রের জয় আপনার সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে—প্রেমের জয় অবশিষ্ট আছে।

মন্‌। উজীর, আমার মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

উজীর। খোদা চিরদিন আপনার মর্য্যাদা রেখে এসেছেন, আজও রা'খ্‌বেন—ভয় কি জাঁহাপনা!

মন্‌। মর্য্যাদা থাকৃবে—অবশ্য থাকৃবে—এখন সাহস হচ্ছে। কেননা মত্ততার অবস্থায় অনেক গর্হিত কার্য্য ক'রেছি; কিন্তু জ্ঞান-তরুর মূলোৎপাটন করিনি। আমি উজীরকে ধ'রে রেখেছি। উজীর সাহেব! এক দিকে সম্রাটের মর্য্যাদা—অপর দিকে তার প্রেম—এক দিকে দুনিয়া গ্রাসের দন্ত—অপর দিকে একের জন্য দুনিয়া বিলিয়ে দেবার প্রাণ—দুয়ে যুদ্ধ বেধেছে। আপনি এ দুয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করুন। সে যত বড় মায়াবিনীই হ'ক, এখনি শক্তির ফুৎকারে তার আশ্রয়-স্থানকে ধূলিকণার মত উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু তা দেব না—কেন দেবনা—সে প্রচণ্ড ফুৎকার আল্‌মনস্থরকে শুদ্ধ দুনিয়ার পারে উড়িয়ে দেবে। সচিবপ্রধান! পাবনা জেনে নিশ্চিন্ত হ'তে অভ্যাস ক'র্‌ছিলুম। একরূপ নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলুম। সহসা মধুরতাময় নিশ্চিন্ততা-মুখে তাকে দেখেছি—দেখে উন্মত্ত হ'য়েছি।

উজীর। জাঁহাপনা ভবিষ্যৎ নিশ্চিত জেনে নিশ্চিন্ত হ'ন। সম্পদের প্রারম্ভে তাকে পেয়ে পাছে কর্ম্মহীন অলসতায় আপনি আত্মসমর্পণ করেন, তাই রাণী তাঁর অন্বেষণে আপনাকে দিয়ে দুনিয়া জয় করিয়ে-

ছেন। দুনিয়া জয় হ'য়েছে, এবারে তার শাসনকর্ত্তাকে শাসন ক'র্‌তে জগদ্ধাত্রী-রূপিণী আমাদের গৃহে আগমন ক'র্‌ছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

আল্‌-মনসুর কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত কৃষকবালাগণ।

গীত।

আমরা সহুরে হয়েছি রাতারাতি।
সোণার খড়ে ছাইব কুঁড়ে আগোড়ে বাঁধবো হাতী॥
গোলাপ জলে রাঁধবো ভাত,
খস্‌ খসেতে ধোবো হাত,
হীরের ছা'য়ে মাজবো দাঁত, জ্বালাবো মালাই বাতি॥
চড়বো দুম্ব ভেড়ার জুড়ি,—হড়ঘড়ি,
গদীর ওপর বসে খাব একটী টাকার মুড়ী,
তুড়ি দিয়ে তুলবো হাই,
কথায় কথায় রেগে কাঁই,
আসবে, বসবে, তুষবে নবাব খাঞ্জাখানের নাতি।
থাকবে ঘেরে হাজার বাঁদী, ধরবে মাথায় ছাতি॥

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। এসো মা সরম ক'রনা। নিঃসঙ্কোচে তুমি এখানে প্রবেশ কর। ঠিক হ'য়েছে। খোদা, তোমার অপার মহিমা! ঘিশ্ববিজয়ী দাম্ভিক রাজার দর্প চূর্ণ ক'র্‌তে কতকগুলো চাষাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ক'রে পাঠিয়েছেন। এস মা, রাজা তোমাদের সকলকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

আল্‌মনস্থরের রত্নাগারের সম্মুখ

মনস্থর ও লুনা।

লুনা। রাজা, তোমার এত ঐশ্বর্য্য!

মন্। এ তোমারই মনে ক'রে প্রবেশ কর। ঐশ্বর্য্য! তুমি যে ঐশ্বর্য্য দেখ্‌তে জাননা লুনা! আমি যৎসামান্য জানি—তাতে এই বুঝেছি এত ধন রত্নে পূর্ণ হ'য়েও এই প্রাসাদ তোমার দাদার কুটীরের সমকক্ষ হ'তে পারেনি।

লুনা। ও তুমি কি ব'ল্‌ছ; আমি বুঝ্‌তে পা'র্‌ছিনা যে রাজা!

(উজীরের প্রবেশ)

মন্। উজীর সাহেব যার কথা ক্ষণপূর্ব্বে ব'লেছি, এই সেই বালিকা। যার কাছে সম্রাট প্রাণের জন্য ঋণী।

উজীর। সম্রাট্ যার কাছে ঋণী, আমরা তার গোলাম।

লুনা। আমিত ব'লেছি রাজা, সে আমি নই।

মন্। সে তুমি যা বল, কিন্তু আমি জানি তুমি। আর জেনেও তোমাকে ব'ল্‌ছি, শোন্। আমি তোমাদের কিছু উপহার দিতে চেয়েছিলুম, প্রত্যুত্তরে এলাহী যা ব'লেছে শুনেছ।

লুনা। শুনেছি।

মন্। আমি তোমার পিতামহের কাছে পুরস্কার চাইব।

লুনা। যদি দাদা তোমার মনের মতন পুরস্কার দিতে না পারে?

মন্। আমি রাজা—অপরাধীর শাসনকর্ত্তা। যদি দিতে না পারে, এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জন্য আমার কাছে তার কি প্রাপ্য তুমিই বল।

লুনা। আমার তাহ'লে কি হবে?

মন্। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমার সাম্রাজ্য নাও।

লুনা। দোহাই রাজা, আমি রাজ্য চাইনা, আমি দাদার প্রাণ চাই।

মন্। উজীর সাহেব! বাইরে এক বৃদ্ধ কৃষক দাঁড়িয়ে আছে, তাকে নিয়ে আসুন।

[উজীরের প্রস্থান।

লুনা। আমার কথা শুন্‌লে রাজা?

মন্। বিচার—লুনা বিচার—রাজ্য দিতে পারি, কিন্তু যতদিন রাজ্যে আছি, ততদিন, বিচার দিতে পারি না।

(উজীর ও এলাহীর প্রবেশ)

উজীর। এই ইনিই সাহান সা আল্-মন্সুর—দূর থেকে জাঁহাপনাকে এই রকম ক'রে কুর্ণিস কর।

(এলাহীর তথাকরণ)

মন্। এলাহী, আমাকে চিন্‌তে পার?

এলাহী! আজ্ঞে জাঁহাপনা—(চারিদিক নিরীক্ষণ)

মন্। দেখ, ভাল ক'রে দেখ।

লুনা। চিন্‌তে পা'র্‌ছিস্ না দাদা! যে আমাদের ঘরে অতিথ হ'য়েছিল।

এলাহী। য়্যাঁ—য়্যাঁ—

মন্। এখন বুঝ্‌তে পেরেছ এলাহী, আমি কে?

এলাহী। পেরেছি।

মন্। তার পর?

লুনা। আমার কথায় উত্তর দিবি দাদা, না নিজে দিবি?

এলাহী। তুই উত্তর দে, আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

লুনা। কি রাজা, কি ব'ল্‌বে বল।

মন্। শোন্‌বার আগে আমার রত্নাগারটা একবার নিরীক্ষণ কর। উজীর সাহেব!

উজীর। উন্মুক্ত ক'রছি জাঁহাপনা!

(দ্বার উন্মুক্ত করণ)

এলাহী। ইয়া আল্লা, একি!

মন্। দেখছ লুনা!

লুনা। চোক ঝ'ল্‌সে গেল যে রাজা!

মন্। এই আমার ঐশ্বর্য্যের একাংশ। আমার অধিকৃত সাম্রাজ্যের ভিতরে নদ নদী রত্নাকরে ধরণীগর্ভে ভূধরে—যেখানে যা আবিষ্কৃত অনাবিষ্কৃত রত্ন আছে সব আমার। এই সব দেখে যদি আমাকে পুরস্কার দেবার সাহস থাকে, প্রদান কর।

লুনা। বেশ, দেব!

মন্। সময়?

লুনা। তুমি বল।

মন্। সপ্তাহ।

লুনা। বেশ, তাই।

মন্। যদি না পার?

লুনা। কি শাস্তি বল।

মন্। বেশ, সপ্তাহ পরেই বিচারে শাস্তির ব্যবস্থা ক'র্‌ব।

লুনা। বিচার—কি ব'ল্‌লে রাজা বিচার! গরীব মূর্খ চাষা এক কথা না বুঝে ব'লেছিল ব'লে তুমি তাকে শাস্তি দিতে এসেছ। কিন্তু যে তোমাকে এক গাদা খোঁড়া ভাঙ্গড়ো ওমরাও বক্‌সিস্ দিলে, তার বেলায় ত বিচার ক'র্‌তে ভরসা ক'র্‌লে না!

মন্। বোধ হয়, আজও পর্য্যন্ত তার কাছে আমার পরিচয় দাওনি।

লুনা। বোধ হয় কেন—নিশ্চয়। একবার জবান্‌সে না ব'লেছি, দোসরা-বার হাঁ ব'ল্‌ব!

মন্। তবে শোন লুনা। দুনিয়াতে মিডিয়ার তুল্য প্রিয় সামগ্রী আমার আর নেই। সেই আমি তোমাকে ব'ল্ছি, আমার দম্ভের সম্মুখে যদি তাকেও বলি দিতে হয়, বিন্দুমাত্র দ্বিধা ক'র্ব না।

লুনা। সময়?

মন্। তুমি বল।

লুনা। ওই সপ্তাহ।

মন্। বেশ, তাই।

লুনা। যদি না পার?

মন্। তুমি ইচ্ছামত আমাকে শাস্তি দিও।

লুনা। সেলাম রাজা! চল দাদা ঘরে যাই।

এলাহী। চল্লুম রাজা! তুমি বুঝ্লে, আর লুনা বুঝ্লে, আমি হতভম্ব।

মন্। উজীর সাহেব, ফেরান্‌কে আদেশ করুন, সে যেন এদের নিরাপদে গ্রামে পৌঁছিবার ভার গ্রহণ করে।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মিডিয়ার কুটীর সম্মুখস্থ পর্ব্বত)

মিডিয়া।

মিডিয়া। এ কম্পিত করে দণ্ড ধ'রে শক্তির অমর্য্যাদা ক'র্তে আর আমার ইচ্ছা নেই। হতভাগ্য নারী! তুই নিজের হৃদয় নিজে বুঝিস্ না! এই বিজলীদণ্ড হস্তে দেবার সময় গুরু যখন প্রশ্ন ক'র্লেন, —মিডিয়া! কোন পুরুষের রূপে তুমি কখন কি আকৃষ্ট হ'য়েছ? তখন ত হে অজ্ঞাত-কুলশীল, তোমার রূপের আকর্ষণ আমি বুঝ্তে পা'র্লুম না! হৃদয়ের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে অনুসন্ধান ক'র্লুম, কই কোথাও ত তোমাকে খুঁজে পেলুম না! চিত্ত-ক্ষেত্রের এক নিভৃত অংশে

একটু সামান্য মাত্র স্মৃতি! দেখ্‌লুম, ধ'র্‌লুম, গুরুকে ব'ল্‌লুম—তখনও ত বুঝ্‌তে পারলুম না—হৃদয়ভেদী আলোড়ন নিয়ে সেই স্মৃতির কণা আমার মনোমধ্যে আত্মগোপন ক'রে অবস্থান কর্‌ছে! বহ্নিকণা তার দ্বিতীয় বার দর্শনের ফুৎকারে দিগ্‌দাহী দাবানলে পরিণত হ'য়েছে। একদিকে অনন্ত ঐশ্বর্য্য—অপর দিকে মৃত্তিকা-বিলেহী দারিদ্র্য—তুইয়ের প্রবল সংঘর্ষণ—সে অনলে আহুতি দিচ্ছে। আয় লুনা, আয়—তুই এ দণ্ড নে—কৃষককুমারীর অটুট কৌমার্য্যে তুইই এ দণ্ড গ্রহণের একমাত্র অধিকারিণী। কেও—গুরু! তাইত গুরুইত বটে! দেখে গা কাঁপ্‌ছে! আমি তার দত্ত অধিকারের অমর্য্যাদা ক'র্‌ছি—তাই কাঁপ্‌ছে—না, কেন কাঁপ্‌বে!—রূপ—ক্ষণস্থায়ী রূপ—একটা রোগের প্রহারে যা বিকৃত হয়, তার জন্য আমি এই অপূর্ব্ব অধিকার ত্যাগ কর্‌ব!

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। কেও মিডিয়া! এমন সময়ে—এখানে! চেয়ে আকাশ পানে!—

মিডিয়া। দিবারাত্রি গণ্ডীর ভিতর থাকৃতে হবে, এ কথা ত আমাকে বলেন নি!

জিবার। না, তা বলিনি—কিন্তু সে কথাত ব'ল্‌তে হয় না মিডিয়া! সরবৎ খেয়ে যার তৃষ্ণা মিটে গেছে, তাকে ত আর ব'ল্‌তে হয় না, তৃষ্ণা-নিবারণের পর আর জল খেয়ো না। যা'র আকাঙ্ক্ষা মিটে গেছে, সে গণ্ডীর বাইরে কেন আ'স্‌বে মিডিয়া!

মিডিয়া। তবে আপনি দুনিয়ার ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্চেন কেন?

জিবার। আমি! (হাস্য) আমি!—মিডিয়া, আমি চির-বুভুক্ষিত, চির-পিপাসিত—আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা মিট্‌ল না!

মিডিয়া। তাহ'লে ত আপনি আমাকে অসম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভুলিয়েছেন!

জিবার। যা পেয়েছি, দিয়েছি। যা পাইনি, দিইনি।

মিডিয়া। পেলে দেবেন?

জিবার। পেলে শুধু তোমাকে কেন—তুনিয়ার মানুষকে দান ক'র্‌ব।

মিডিয়া। কি সে জিনিষ?

জিবার। সোমরস—অমৃত—যা দেবতারা পান করে। যার এক বিন্দু পেটে প'ড়্‌লে জীব অমর হয়।

মিডিয়া। তাতে তুনিয়ার লাভ?

জিবার। লাভ নেই! বলিস্ কি মিডিয়া! জীব মরণের যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবে, তাতে লাভ নেই!

মিডিয়া। মরণের যন্ত্রণা দেখেও জীব দম্ভ অভিমান হিংসা ত্যাগ ক'র্‌তে পারে না। অমর হ'লে সে কি হবে, তাকি আপনি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না? তার পদভরে তুনিয়া টলমল ক'র্‌বে, দেব্‌তা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌বে!

জিবার। ঠিক ত ব'লেছিস্ মিডিয়া!

মিডিয়া। লাভ কি! জীব সমান অবস্থা নিয়ে তুনিয়ায় আসেনি। কেউ তুঃখী, কেউ সুখী, কেউ ভক্ষ্য, কেউ ভক্ষক; কেউ অত্যাচারী কেউ অত্যাচরিত, অমর তুঃখী আজীবন তুঃখ ভোগ ক'র্‌বে, মৃত্যু যেখানে শান্তি, সে মৃত্যু ডা'ক্‌লেও সেখানে আ'স্‌বে না। অমর অত্যাচারী কণ্টক স্বরূপ হ'য়ে তুনিয়ার প্রতিপরমাণুকে বিদ্ধ ক'র্‌বে। গুরু পিতা—যদি শান্তি জলের কমণ্ডলু ধরণীর কোন গুপ্তগৃহে লুক্কায়িত থাকে, আগে তার সন্ধান করুন।

জিবার। তাইত জ্ঞানময়ী, শিষ্যা—কন্যার মূর্ত্তি ধ'রে তুই আমাকে একি জ্ঞান দিলি! মা, মা! অমরত্বের অনুসন্ধানে মুগ্ধ হ'য়ে,

এতকাল আমি কি মায়াময়ী মরীচিকার অনুসন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছিলুম! তাইত যদি শান্তি পাই, তাহ'লে আর অমরত্ব পাবার জন্য স্বতন্ত্র আকিঞ্চন কেন! শান্তি শান্তি—সুখ দুঃখ শান্তি—জ্বালা যন্ত্রণা শান্তি—মৃত্যু শান্তি। যদি চির শান্তির ভিতরেই জীব ডুবে রইল, তখন সে ত আপনা আপনিই অমর হ'ল!

মিডিয়া। গুরু, যদি পারেন, শান্তি-ভাণ্ডের অন্বেষণ করুন। আপনি আমাকে ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন—কিন্তু শান্তির বিনিময়ে দিয়েছেন। সংসারে একাকিনী জ্ঞানে, নিরাশার প্রথম আলাপনে যে অপূর্ব্ব শান্তি আমি লাভ ক'রেছিলুম, গুরু, ঐশ্বর্য্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে সে শান্তি আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে।

জিবার। শান্তি নেই?

মিডিয়া। কিছু নেই—মুহূর্ত্তের জন্য নেই—চিন্তার একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গের মাথাতেও অশান্তির জ্বালাময়ী মূর্ত্তি ভেসে উঠ্ছে, আমাকে গ্রাস ক'র্‌তে আস্‌ছে।

জিবার। যাঃ! তাহলে কি ক'র্‌লুম মিডিয়া!

মিডিয়া। গুরু, আপনার ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে নিন্, আপনার ভুবন-শাসন দণ্ড নিন্! নিয়ে দরিদ্রা পিতৃমাতৃহীনা বালিকার শান্তি প্রত্যর্পণ করুন।

জিবার। হুঁ! কি চাস্?

মিডিয়া। আপনার ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে দিতে চাই।

জিবার। বুঝেছি—তুই সেই যুবকের রূপে আকৃষ্ট হ'য়েছিস্।

মিডিয়া। আকৃষ্ট কেন প্রভু, মুগ্ধ হ'য়েছি। তাকে রূপই বলুন, গুণই বলুন, প্রাণই বলুন, প্রেমই বলুন—আমি মুগ্ধ হ'য়েছি। বলুন, এখন এ দণ্ড হাতে রাখ্‌ব?

জিবার। না।

মিডিয়া। তবে গ্রহণ করুন।

জিবার। রোস্—ফিরে আসি—ফিরে আসি। কি ব'ল্‌লি মিডিয়া, শান্তি? হুঁ শান্তি—রোস্ ফিরে আসি।

মিডিয়া। কতক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'র্‌ব?

জিবার। যতক্ষণ না ফিরে আসি।

মিডিয়া! সে কতক্ষণ?

জিবার। মিডিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিস্‌নি।

মিডিয়া। (পথ আগুলিয়া) সময় নির্দ্দেশ করুন।

জিবার। বারংবার উত্যক্ত ক'র্‌লে মেরে ফেল্‌ব।

মিডিয়া। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'রনা এখনি হত্যা কর, শান্তি পাই।

জিবার। (হাস্য) ম'লে শান্তি!—হ'য়েছে, মিডিয়া হ'য়েছে—শান্তি কোথায় আছে সন্ধান পেয়েছি। আশাই অশান্তি—নৈরাশ্যই শান্তি। আমি অমর হবার ঔষধ খুঁজ্‌তে অশান্তি ভোগ ক'র্‌ছি, তুই একটা প্রেমের আশায় অশান্তি ভোগ ক'র্‌ছিস্। পেয়েছি—পেয়েছি—ঠিক্ পেয়েছি—আন্‌ছি, অপেক্ষা কর্—এখনি আন্‌ছি—তুই ইতিমধ্যে তোর ভালবাসার পাত্রটাকে খুঁজে রাখ্, কাছে রাখ্, ধ'রে রাখ্—আন্‌ছি—শান্তি-কমণ্ডলু আমারই কাছে, আমি ভুলে গেছি। আন্‌ছি—মিডিয়া আন্‌ছি।

[প্রস্থান।

মিডিয়া। তাইত! হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে গুরুকে কি উন্মত্ত ক'র্‌লুম! না, না—আনতে হবে না—ফের, গুরু, ফের। কি আনবে? আন্‌বার কি আছে তা আন্‌বে?

(মনসুরের প্রবেশ)

মন্। আন্‌বার জিনিষ আছে, তাই আন্‌তে গেছে।

মিডিয়া। য়্যা—কে—আপনি!

মন্। আমি। আবার এসেছি—বাধ্য হ'য়ে—সম্রাট্ আল্‌মন্‌সুর-কর্তৃক তাড়িত হ'য়ে। আস্তে আস্তে তোমাদের কথোপকথন শুনেছি। কি আন্‌তে গেছে বুঝেছি। সুন্দরী! কে তোমার প্রিয় আছে জানিনা। যদি থাকে এখনি তাকে গোপন কর। বৃদ্ধ তার সংহারের জন্য মৃত্যু-শর আন্‌তে গেছে। দেখ্‌তে পেলেই মা'র্‌বে, তাকে হত্যা ক'রে তোমাকে নৈরাশ্যের শাস্তি দান ক'র্‌বে।

মিডিয়া। আল্‌মন্‌সুর তাড়িয়ে দিয়েছে?

মন্। তাড়িয়ে দিয়েছে। কাপুরুষ ব'লে তাড়িয়ে দিয়েছে। ব'লেছে; যদি তোমার সঙ্গীদের মত আহত হ'য়ে আস্‌তে পার, তবে আমার প্রাসাদে প্রবেশ কব। যদি না পার, ও কাপুরুষের মুখ আমাকে দেখিয়ো না। রমণীকে ধ'র্‌তে গিয়ে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহ'লে স্বর্ণপুষ্পভারে তোমার দেহ আচ্ছাদিত ক'রে এমন সমারোহের সহিত তোমার মৃত্যুদেহ কবরস্থ ক'র্‌ব যে, আজও পর্য্যন্ত দুনিয়ার কোন সম্রাটের দেহেরও সে ভাগ্যোদয় হয়নি।

মিডিয়া। আপনি—যান।

মন্। কেন?

মিডিয়া। আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে পা'র্‌ব না।

মন্। কেন?

মিডিয়া। আপনি অতিথি।

মন্। তাহ'লে কেশাকর্ষণে ঘৃণিতা লাঞ্ছিতার মত তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাব। আমি এখন অতিথি নই, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী।

মিডিয়া। ধ'রে নিয়ে কি ক'র্‌বেন?

মন্। সম্রাটকে উপহার দেব।

মিডিয়া। তবে আমার প্রিয়ের জন্য আপনি ব্যাকুল হ'চ্ছেন কেন! তার ত উভয়তঃই মৃত্যু।

মন্। ঠিক ব'লেছ, তবে আমি দাঁড়াই, তোমার প্রিয়ের মৃত্যু দেখি।

(নেপথ্যে শব্দ—লুনার প্রবেশ)

লুনা। রাণী!—রাণী মিডিয়া—(মন্সুরকে দেখিয়া চমকিত)

মন্। ভয় পেয়োনা—কি বল্'তে চাও বল।

(নেপথ্যে—ভীষণশব্দ)

লুনা। পালা—মিডিয়া পালা—মিয়া, তুমিও পালাও—এক বুড়ো ছুনিয়া ভাঙ্গ্তে ভাঙ্গ্তে আস্ছে। যেখানে হাত দিচ্ছে; সেইখানেই আগুন জ্ব'ল্ছে—হাতে আগুন, চোখে আগুন, মুখে আগুন। পালা, মিডিয়া পালা—গাছ পুড়ে আঙ্গার হ'চ্ছে, পাহাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো হ'চ্ছে—জন্তু ম'রে ছাই হ'চ্ছে—পালা, মিডিয়া পালা।

মিডিয়া। দোহাই বীর, পালান—স্থান ত্যাগ করুন।

লুনা। পালাও—মিয়া পালাও। আমি দাদাকে সাবধান ক'র্তে চ'ল্লুম—গাঁকে সাবধান ক'র্তে চল্লুম—আর তোমার সেই সঙ্গী—সেই পাগল মিয়াকে সাবধান ক'র্তে চ'ল্লুম।

[প্রস্থান।

মিডিয়া। শুন্লেন না!

মন্। না রাণী, শুন্তে পা'র্লুম না!

মিডিয়া। রাণী নই—দুঃখিনী।

মন্। না ইজিয়াস-নন্দিনী,—তুমি রাণী।

মিডিয়া। এ কথা আপনাকে কে ব'ল্লে?

মন্। আমি ব'ল্ছি—বিস্মিত হ'য়োনা—পরের কাছে শুনে ব'ল্ছি না—আমি দেখেছি, তাই ব'ল্ছি।

মিডিয়া। হ্যাঁ—কি ব'ল্‌লে—দেখেছ ?

মন্। দেখেছি, পাঁচবৎসর পূর্ব্বে—তোমার পিতার সৌধ-শিরে।

(নেপথ্যে শব্দ)

মিডিয়া। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হ'ল—পালাও বীর, আর এক দণ্ড দাঁড়িয়ো না।

মন্। আমি পালাব কেন মিডিয়া ? যে তোমার প্রিয়, তারই মৃত্যুভয়—আমার কি ? তোমার প্রিয়কে যদি রক্ষা ক'র্‌তে হয়, আদেশ কর, রক্ষা করি।

মিডিয়া। পা'র্‌বে না।

মন্। না পারি, তোমার প্রিয়ের সঙ্গে মরি।

মিডিয়া। তু—তু—তুমি !

মন্। আমি কি ?

মিডিয়া। কে আপনি ?

মন্। আমি সম্রাট্ আল্‌মনস্থরের একাত্ম-অন্তরঙ্গ সহচর।

মিডিয়া। আমিও আপনাকে দেখেছি।

মন্। সেত সেই অরণ্যমধ্যে ?

মিডিয়া। না—সেই পাঁচবৎসর পূর্ব্বে—মিরিবামের প্রান্তরে—সৌধশিরে বিচরণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে দেখেছি। (নেপথ্যে-শব্দ)—চ'লে যান—যদি না যেতে চান—আমি এ স্থান ত্যাগ ক'র্‌ব।

মন্। আমি অবরোধ ক'র্‌ব, যেতে দেব না।

মিডিয়া। পথ ছাড়—প্রচণ্ড শক্তিমান্ বৃদ্ধ—আমার গুরু—মিথ্যা কইতে পা'র্‌ব না—তোমার জীবন—তোমার জীবন—

মন্। যাক্—আমার জীবনে তোমার মমতা দেখাবার প্রয়োজন নেই। তোমার প্রিয় কোথায় দেখাও—তার জীবন রক্ষা করি, নতুবা তোমাকে বন্দিনী করি।

মিডিয়া। তু—তু—তুমি! তুমিই আমার প্রিয়!

মন্। আর একবার বল—

মিডিয়া। আমি তোমাকেই জীবনে প্রথম দেখেছিলুম—মধুর দেখেছিলুম—দেখে চোক বুঁজেছি—আর দেখিনি।

মন্। শুনে ধন্য হ'লুম। মিডিয়া, দাঁড়াও—দাঁড়িয়ে দেখ—তোমার গুরুর হস্তে প্রাণ দিই।

মিডিয়া। না, না—নিরপরাধ, তা দিতে দেব না।

মন্। নিশ্চয় দেব। তুমি যার মহিমময়ী শিষ্যা, তার হাতে প্রাণসমর্পণ ভিন্ন আমার উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা নাই।

মিডিয়া। হা ঈশ্বর! এ কি বিপদে প'ড়্লুম!—বৃথা তোমাকে প্রিয় ব'ল্লুম। আমি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার হ'তে পা'র্ব না!

মন্। অবশ্য হবে।

মিডিয়া। না—আমার গুরুর আদেশ—যদি আল্‌মনস্থরের মাথা আমাকে উপহার দিতে পার, তবে আমি তোমার হ'তে পারি, নতুবা নয়।

মন্। তাই দেব।

মিডিয়া। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু, এই তুমি তার অন্তরঙ্গ! স'রে যাও—

মন্। কখন যাব না। আমি তোমায় ধ'র্ব।

মিডিয়া। সাধ্য কি?—

[দণ্ড প্রসারণ ও ধীরে ধীরে প্রস্থান]

মন্। উঃ! কি বিপ্রকর্ষণী শক্তি!—কাছে পৌছিতে পা'র্লুম না! এইত পরাভব হ'ল! তবে এ পরাভব কার? আল্‌মনস্থরের বন্ধু হেরে গেছে—কিন্তু এখনও আল্ মনস্থর বেঁচে আছে। তার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার অনুসরণে সে বিরত হবে

না। কোথা যাবে? যশ, অর্থ, ছুনিয়া একদিকে, অপর দিকে তুমি—তুলাদণ্ডে ওজন ক'রেছি—একদিক লঘু হ'য়ে আকাশে উঠেছে —তুমি গুরুভারে ধরণী-কেন্দ্রাভিমুখে—ঘোর অন্ধকার—তোমাকে পেতে বহুদিন অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছি—এখন যথন করাঙ্গুলি দিয়ে স্পর্শ ক'রেছি—তখন ধ'রেছি—ছুনিয়ায় যেথানে যা অন্ধকারে লুক্কায়িত শক্তি আছিস্—আয়। পারিস্ যদি, বাধা দিবি আয়—আল্ মনসুর তার জীবন-সর্ব্বস্বকে হৃদয়ে আবদ্ধ ক'র্তে চ'লেছে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পর্ব্বতের নিম্নদেশ।

(নেপথ্যে কোলাহল ও শব্দ)

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। পাখী পালাচ্ছে, পশু পালাচ্ছে, মানুষও দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল। যাক্, এই বারে বনভূমি নিস্তব্ধ। ভেবেছিলুম, এ দানবী শক্তি শুধু আবিষ্কার ক'রেই আমি নিশ্চিন্ত। ভেবেছিলুম, এ আর মানুষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ ক'র্ব না। কিন্তু মিডিয়া, তোর অত্যাচারে তাও আমাকে ক'র্তে হ'ল। মন যোগাতে ছুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য তোকে দান ক'র্লুম, তাতেও তোর মন উঠ্‌ল না। একটা তুচ্ছ পুরুষের লোভে তুই সে ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা নষ্ট ক'র্লি! হীন প্রণয়ের কাছে জগতের প্রভুত্ব ছোট হ'য়ে গেল! দেখি তুমি কেমন ক'রে তাকে ছোট কর। শান্তিকে আয়ত্ত ক'র্তে হ'লে আশার মূলোৎ-

পাটন ক'র্‌তে হবে। তোমার পিয়ারকে মেরে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে নিরাশ ক'র্‌তে হবে। ওই পালাচ্ছে—ওই পালাচ্ছে। আগে মিডিয়া ছুট্‌ছে, পিছনে ছুট্‌ছে তার প্রণয়ী। ওই পাহাড়ে উঠ্‌ছে—মনে ক'রেছে আমি বৃদ্ধ ছুট্‌তে পা'র্‌বনা, তাই পাহাড়ে উঠ্‌লেই প্রাণ বেঁচে যাবে। ঠিক হ'য়েছে—ভারি মজা হ'য়েছে—আমার ক্ষমতার চূড়ান্ত দেখাবার সুযোগ এসেছে—প্রণয়ী আর প্রণয়িনীর মাঝখানের পাহাড় আমার এই বজ্র দিয়ে ভেঙ্গে দেব। বস্‌! ওপারে থাক্‌বে প্রণয়িনী, আর এপারে থাক্‌বে প্রণয়ী। সোহাগে মিল্‌তে গিয়ে মাঝে দেখ্‌বে ফাঁক—বিশাল-অতলস্পর্শ গহ্বর! বস্‌—তা হ'লে আর ছুট্‌বনা—অশক্ত দেহে যুবক-যুবতীর অনুসরণ ক'র্‌ব না। দূর থেকেই পর্ব্বত ধ্বংসের আয়োজন করি।

(লুনার প্রবেশ)

লুনা। আমাদের গাঁয়ে এসে উৎপাত ক'র্‌ছ কে তুমি? তোমাকে দেখে বনের জীব জন্তু পালাচ্ছে—গাঁয়ের স্ত্রী পুরুষ ভয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে। কে তুই দানব? কোথা থেকে এলি, আমাদের শান্ত গ্রামকে ব্যাকুল ক'র্‌লি!

জিবার। কে তুই?

লুনা। আমি তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে আসিনি। জান্‌তে এসেছি, কেন তুমি আমাদের মতন গরীব চাষার আশ্রয়-স্থানকে শ্রীভ্রষ্ট ক'র্‌তে এসেছ? গ্রামের মেয়েছেলে তোমার ভয়ে ব্যাকুল হ'য়েছে।

জিবার। তবে তুই কোন্ সাহসে আমার সুমুখে এলি?

লুনা। কেন, কাকে ভয়?

জিবার। মৃত্যুকে।

লুনা। কে দেয়?

জিবার। আমি।

লুনা। তুমি—আরে পাগল, তুমি মৃত্যু দেবার কে? মরণের হাতের কাছে দাঁড়িয়ে সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ছে—নিজের মৃত্যু রোধ ক'র্‌বার তোমার ক্ষমতা নেই, তুমি আবার আমাকে মৃত্যু দেবে কি? আমার নসীবে যখন মৃত্যু লেখা আছে, তখন সে আস্‌বে। মৃত্যুর গোলাম! মনিব কি তোর হুকুমে আস্‌বে?

জিবার। (হাস্য) ও সব কথা আমি জন্মকাল থেকে শুনে আস্‌ছি। ও সব বিদ্যাকচ্‌কচির বুজরুকি। নে, পথ ছাড়্‌—কেন ম'র্‌বি!

লুনা। আমি এই পথ আগ্‌লালুম। আমাকে মেরে ফেল—মেরে, কোথা যাবে চ'লে যাও।

জিবার। মরণ বুঝি কখন দেখিস্‌নি?

লুনা। ঢের—দুনিয়ায় প্রথম পা-দেওয়া কচিছেলে থেকে, তোমার মতন লাঠিধরা বুড়ো পর্য্যন্ত অনেকের মরণ দেখেছি। যার সঙ্গে একবার দেখা, তারও মরণ দেখেছি, যাকে চোক-ফোটা থেকে, দেখেদেখেও দেখার পিয়াস মেটেনি, তারও মরণ দেখেছি। দুস্‌মনের মরণ দেখেছি, দোস্তের মরণ দেখেছি—মায়ের মরণ দেখেছি, বাপের মরণ দেখেছি।

জিবার। এই বয়সে এত দেখেছিস্‌!

লুনা। নিজের মরণ কেবল দেখা যায়না ব'লে, দেখিনি। বেশ, তুমি মরণ দেখ্‌তে ভালবাস, তুমি আমার মরণ দেখ।

জিবার। না, তোকে হত্যা ক'র্‌বনা।

লুনা। হত্যা ক'র্‌বার ক্ষমতা থাক্‌লে হত্যা ক'র্‌তে।

জিবার। খুব আছে—

লুনা। মিথ্যা কথা—থাকে, এখনি হত্যা কর।

জিবার। মরণের জন্য এত ব্যস্ত কেন?

লুনা। আমি ম'লেই বাঁচি। গ্রামের বাইরে একবার পা দিতে উত্তাপে পায়ের তলা দগ্ধ হ'য়ে গেছে। গাঁয়ের ঠাণ্ডা মাটীতে বেড়িয়ে জ্বালা নিবারণ ক'র্‌তে এসে দেখি তুমি, মরণের মূর্ত্তি ধ'রে, তুমি সারা দেশটাকে যেন অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছ! দেখে আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েছে—যদি মরণ দিতে তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহ'লে এখনি আমাকে দাও। আমি জীবন থাকৃতে তোমাকে পথ ছেড়ে দেবনা।

জিবার। মা! তোমাকে মরণ দিতে আমার ক্ষমতা নেই। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, আমাকে পথ ছেড়ে দাও। আমি কেবল একজনকে মা'র্‌তে এসেছি।

লুনা। কে সে?

জিবার। ওই যে যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ওই যুবক ছুটছে—ওকে?

লুনা। না, ওকে কিছুতেই মা'র্‌তে দেব না। আমি বেঁচে থেকে ওর মৃত্যু দেখ্‌তে পা'র্‌ব না।

জিবার। বেয়াদব রমণী, তোমাকে ক্ষমা ক'র্‌লুম ব'লে কি, আমার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অনিষ্টকারীকেও ক্ষমা ক'র্‌ব! আমার সারাজীবনের অলৌকিক কার্য্য এই বৃদ্ধ বয়সের মমতায় ডুবিয়ে দেব! নে, পথ ছাড়্।

লুনা। কিছুতেই না—জীবন থাকৃতে না।

জিবার। (হাস্য) অজ্ঞানান্ধ জীব, তোর অহঙ্কার জ্ঞানী শুন্‌বে কেন? জীবন থাকৃতেই তোকে ছাড়্‌তে হবে।

লুনা। (অস্ত্র বাহির করিয়া) কই যা দেখি শয়তান?

জিবার। (দণ্ড স্পর্শ) কি? কেমন বোধ হচ্ছে? (লুনার হস্ত হইতে অস্ত্র পতিত)।

লুনা। হাত অবশ—এখনও পা আছে।

জিবার। সে দেহ বহন ক'র্‌বার জন্য আছে, চ'ল্‌বার জন্য নয়। (শব্দ ও ধূম নির্গমন)—থাক্ বেটী, দাঁড়িয়ে থাক্। শুধু তোর চক্ষের জ্যোতি অটুট রাখ্‌লুম। দূর থেকে রমণীর অনুসরণকারী ওই দুরাত্মার মৃত্যু দেখ্‌বার জন্য অটুট্ রা'খ্‌লুম। যে মধুর স্পর্শে তুই চলচ্ছক্তিহীন, এই রকম মধুর স্পর্শ যতদিন না পাবি, ততদিন তোর এ দেহে আর স্পন্দন আ'স্‌বে না।

[জিবারের প্রস্থান।

লুনা। চক্ষু, তোমারও ত থাক্‌বার আর কোন দরকার নেই। তাইত, হাত উঠে না। পা চলে না। মৃত্যু দেখ্‌ব? অমন রাজা—যাকে না দেখে গা'ল দিয়েছি, দেখে হজরত ব'লে সেলাম ক'রেছি, তার মরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব?—কে কোথায় আছ—আমাকে রক্ষা কর। অচল হ'য়ে দাঁড়িয়ে—যা দেখ্‌তে পা'র্‌ব না, যা দেখ্‌লে মরেও সুখ পাব না; সেই ভয়ানক, বুক-ভাঙ্গা, সেই মর্ম্ম-ছেঁড়া মরণের মরণ দেখ্‌তে পা'র্‌ব না। রাজার মরণ দেখ্‌তে পা'র্‌ব না। আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

(ফেরানের প্রবেশ)।

লুনা। এস ওমরাও, জল্‌দি এস, আমাকে উদ্ধার কর।

ফেরান। কেও লুনা! তুমি! তুমি উদ্ধার কর ব'লে চীৎকার ক'র্‌ছ?

লুনা। ওই নাও—তোমার পায়ের কাছে অস্ত্র প'ড়ে আছে—হাতে ক'রে তুলে মেহেরবান্, আমার গর্দ্দানকে দুখণ্ড কর।

ফেরান। সেকি!

লুনা। না পার, আমাকে অন্ধ কর। আমি দেখ্‌তে পা'র্‌ব না।

ফেরান। আমি কিছু বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না।

লুনা। দেখ্‌তে পাচ্ছ না—ওই—ওই—রাজাকে মা'র্‌তে চ'লেছে।

ফেরান। তাইত! এ ত সেই বৃদ্ধ!

লুনা। ওই যে—সাক্ষাৎ মরণ বুড়োর মূর্ত্তি ধ'রে চ'লেছে।

ফেরান। নির্ভয় হও লুনা। আমি আমাদের সম্রাটকে রক্ষা ক'র্ব।

লুনা। তুমি! না—না—পা'র্বে না!

ফেরান। যদি পারি?

লুনা। পার, তোমার মঙ্গল, তোমার দেশের মঙ্গল—তাতে 'যদি' ব'ল্ছ কেন ওমরাও?

ফেরান। বেশ, তুমি আমার সঙ্গে এস।

লুনা। আমি যে চ'ল্তে পারব না ওমরাও—ওই বুড়ো আমাকে, হাত পা অবশ ক'রে দাঁড় ক'রিয়ে রেখে গেছে।

ফেরান। বল কি!

লুনা। রাজার মৃত্যু দেখ্বার জন্য দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। ওমরাও, আমি অচল।

ফেরান। তাইত, তোমার ওপর এই নিষ্ঠুরতা!

লুনা। ওই রাজাকে মা'র্তে চ'লেছে। আমি বাধা দিতে গিয়েছিলুম। একটা ছড়ি ঠেকিয়ে আমাকে অবশ ক'র্লে। ব'ল্লে, পাথরের মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজার মৃত্যু দেখ। যাবার সময় তামাসা ক'রে ব'ল্লে—যে মধুরস্পর্শে তোমাকে অচল ক'র্লুম, যদি এই রকম মধুর স্পর্শ আবার পাও, তবেই তুমি সচল হবে। ওমরাও, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজার মৃত্যু দেখ্তে পা'র্ব না—আমায় মেরে ফেল।

ফেরান। নিষ্ঠুর, মর্ম্মহীন, অনাত্মবিজ্ঞান—আমি দূর থেকে তোমাকে সেলাম করি। দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য্যও তুমি যদি উপঢৌকন দাও, তবু বুঝ্ব তোমার প্রাণের মূল্য অতি তুচ্ছ। নাও লুনা, আমার স্কন্ধে ভর দাও।

লুনা। ওকি ওমরাও, তুমিও কি সময় বুঝে তামাসা ক'র্‌ছ!

ফেরান। না লুনা, তোমাকে রহস্য করিনি।

লুনা। আমি চাষার মেয়ে,—যে বেগম তোমার বাঁদী, আমি তারও বাঁদী হবার উপযুক্ত নই—আমি তোমার কাঁধে ভর দেব!

ফেরান। যে আমার রাজার প্রাণের জন্য কাতর হ'য়েছে, সে আমার হুজরাইন,—আমার রাণী। লুনা, আজীবন যদি তোমাকে মাথায় ক'রে রা'খ্‌তে পা'র্‌তুম, তবেই আমি আপনাকে ধন্য মনে ক'র্‌তুম। ওকি কাঁপ্‌ছ কেন—লুনা—লুনা!

লুনা। তোমার কথায় আমার অবশ দেহ কেঁপে গেল। বাতাস ভারী হ'য়ে আমার কাঁধে প'ড়ল—আসমান ঘন হ'য়ে আমার চোখ দুটো ঢেকে ফে'ল্‌লে। ওমরাও—ওমরাও—তোমার এত করুণা!

ফেরান। আদেশ কর লুনা, তোমার কম্পিত—পতনোন্মুখ দেহকে ধ'রে রক্ষা করি।

লুনা। বল, ছাড়্‌বে না?

ফেরান। না।

লুনা। ছাড়্‌বে না?

ফেরান। না।

লুনা। ছাড়্‌বে না?

ফেরান। না।

লুনা। (হস্তধারণ) একি! যথার্থইত মধুর স্পর্শে আমার অচল দেহ সচল হ'ল! তাইত, হে বৃদ্ধ! তুমি শয়তান, না হজরত? আমাকে শাস্তি দিতে দুনিয়া দিলে,—তুমি হজরত।

ফেরান। এস লুনা—এস আমার সর্ব্বস্ব—রাজার রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের দেবত্ব অথবা দানবত্ব পরীক্ষা করি।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পর্ব্বতের উপরিভাগ।

মিডিয়া।

মিডিয়া। যাক্, এতক্ষণ পরে তার অনুসরণ থেকে নিস্তার পেয়েছি। পর্ব্বতের শিখরে শিখরে ছুটাছুটি ক'রে আমারও শরীর অবসন্ন হ'য়েছে। অবসন্ন বীর নিরস্ত। আর সে আমাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু তুমি কে! দেখ্‌তে গিয়ে অন্ধ হ'লুম, বুঝ্‌তে গিয়ে জ্ঞান হারালুম! কে তুমি?—নীরব আগ্রহে দেখার পরমুহূর্ত্ত থেকে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর আমার অনুসরণ ক'র্‌ছ! আমি তোমাকে শক্তির অধিকার দেখিয়ে নিরস্ত ক'র্‌তে পারিনি—মৃত্যুভয় দেখিয়েও নিরস্ত ক'র্‌তে পারিনি। অথচ তুমি পাগল নও। আমার জ্ঞানী বৃদ্ধ গুরুর মত, নিশ্চল কমল-পলাশে, ধীর বাক্যবিন্যাসে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছ! হে মহাপুরুষ, তুমি কে? আমি জা'ন্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি। আর ব্যাকুল হ'য়েছি বুঝ্‌তে, আমার গুরুদত্ত এই সমস্ত রত্নরাশি—এই সমস্ত শক্তি—এই দেবদুর্ল্লভ বিজ্ঞান বল—এই সমস্ত এক দিকে, আর তুমি—তুমি—হে স্বপ্নদৃষ্টবৎ মধুরতাময় অজ্ঞাত-কুলশীল!—তোমার স্নিগ্ধ লোচনের ব্যাকুল আগ্রহ, তুলাদণ্ডে এ উভয়ের মধ্যে অধিকতর গুরুত্ব কার?

(মনসুরের প্রবেশ)

মন্। গুরুত্ব আমার!

মিডিয়া। তুমি এসেছ?

মন্। এসেছি—প্রেমের তুচ্ছ ইঙ্গিতে জড়শক্তির মৃত্যু দেখ্‌তে এসেছি।

মিডিয়া। আমার পাঁচবৎসরের গমনাগমনেও অর্দ্ধপরিচিত গোলোক-ধাঁধা, তুমি প্রথম পদার্পণেই পরিচিত ক'রেছ! যেখানে লুকুলে নবাগত পাঁচবৎসর ঘুরেও সন্ধান ক'র্‌তে পারে না, সেখানে তুমি বিনা সাহায্যে এসেছ।

মন্। শুধু আসিনি সুন্দরি! এবারে তোমাকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ধ'র্‌তে এসেছি। আর তোমার পালাবার উপায় রাখিনি।

মিডিয়া। সে কি রকম?

মন্। যাতে আমার অনুসরণ নিষ্ফল না হয়, তাই এখানকার সমস্ত রন্ধ্রপথ পরীক্ষা ক'রেছি। পরীক্ষায় বুঝেছি, এই তোমার শেষ আশ্রয়। অনুসরণ ক'র্‌লে আর তোমার পালাবার পথ নেই।

মিডিয়া। আমি মর্য্যাদা রাখ্‌তে ধরা দিতে পা'র্‌ব না।

মন্। আমার যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ ধ'র্‌বার সঙ্কল্প ত্যাগ ক'র্‌তে পারব না।

মিডিয়া। আপনার ধন্য সাহস—এ সাহসের উপযোগী কিছু উপহার নিয়ে আপনি নিবৃত্ত হ'ন।

মন্। উপহারের মূল্য জা'ন্‌তে না পা'র্‌লে, উত্তর দিতে পারি না।

মিডিয়া। যা, আল্-মন্‌সুরের ঘরে নেই, তাই দেব।

মন্। কি বল।

মিডিয়া। অগাধ মণিকাঞ্চন।

মন্। সম্রাটেরও ধনরত্ন অপরিমেয়।

মিডিয়া। সাত রাজার ধন মাণিক?

মন্। আমার আছে—আমি আমার প্রিয়তমাকে দান ক'র্‌ব ব'লে রাজার ভাণ্ডার থেকে অপহরণ ক'রে এনেছি। এই দেখ।

মিডিয়া। পরশমণি?

মন্। তাও আছে। স্বর্ণের মূল্য লাঘব হ'বে ব'লে, এই দেখ সুন্দরি, আমি আমার জানুতে চর্ম্মাচ্ছাদনে তা লুকিয়ে রেখেছি। (জানু কর্ত্তন করিয়া মণি দেখাইলেন)

মিডিয়া। য়্যাঁ! কে তুমি?

মন্। আমিই আল্-মন্সূর। (নেপথ্যে ভীষণ শব্দ)।

মিডিয়া। সম্রাট্—সম্রাট্—অমূল্য জীবন—অপূর্ব্ব জীবন—প্রেমময় জীবন—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন। (প্রস্থানোদ্যত)

মন্। জীবনরক্ষার সীমা তুমি—কোথা যাবে, সুন্দরি—

(পশ্চাদনুসরণ, উভয়ে পর্ব্বতে আরোহণ করিল। ভয়ঙ্কর শব্দে উভয়ের মধ্যস্থান ভগ্ন হইল)।

মিডিয়া। এখনও প্রতিনিবৃত্ত হ'ন—অগণ্য জীবের জীবন-বিধাতা—ক্ষুদ্র তুচ্ছ রমণীর লোভে জীবন বিসর্জ্জন দেবেন না। আর বৃথা অনুসরণ—মুহূর্ত্তে আপনার ও আমার মধ্যে অতলস্পর্শ গহ্বরের ব্যবধান সৃষ্ট হ'য়ে গেল।

মন্। সাগরের ব্যবধান হ'লেও আমি গ্রাহ্য করিনা—আমি আল্-মন্সূর! তোমাকে খুঁজ্‌তে আমি দুনিয়া অনুসন্ধান ক'রেছি। তোমার আকাঙ্ক্ষার বিনিময়ে খোদা আমাকে জগতের অধিকার প্রদান ক'রেছেন। আমি তা তুচ্ছ ক'রে, মান, সম্ভ্রম, সুযশ সমস্ত তুচ্ছ ক'রে, তোমাকে সেই বিশ্বের উপর আসন দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম। মিডিয়া! প্রেম-মূর্ত্তিতে আমার হৃদয়াসনের রাণী, এই আমি তোমাকে ধ'র্‌তে এই অতলস্পর্শ গহ্বরে ঝাঁপ দিলুম। ঈশ্বর, তোমার নাম জয়যুক্ত হ'ক—প্রেমময়, তোমার নাম জয়যুক্ত হ'ক।

(ঝম্প প্রদান)

মিডিয়া। না, না—তোমাকে একা যেতে দেব না। প্রেম-রাজ্যের

অধীশ্বর! আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে নাও—তার বিনিময়ে জগতের এই অমূল্য রত্ন জগতের কোলে প্রত্যর্পণ কর।—আমি অনুসন্ধানে চল্লুম। প্রেমিকরাজ জীবন যায় তোমার সঙ্গে যা'ক্—থাকে তোমার সঙ্গে থা'ক্।

(ঝম্প প্রদান)

সপ্তম দৃশ্য।

ভগ্নস্তূপ।

লুনা ও এলাহী।

লুনা। শুধু ধূলো—স্তূপাকারে ধূলো। পাহাড় গুঁড়িয়ে ধূলো হ'য়ে গেছে। গাছ, পালা, পাহাড় প্রাণী—সব একাকার। তাইত দাদা, একি হ'ল—এ যে সব গেল!

এলাহী। কিছু যাবেনা—আমার ধর্ম্মের বুদ্ধি—সে এই ধ্বংসের ভেতর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ব'ল্‌ছে—কিছু যাবে না। কেন যাবে? রাজা মিথ্যাবাদী হবে! ধর্ম্ম যাবে! কখন যাবেনা। সে আমাদের কাছে বক্‌সিস্ নেবে। না দিতে পা'র্‌লে আমাদের শাস্তি দেবে। একবার হাঁ ব'লেছে—না হবে না। বক্‌সিস্ না নিয়ে ম'র্‌বে না। অন্ধকার মিয়া সব খেতে পারে—গাছ পালা পাহাড় সব গালে পু'র্‌তে পারে, কেবল ধর্ম্মকে পারে না।

লুনা। এই পর্য্যন্ত আমি তাদের উভয়কে দেখেছিলুম। তারপর সেই আকাশভাঙ্গা শব্দে চোক বুঁজে গেল। যখন চোক চাইলুম, তখন দেখ্‌লুম—মেঘের কোলে ধূলো উঠেছে। পাহাড়, দরিয়া, জঙ্গল, সহর সব একাকার হ'য়ে গেছে। গ্রাম কাছে ছিল, দূরে চ'লে গেল—জল

কালো ছিল, লালে ভরে গেল—সঙ্গে সাথী ছিল, স্বপ্নে ডুবে গেল। তুই এলি—ধ'র্‌লি—কথা কইলি—লুনা বলে মাথায় হাত দিলি—তখন জ্ঞান ফিরে এল। চারিদিক চেয়ে দেখি, আবার, যে একাকার সেই একাকার। কোথায় রাণী, কোথায় রাজা—আর আমার সঙ্গের সাথী, যে আমার অচল দেহ সচল ক'রেছে, কোথায় সে—কোথায় সে?

এলাহী। সব আছে—তুই দেখ্‌, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌। আমার কথা সত্য কিনা দেখ্‌। আছে, সব আছে।

লুনা। আর আছে!

এলাহী। চোপ্‌—ও কথা মুখেও আনিস্‌নি—আমি ধূলোর কণা উল্‌টে তাদের খুঁজতে চ'ল্‌লুম। মিডিয়ার বাপ্‌—জ্ঞানী। বুঝে বুঝে মরণকালে তাকে আমার কাছে রেখে গেছে—সে মিডিয়া হারিয়ে যাবে। না, যেতে দেব না।

(কৃষকগণের প্রবেশ)

সকলে। সর্‌দার—সর্‌দার—এই যে, এই যে—সর্‌দার বেঁচে আছে।

এলাহী। বেঁচে আছি,—এখন বাঁচাতে হবে—রাজা—রাজা—আমাদের রাজা—দুনিয়ার রাজা—আমাদের গ্রামে অতিথ হ'তে এসে বিপদে প'ড়েছে, তা'কে খুঁজ্‌তে হবে।

১ম, কৃ। আর ব'ল্‌তে হবে না। তোমাকে দেখে ভয় ভেঙ্গেছে—আয় ভাই আয়—মোড়লের সঙ্গে আয়—অন্ধকার হাত্‌ড়ে রাজাকে খুঁজে বা'র করি।

এলাহী। ভয় নেই—লুনা! তুই নিশ্চিন্ত থাক। আমরা মিডিয়াকে না নিয়ে ফির্‌ব না। রাজাকে না নিয়ে ফির্‌ব না।

[এলাহী ও কৃষকগণের প্রস্থান।

লুনা। তাই ত, আমিই বা দাঁড়িয়ে থাক্‌ব কেন? মিডিয়াকে রক্ষা ক'র্‌তে আমিও যে, ওরাও সে। ওরা তাকে রক্ষা ক'র্‌তে ছুটে গেল, আমি কি কাঁদ্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? আমি কি দু মুঠো ধূলা সরিয়েও তা'দের সাহায্য ক'র্‌তে পা'র্‌ব না?

(ফেরানের প্রবেশ)

ফেরান। ঠিক ব'লেছ লুনা, আমরাও চল ওদের সঙ্গে তাদের অন্বেষণ করি। চ'লে এস, জল্‌দি চ'লে এস। এক লহমাও দাঁড়িও না। এক লহমা বিলম্বে যদি রাজার অমঙ্গল হয়, তা'হলে সারা জীবনেও তার আপ্‌শোষ যাবে না।

লুনা। হাঁ হাঁ,—চ'লে যাও, চ'লে যাও।

ফেরান। না না, যাবনা—যাবনা।

লুনা। দেখ্‌ছনা, পাগলের মত ছুট্‌তে ছুট্‌তে বৃদ্ধ আ'স্‌ছে।

ফেরান। ঠিক হ'য়েছে। এস বৃদ্ধ! এত দিন পরে আমি তোমাকে হাতের কাছে পেয়েছি। কিছু ভয় নেই, লুনা দাঁড়াও। আমি আজ বৃদ্ধের শক্তি পরীক্ষা ক'র্‌ব।

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। ভেঙ্গে গেছে—ভেঙ্গে গেছে। মেল্‌বার জন্য পরস্পরে বাহু বিস্তার ক'র্‌লে, আর চক্ষের নিমিষে বজ্রসম কঠোর গিরি চূর্ণ হ'য়ে উভয়ের মধ্যে বিশাল গহ্বরের সৃষ্টি হ'য়ে গেল। এ কি! কে তুমি? প্রকৃতির এই ভীষণ ধ্বংসদৃশ্যের মধ্যে শিলাখোদিত মূর্ত্তিবৎ শিলাখোদিত প্রহরীর পার্শ্বে কে তুমি?

লুনা। তুমি যাকে নিশ্চল ক'রে রেখে এসেছিলে, সেই আমি।

জিবার। তুমি—তুমি? না তুমি কেমন ক'রে এখানে আ'স্‌বে? আমি

ফিরে মুক্ত না ক'র্‌লে, তোমার ত সে অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের উপায় নেই !

লুনা। এই ত—আমি মুক্ত হ'য়ে এসেছি।

জিবার। কে তোকে মুক্ত ক'র্‌লে ?

লুনা। তুমি যে মধুর স্পর্শের কথা ব'লেছিলে, সেই মধুর স্পর্শ !

জিবার। সত্যি কথা ?

লুনা। মিথ্যা ক'য়ে লাভ কি হজরত !

জিবার। কে সেই মধুর স্পর্শ ক'রেছে, আমাকে দেখাতে পারিস্‌ ?

লুনা। এই দয়াময়। আমার দুরবস্থা দেখে আমাকে উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছিল। দয়া ক'রে আমার গায়ে হাত দিতেই আমি মুক্ত হ'য়েছি।

ফেরান। না হুজুর-আলি—প্রেমময়। দয়া টয়া বুঝি না, এই বালিকার দুর্দ্দশা দেখে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। কাতরকণ্ঠে প্রেমময়কে ডাক্‌লুম—সেই চিরমধুর নাম নিয়ে বালিকাকে স্পর্শ ক'র্‌লুম—বালিকা মুক্ত হ'ল।

জিবার। তাইত, এ দীর্ঘ জীবন জড়শক্তির পূজা ক'রে কি ক'র্‌লুম ? কিসের জন্য মায়া মমতা পরিত্যাগ ক'রেছি ? কিসের জন্য নিষ্ঠুর হ'য়েছি ? কিসের জন্য যথার্থই আমি দেবহৃদয়ে দানবত্বের প্রতিষ্ঠা ক'রেছি ! প্রেমের এক ক্ষণিক স্পর্শের কাছে আমার এতকালের সঞ্চিত শক্তি মাথা হেঁট ক'র্‌লে ! তাহ'লে এতকালের প্রাণপণ পরিশ্রমে আমি কি ধন উপার্জ্জন ক'র্‌লুম ? কে তুমি ? তুমি ! তুমিই না আমাকে জল দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলে ?

ফেরান। সে আমি নই।

জিবার। না, তুমি—আমি মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছি নি।

ফেরান। না বৃদ্ধ, তুমি আমার কাছে ঋণী নও। যার কাছে তুমি ঋণী, তিনি তোমারই মত পিপাসার্ত্ত হ'য়েও, নিজের পানীয় জল তোমাকে দিয়ে তোমার জীবনরক্ষা ক'রেছিলেন। আমি সেই মহাপুরুষের গোলাম।

জিবার। এমন মহাপুরুষ ছুনিয়ায় কে? তুমি তাকে আমাকে দেখাতে পার? আমি তাকে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেব।

ফেরান। তাকে ত তোমার পুরস্কার দেওয়া হ'য়ে গেছে।

জিবার। পুরস্কার দিয়েছি!

ফেরান। দিয়েছ বই কি—এই পাহাড়!

জিবার। পাহাড় পুরস্কার দিয়েছি কি?

লুনা। কি আর কি? এই পাহাড় ভেঙ্গে তাকে চাপা দিয়েছ।

জিবার। চাপা দিয়েছি! না বালিকা, চাপা দিইনি। আমিও আমার অজ্ঞাতসারে প্রেমের শক্তিতে আবিষ্ট হ'য়েছিলুম। আগে বুঝ্‌তে পারিনি, এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি। তা যদি না হ'ত, তাহ'লে প্রণয়ী প্রণয়িনীকে বিনষ্ট ক'র্‌বার সঙ্কল্প না ক'রে; তাদের মিলন পথে ব্যবধান সৃষ্টি ক'র্‌বার ইচ্ছা ক'র্‌লুম কেন? খোঁজ—খোঁজ—আছে, আছে—নিশ্চয় তারা বেঁচে আছে। আয়, সঙ্গে আয়—বালিকা, তোকে মা ব'লেছিলুম—এখন দেখ্‌ছি মাতৃনামের সঙ্গে সঙ্গে আমি তোকে অগাধ স্নেহ দান ক'রেছিলুম, আয় বালিকা, সঙ্গে আয়।

অষ্টম দৃশ্য।

(গুহার সম্মুখ)

মনস্থর ও মিডিয়া।

মন্। যে অদৃশ্য করুণা আমাকে দীনাবস্থা থেকে জগতের স্বামিত্ব দান ক'রেছেন, অগণ্য বিপদে, মৃত্যুমুখে, আমার জীবন রক্ষা ক'রেছেন, তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাসে, তাঁর নাম ল'য়ে, আমি তোমাকে ধ'র্তে ঝাঁপ দিয়েছিলুম। অতলস্পর্শ গহ্বরে প'ড়্তে, ধরণী-গর্ব্ভে লুক্কায়িত অপূর্ব্ব-রত্নাগারে অক্ষত দেহে পতিত হ'য়েছি—তোমাকে পেয়েছি। পূর্ণ-ভাগ্য লাভ ক'র্তে, এখনও একটা বাধা অবশিষ্ট আছে। সে তোমার গুরু। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে পরাস্ত ক'র্তে না পার্ছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি বিশ্বজয়ী নই।

(জিবার, লুনা, ফেরান ও এলাহীর প্রবেশ।)

জিবার। কেমন মিডিয়া! এই ত তোমার প্রণয়ী?

মিডিয়া। প্রণয়ী কেন—আমার স্বামী।

জিবার। এ কথা ব'ল্বার আগে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।

মন্। আমি সে প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছি। মিডিয়া আগেই ব'লেছে। সে তার মহত্ত্ব-মর্য্যাদা নষ্ট করেনি। ব'লেছে, যতদিন না অত্যাচারী আল্-মন্সুরের মস্তক আপনার কাছে উপহার দিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত সে আত্মদান ক'র্তে অক্ষম। এই নিন্ বৈজ্ঞানিক, আমি সেই দাম্ভিক সম্রাটের মস্তক আপনার সম্মুখে উপস্থিত করি।

জিবার। র'স সম্রাট্, তবে আগে আমি তোমাকে উপঢৌকন দি। তার পর তোমার ধর্ম্ম। মিডিয়া! আজীবন প্রাণপাত ক'রে, আমি

যে সামগ্রীর অন্বেষণে দুনিয়া পরিভ্রমণ ক'রেছি, সে সামগ্রী আজ তোদেরই প্রেমে আমার সমক্ষে উন্মুক্ত হ'য়েছে। সম্রাট্ আমার সাধন নিষ্ফল হয়নি। আমাকে বৃদ্ধ ও অশক্ত দেখে প্রেমময় পরমেশ্বর সেই অপূর্ব্ব সামগ্রী—সেই অমৃতরসের ভাণ্ড, আমাকে দান ক'র্‌তে দাম্ভিক আল্-মন্‌সুরকে আমার সাহায্যে প্রেরণ ক'রেছেন। রাজা! এই নাও—স্বর্গীয় আলোকে, মুক্ত চক্ষে, এই গুপ্ত গুহার শেষ দ্বার মুক্ত ক'রে দিলুম। আগে বুঝ্‌তে পারিনি, এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—জড়া প্রকৃতির প্রতি পরমাণুর অন্তরালে, চৈতন্যময়ীর লীলা। সেই মা কৌমুদীরূপে জগতে মধু বর্ষণ করেন। প্রেম-বিহ্বলা দামিনীরূপে কাদম্বিনীর অলকে লীলা করেন। মাতৃরূপে সর্ব্বজীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত হ'য়ে, জগতে শান্তি বিতরণ করেন। আয় লুনা, কাছে আয়, সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়, রাজাকে পুরস্কার দিবি ব'লেছিলি, নিজ হস্তে তোদের মিডিয়াকে উপহার দে।

(লুনা, ফেরান ও এলাহীর প্রবেশ)

(লুনার মিডিয়াকে রাজার হস্তে দান)

এলাহী। কি রাজা, পুরস্কার মনোমত হ'ল ?

মন। এলাহী—এ আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার, আর আমি যে অপূর্ব্ব উপহার পেলুম, সে কৃতজ্ঞতার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন স্বরূপ, আমার এই অন্তরঙ্গ সহচরকে তোমার পৌত্রীকে উপহার দান ক'র্‌লুম।

জিবাঁর। আমিও এই মধুর মিলন মুখে প্রেমের সমক্ষে মস্তক অবনত ক'রে, বিজ্ঞানের শেষ ফল তোমাদের উপঢৌকন প্রদান করি। এই নাও দেখ, এই জ্ঞান প্রেম-রূপিণী দেবী মিনার্ভা—এই প্রেমের মূর্ত্তিকে আদর্শ ক'রে তোমাদের পরস্পরের মিলনে চির মঙ্গলের

প্রতিষ্ঠা কর। জাগো মা চৈতন্য-রূপিণী—জড় বিজ্ঞানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে সমস্ত সংসারে প্রাণময়ী শক্তির প্রতিষ্ঠা কর।

(পট পরিবর্ত্তন)

(মিনার্ভা দেবীর আবির্ভাব)

বিজলী সঙ্গিনীগণ।

গীত

আমরা বিজলী ঘরে ঘরে খেলি
সোণার বরণ তনু গো,
সুর-লয় ভরে, দিবানিশি ঘরে
ধরেছি মোহন বেণু গো।
কখন জননী, রমণী জায়া,
কখন ভগিনী, তনয়া মায়া,
কভু মৃদু আলো, কভু শ্যাম ছায়া
কখন উজল ভানু গো।
দেখেও বুঝনা, বুঝেও দেখনা এমনি মোদের রঙ্গ
স্বজনে স্বজনে মিলন মোদের, আঁখির পালটে ভঙ্গ,
বুঝে যদি চাও ছাড়িতে সঙ্গ, রণে যদি চাও দিতে হে ভঙ্গ
অমনি অঙ্গে হানে অনঙ্গ, কুসুমায়ুধ-রেণু গো॥

